উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮২,১৮৬.৮১ (-১৩.৫৩)
নিফটি : ২৫,০৬০.৯০ (-২৯.৮০)

ভুয়ো জব কার্ডে এগিয়ে উত্তরপ্রদেশ
পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রায়ই সরব হয় বিজেপি। অথচ কেন্দ্রের পরিসংখ্যানই বলছে, ভুয়ো জব কার্ডে শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ। বাংলা অনেক পেছনে। » ৭

ঢাকায় মৃত বেড়ে ৩১
ঢাকার উত্তরায় যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সরকারিভাবে সংখ্যাটা ৩১। মৃতদের মধ্যে কমপক্ষে ২৬ শিশু রয়েছে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৬° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৬° সর্বোচ্চ	২৮° সর্বনিম্ন	৩৭° সর্বোচ্চ	২৮° সর্বনিম্ন	৩৬° সর্বোচ্চ	২৮° সর্বনিম্ন

মেগা না সুপার, বিতর্ক দেবকে নিয়ে » ৮

৬ শ্রাবণ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 23 July 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 66

ছাব্বিশের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প

মানুষের প্রস্তাবে উন্নয়ন, বরাদ্দ ৮০০০ কোটি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ জুলাই : ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে দল ও প্রশাসন- উভয়কে ভোটমুখী কর্মসূচিতে নামিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ২১শে জুলাইয়ের শহিদ স্মরণ কর্মসূচি থেকে ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন সোমবার। মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে একেবারে তৃণমূল স্তরে উন্নয়নের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ঘোষণা করলেন। যেখানে সাধারণ মানুষের পরামর্শ ও প্রস্তাব গুরুত্ব পাবে বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন।

নতুন প্রকল্পটির নাম 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'। এর আগে 'পাড়ায় সমাধান' নামে একটি প্রকল্প শুরু করেছিল তৃণমূল সরকার। কিন্তু মঙ্গলবার ঘোষিত পরিকল্পনাটি অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থার পথে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে দাবি করছে রাজ্য প্রশাসন। এই পরিকল্পনার জন্য আলাদাভাবে ৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রকল্পে যে কোনও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা খরচ করা যাবে।

কী ধরনের উন্নয়ন হবে এই প্রকল্পে? মমতা বলেন, 'আমরা অনেক সময় দেখি, ছোট ছোট পাড়ায় একটা কল দরকার বা রাস্তা কিংবা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বা স্কুলের ছাদ প্রয়োজন। সেইসব ছোট ছোট কাজের জন্যই এই নতুন কর্মসূচি চালু করছে সরকার।' গ্রামে কী দরকার, গ্রামবাসীর চাহিদা কী ইত্যাদি শোনার জন্য তিনটি করে বুথ মিলিয়ে একটা সেন্টার তৈরি করা হবে। যেখানে গিয়ে সরকারি আধিকারিকরা গ্রামবাসীর কথা বা পরামর্শ শুনবেন। তার ভিত্তিতে তৈরি হবে উন্নয়নের পরিকল্পনা।

সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা রাজনৈতিক কর্মসূচি হলে কালই মঞ্চ থেকে বলে দিতাম। এবার সরকারি কর্মসূচির কথা বলব।' তাঁর দাবি, এধরনের পরিকল্পনা ভারতে প্রথম। মানুষ নিজের এলাকার সমস্যা অনুযায়ী অর্থ খরচ নির্ধারণ করবেন। উন্নয়নে অগ্রাধিকার ওপর থেকে নয়, মানুষই ঠিক করবেন। মমতার কথায়, 'প্রধানমন্ত্রী বারবার আত্মনির্ভর ভারতের কথা বলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছুই হয়নি।' তিনি বোঝাতে চেয়েছেন আত্মনির্ভর গ্রাম গড়ে তোলা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

এই পরিকল্পনা যে তৃণমূল স্তরে ২০২৬-এর ভোটের আগে সাধারণ মানুষের সমর্থন এককাট্টা করার লক্ষ্যে, তা স্পষ্ট। গত বাজেটে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের জন্য ৪৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল রাজ্য সরকার। নতুন প্রকল্পের ৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ তার বাইরে। ২ অগাস্ট প্রকল্পটি চালু হয়ে যাবে।

এরপর দশের পাতায়

> আমরা অনেক সময় দেখি, ছোট ছোট পাড়ায় একটা কল দরকার বা রাস্তা কিংবা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বা স্কুলের ছাদ প্রয়োজন। সেইসব ছোট ছোট কাজের জন্যই এই নতুন কর্মসূচি চালু করছে সরকার।
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বেচ্ছায় ইস্তফা না বাধ্য হয়ে...

ধনকরের পদত্যাগপত্র গৃহীত, মোদির পোস্টে জল্পনা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : স্বাস্থ্যের সমস্যাকে সদ্য প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর ইস্তফার কারণ দেখালেও জল্পনায় লাগাম নেই। বরং মঙ্গলবার দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দে ও রাজনৈতিক মহলে চর্চার বিষয় ছিল একটিই- তিনি কি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলেন না তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হল?

সরকারের তরফে তাঁকে ইস্তফা ফেরাতে অনুরোধ করা হয়েছে- এমন খবর মেলেনি। বরং ধনকরের সোমবার রাতে পেশ করা পদত্যাগপত্র মঙ্গলবার সকালেই গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তড়িঘড়ি সেই ঘোষণা করেও দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া রাতেই পদত্যাগপত্রটির ভাইরাল হয়ে যাওয়া সন্দেহ বাড়িয়েছে। ইচ্ছা করে রাষ্ট্রপতিকে পাঠানো ইস্তফাপত্র প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টটি ঘিরেও জল্পনা কম নয়। মঙ্গলবার ওই পোস্টে প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতির 'সুস্বাস্থ্য কামনা' করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'শ্রীজগদীপ ধনকরজি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকে আমাদের দেশের সেবা করার বহু সুযোগ পেয়েছেন, যার মধ্যে ভারতের উপরাষ্ট্রপতির পদও রয়েছে।' উপরাষ্ট্রপতি পদের কাউকে বিদায় জানানোর ক্ষেত্রে আবেগের ছোঁয়া অনুপস্থিত।

বরং সাদামাঠা ভাষায় লেখা পোস্টে 'বহু সুযোগ পেয়েছেন' শব্দবন্ধনীটির মধ্যে ইস্তফার কারণ লুকিয়ে থাকতে পারে বলে চর্চা চলছে। যে মানুষটি সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান হিসেবে বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন রাজ্যসভা পরিচালনা করলেন, ১০ দিন আগেও যিনি পুরো মেয়াদ পদে থাকার ব্যাপারে প্রত্যয়ী ছিলেন, তাঁর হঠাৎ শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে সন্দেহ জাগছে সব মহলে।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'উনি সুস্থ বলেই জানি। এর মধ্যে কিছু গড়বড় নেই তো? সারাদিন সংসদ চালিয়ে হঠাৎ রাতে ইস্তফা সবার কাছেই আশ্চর্যের। তাই অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। কোনও সংঘাত ঘটেনি তো?'

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'পদত্যাগের নেপথ্যে গভীর কিছু কারণ রয়েছে। সোমবার দুপুরে রাজ্যসভার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকে ধনকর সভাপতিত্ব করেন। রাজ্যসভার নেতা জেপি নাড্ডা এবং সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু হাজির ছিলেন। ঠিক হয় বিকেলে ফের বৈঠক হবে। কিন্তু বিকেলের বৈঠকে নাড্ডা এবং রিজিজু আসেননি।

এরপর দশের পাতায়

আবারও বিতর্কে অসম সরকার

এনআরসি'র নোটিশ জটেশ্বরে

শান্ত বর্মন ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

জটেশ্বর ও কলকাতা, ২২ জুলাই : কোচবিহার জেলার উত্তমকুমার ব্রজবাসীর ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি এবার আলিপুরদুয়ার জেলায়। জটেশ্বরের বাসিন্দা এক মহিলার নামে ফরেনার্স ট্রাইবিউনাল অ্যাক্ট অনুযায়ী নোটিশ পাঠানো নিয়ে রাজ্যে হইচই পড়ে গিয়েছে। অঞ্জলি শীল নামে জটেশ্বরের বাসিন্দা এক মহিলার নামে সেই নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে অসমের প্রশাসনের তরফে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যাওয়া সেই নোটিশ আবার গ্রহণ করেছে কোচবিহারের পুলিশ সুপারের অফিস। তাতে ঠিকানার জায়গায় জটেশ্বর ও ফালাকাটা থানার নাম থাকলেও জেলা হিসেবে আবার নাম রয়েছে কোচবিহারের। তবে মঙ্গলবার এলাকায় গিয়ে অঞ্জলি শীল নামের যে মহিলাকে খুঁজে পাওয়া গেল, তাঁর কাছে কিন্তু মঙ্গলবার বিকেল অবধি এমন কোনও নোটিশ এসে পৌঁছায়নি। সব মিলিয়ে পুরো বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা ছড়িয়েছে। এবিষয়ে কিছু জানেন না বলে দাবি করেছেন ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য।

তবে উত্তমের কাণ্ডের মতোই এক্ষেত্রেও রাজনীতির কোনও সুযোগ ছাড়ছে না তৃণমূল। জেলার নেতারা তো বটেই, সরব হয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'কোকরাঝাড় ফরেনার্স ট্রাইবিউনাল থেকে আলিপুরদুয়ারের এক দম্পতিকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তাঁদের পরিচয় নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। এর আগেও কোচবিহারের এক বাসিন্দাকে একইভাবে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। কী হচ্ছে এটা?'

জটেশ্বরে যে অঞ্জলি শীলের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে, তিনি ও তাঁর স্বামী নিত্য শীল কিন্তু আদতে অসমেরই পুরোনো বাসিন্দা। তাঁরা বিয়ে করার পর জটেশ্বরে চলে আসেন। সেটা ৩০ বছর আগেকার ঘটনা। জটেশ্বরে আসার পর ১৫ বছর অঞ্জলির জামাইবাবুর বাড়িতে ছিলেন তাঁর স্বামী নিত্য। তিনি এখানে ক্ষৌরকারের কাজ শুরু করেন। পরে আস্তে আস্তে জটেশ্বর কাঁঠালবাড়ি চৌপথি এলাকায় বাড়ি করেন। আচমকা অসম সরকারের পাঠানো এই নোটিশের বিষয়ে কিছুই জানেন না ওই মহিলা। অসমে এখনও অঞ্জলির বাপের বাড়ির লোকজন রয়েছেন। এই নোটিশের বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর অঞ্জলি তাঁর বাপের বাড়িতেও যোগাযোগ করেছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

বাড়ির দাওয়ায় বসে অঞ্জলি। মঙ্গলবার জটেশ্বরে।

সরব মুখ্যমন্ত্রী

- জটেশ্বরের বাসিন্দা অঞ্জলি শীলের নামে নোটিশ জারি করেছে অসম প্রশাসন
- সেই নোটিশ আবার গ্রহণ করেছে কোচবিহারের পুলিশ সুপারের অফিস
- জটেশ্বরের অঞ্জলি অবশ্য হাতে এমন কোনও নোটিশ পাননি
- বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের ছাড়পত্র ছাড়াই ডলোমাইটের কারবার

কাঠগড়ায় রেলমন্ত্রক

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২২ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের ছাড়পত্র ছাড়াই ৩ মাস ধরে বীরপাড়ার দলগাঁও রেলস্টেশন চত্বরে ডলোমাইট 'লোডিং-আনলোডিংয়ের' কারবার রেলমন্ত্রক চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। এবছরের ২২ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড রেলমন্ত্রককে ২০২৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছাড়পত্র দিয়েছে। কিন্তু চলতি বছরের ১৯ এপ্রিল ওই ছাড়পত্র প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ১১ জুন বীরপাড়ার সঞ্জয়কুমার চৌধুরীর আরটিআইয়ের জবাবে ১৭ জুন আলিপুরদুয়ারের ডিআরএমের অফিস থেকে ওই তথ্য দেওয়া হয়েছে।

এনিয়ে সোমবার সন্ধ্যায় দলগাঁওয়ের স্টেশন সুপার রাকেশ কুমারকে স্মারকলিপি দেয় ভয়েস অফ বীরপাড়া নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের ছাড়পত্র ছাড়াই কীভাবে রেলমন্ত্রক এখনও বীরপাড়ায় ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিংয়ের কারবার চালাচ্ছে তা নিয়ে স্টেশন সুপারকে প্রশ্ন করেন তাঁরা। সংগঠনের সভাপতি চতুর পানোয়ার বলেন, 'এটা স্পষ্ট, দলগাঁও রেলস্টেশন চত্বরে বর্তমানে বেআইনিভাবে ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিংয়ের কারবার করছে রেলমন্ত্রক। আমরা প্রকল্পটি অন্যত্র সরানোর দাবি জানিয়েছি।' স্টেশন সুপার মঙ্গলবার বলেন, 'বিষয়টি আমার এক্তিয়ারভুক্ত নয়।' এই ব্যাপারে আলিপুরদুয়ারের সিনিয়ার ডিসিএম অভয় গণপত সনপ বলেছেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড কাজ বন্ধের নির্দেশ দিলেও নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে বন্ধের কথা বলেনি। এছাড়া এধরনের নির্দেশিকার ক্ষেত্রে কিছুদিন সময় দেওয়া হয়। ওই সময়সীমার মধ্যে শর্তাবলি পূরণ করলে ফের ছাড়পত্র পাওয়া যায়।'

দলগাঁও রেলস্টেশন চত্বরে ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিংয়ের কারবার বন্ধের দাবিতে ২০২৪ সালের জুলাই মাস থেকে অরাজনৈতিক আন্দোলন চলছে বীরপাড়ায়।

এরপর দশের পাতায়

দলগাঁও রেলস্টেশন চত্বরে ডলোমাইটের স্তূপ।

গ্রামের পড়ুয়াদের সচেতন করছেন বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্যরা। -ফাইল চিত্র

কুপ্রথা ভাঙায় জট ঘাগরায়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুলাই : কালাজাদু করার অভিযোগ তুলে এক বৃদ্ধকে এলাকাছাড়া করেছিল শহর সংলগ্ন ঘাগরার বাসিন্দাদের একাংশ। সেই ঘটনার পরে প্রায় এক মাস কেটে গিয়েছে। এর মধ্যে কতখানি বদলেছে সেই এলাকার পরিস্থিতি? আদৌ কি বদলেছে? প্রথমত, সেই বৃদ্ধ বাড়ি ফিরতে পারেননি এখনও। আর দ্বিতীয়ত, সেই গ্রামে কুসংস্কার এতটাই জাঁকিয়ে বসে রয়েছে যে, বিজ্ঞানমঞ্চও খুব একটা দাঁত বসাতে পারছে না।

ঘটনার পর পুলিশ বা প্রশাসন তো কুসংস্কারের প্রভাব কাটাতে তেমন উদ্যোগ নেয়নি। বিজ্ঞানমঞ্চ সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার একটা উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু এলাকায় সেই শিবির করতে গিয়ে তাঁরা রীতিমতো সমস্যায় পড়েন। বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্যরা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছেন। ঘাগরা গ্রাম সংলগ্ন গারোভিটায় যেদিন বৃদ্ধের বাড়ি ভাঙচুর করা হয় তার পরের দিনই ওই সংগঠনের সদস্যরা ওই গ্রামে পৌঁছেছিলেন। তবে সাধারণ মানুষকে তাঁরা খুব বেশি কিছু বোঝাতে পারেনি। সম্প্রতি তাই আবার সচেতনতা প্রসারে উদ্যোগী হন তাঁরা। কিন্তু শিবিরে লোক আসতেই চাইছেন না। তাই কৌশলে প্রচারের জন্য ছক কষে বিজ্ঞানমঞ্চ। সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করাই মূল উদ্দেশ্য হলেও স্থানীয়দের বলা হয় চারাগাছ বিলির কথা। তা শুনে শিবিরে আসেন কয়েকজন।

প্রথমে চারা বিলি করার মধ্য দিয়েই শিবির শুরু হয়। তবে সেটা তো ছিল 'ছদ্মবেশ'। মঞ্চের সদস্যরা চেষ্টা করেন মূল বিষয়ে আসার। বিভিন্ন কুসংস্কার নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা। লোকজনকে বোঝান, চুনের জলে হাত চুবিয়ে রাখলে জন্ডিস রোগ সেরে যায় না। সেজন্য ডাক্তার দেখাতে হয়। জলে আটার বল ফেলে চোর ধরা যায় না। সেজন্য পুলিশে খবর দিতে হয়। বলা হয়, চোর ধরার জন্য যে আটার বল বানানো হয় সেগুলোর একটার মধ্যে থার্মোকল ঢুকিয়ে দিলেই সেটা জলে ডোবে না। এছাড়াও হাতে আমের কস লাগিয়ে সেই হাত চুনের জলে দিলেই যে জল হলুদ হয়ে যায়।

এরপর দশের পাতায়

অন্ধকার

- গ্রামে শিবির করতে সমস্যায় বিজ্ঞানমঞ্চ
- সচেতনতা শিবিরের প্রতি স্থানীয়দের আগ্রহ কম
- চারা বিলির নাম করে লোক ডাকতে হচ্ছে
- শিবিরে যুক্তির কথা বলা হলেও লোকজন মানতে নারাজ

কথায় কথায়

মোদি আরও বহু বছর, নিশিকান্তের সার কথা

আশিস ঘোষ

মাঝেমধ্যে আলটপকা নানারকম কথা বলে ফেলায় অভ্যস্ত নিশিকান্ত দুবে একটা কাজের কথা বলে ফেলেছেন। তাঁর কথায়, মোদিকে ছাড়া ২০২৯-এর লোকসভা ভোটে বিজেপি ১৫০ সিটও পাবে না। মোদিকে ছাড়া দলের চলবে না। মোদি এখন পার্টির 'মজবুরি।' দলের বাধ্যবাধকতা।

অন্যদের মতো মোটেই ভাববাচ্যে নয়, একেবারে সোজাসুজি খাঁটি কথাটা তিনি বলে ফেলেছেন। আলোচনায় উঠে এসেছে যে, পঁচাত্তর বছর বয়সে পৌঁছে মোদি কি ২৭ সেপ্টেম্বর ব্যাট-প্যাড গুটিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরবেন? নাকি পিচ ছাড়বেন না? দলের রেওয়াজ মতো পঁচাত্তর বছর বয়সে বানপ্রস্থে গিয়েছেন লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলীমনোহর যোশিরা। পার্টির বয়ানে মার্গদর্শকমণ্ডলীতে তাঁদের স্থান। অর্থাৎ সরাসরি পার্টির কাজে তাঁরা নাক গলাবেন না। তা তাঁদের অতীত কর্মকাণ্ড যাই থাকুক না কেন। আদবানির রথযাত্রা যে বিজেপিকে আজকের জায়গায় এনেছে, তা আজ আর কে মনে রাখে!

সেখানেই থামার পাত্র নন নিশিকান্ত। তাঁর কথা,

এরপর দশের পাতায়

প্রথমে প্রশিক্ষণ, তারপর পাচার

টার্গেট আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের মেয়েরা। প্রশিক্ষণের নামে স্পা কিংবা রিসেপশনিস্টের কাজ শেখানো হত। তারপর পাচার করে দেওয়ার ছক ছিল তামিলনাড়ুর হসুর জেলায়। তার আগেই ট্রেন থেকে উদ্ধার ৫৬ তরুণী।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস থেকে তরুণী উদ্ধার কাণ্ডে রহস্য বাড়ছে। অভিযোগ, তরুণীরা উদ্ধার হওয়ার পরেই তাঁদের বাড়িতে ফোন করে হুমকি দিচ্ছে চক্রের মাথারা। ইতিমধ্যে ময়নাগুড়ি এলাকার এক তরুণীর পরিবারকে ফোন করে হুমকি দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পর আতঙ্কে রয়েছে ওই তরুণীর পরিবার। তারা ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। এদিকে, শিলিগুড়ির ভবেশ মোড়ের কাছে একটি বাড়িভাড়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারি স্কিম দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনার বোর্ড টাঙিয়ে অবৈধ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল ওই তরুণীদের। প্রশিক্ষণের নামে স্পায়ের কাজ এবং রিসেপশনিস্টের কাজ শেখানো হত তাঁদের। প্রতি মাসে এক লক্ষ টাকা বাড়িভাড়া দিত অভিযুক্তরা।

তদন্তে নেমে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য পাচ্ছেন তদন্তকারীরা। সোমবার যে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা ওই সংস্থার কর্মী ছিল বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে ছয়দিনের হেপাজতে নিয়েছে জিআরপি থানা। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে একজন ইনস্পেকটর পদমর্যাদার পুলিশকর্মীকে তদন্তকারী অফিসারের দায়িত্ব দিয়েছে জিআরপি। জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী মৃন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'আদালত অভিযুক্তদের জামিনের আবেদন খারিজ করে পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছে।' জিআরপির ডিএসপি পারিজাত সরকার বলেন, 'অভিযুক্তদের হেপাজতে নিয়ে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি। অনেক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

কাজ দেওয়ার নাম করে তামিলনাড়ুর হসুর জেলায় পাচারের আগে ৫৬ জন তরুণীকে উদ্ধার করেছে জিআরপি এবং আরপিএফের বিশেষ দল। সোমবার বিকেলে ডাউন ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসে অভিযান চালিয়ে ওই তরুণীদের উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি একজন তরুণ ও এক তরুণীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তরুণ দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দা হলেও তরুণী শিলিগুড়ির এনজেপি থানার পোড়াঝাড় এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশকে জানিয়েছে। পুলিশ ওই ঠিকানাও যাচাই করছে।

প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, গত তিন বছর ধরে শিলিগুড়িতে এই ভুয়ো ব্যবসা পেতে বসেছে একটি চক্র। ভবেশ মোড়ের কাছে পেট্রোল পাম্পের কাছে বাঁ-দিকে তিনতলা বাড়িভাড়া নেয় তারা। মাসে এক লক্ষ টাকা ভাড়া দিত অভিযুক্তরা। সেখানেই চলত প্রশিক্ষণ।

এরপর দশের পাতায়

এই বাড়িতেই দেওয়া হয়েছিল প্রশিক্ষণ। -সংবাদচিত্র

আমার উত্তরবঙ্গ

সেলসফোর্স ল্যাব চালু

কলকাতা, ২২ জুলাই : সেলসফোর্স একটি সিআরএম কোম্পানি, মঙ্গলবার সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি (এসএনইউ)-এর সঙ্গে একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব ঘোষণা করেছে। এই অংশীদারিত্বের অধীনে ক্যাম্পাসে একটি অত্যাধুনিক সেলসফোর্স ল্যাব চালু করা হবে, যার লক্ষ্য বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সিআরএম এবং এআই শেখানো।

এই উদ্যোগের অধীনে, এসএনইউ-তে সেলসফোর্স সিআরএম-এর ওপর একটি কাস্টমাইজড কারিকুলাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যার মধ্যে থাকবে সেলস ক্লাউড, সার্ভিস ক্লাউড, মার্কেটিং ক্লাউড এবং এজেন্টফোর্স। এটি ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট, মিডিয়া এবং কৃষি বিভাগে চালু করা হবে। এই প্রোগ্রামটি প্রথম বছরে প্রায় ১,০০০ শিক্ষার্থী উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

সেলসফোর্স ইন্ডিয়ার সেলস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমল কান্থ বলেন, 'এটি শুধুমাত্র স্কিল ডেভেলপমেন্টের উদ্যোগ নয়, এটি এআইয়ের যুগে শিল্প-শিক্ষা সহযোগিতার একটি রূপরেখা। আমরা শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বাড়ানো, সার্টিফিকেশন এবং কেরিয়ারের সুযোগ দিচ্ছি যা শিল্পে স্বীকৃত।'

টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ-এর সিইও এবং সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি-র স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিন ডঃ শঙ্কু বোস বলেন, 'আমরা ঐতিহ্যবাহী শ্রেণিকক্ষ শিক্ষার বাইরে এসে এখন প্রয়োগযোগ্য, ফলাফলভিত্তিক শিক্ষার সাহসী যুগে প্রবেশ করছি।'

দক্ষিণ মধ্য রেলওয়েতে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ের বিজয়ওয়াড়া ডিভিশনে বিজয়ওয়াড়া-গুন্তুর শাখার পেড্ডাভডলাপুড়ি, ডুগ্গিরালা, তেনালি এবং সুন্দুরু স্টেশনের মধ্যে তৃতীয় লাইন চালু করার জন্য ২৩.০৭.২০২৫ থেকে ২৪.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রি-নন- ইন্টারলকিং, নন-ইন্টারলকিং এবং পোস্ট-নন-ইন্টারলকিং কাজ করা হবে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে : ● পথ পরিবর্তন : ২২৩০৬ জসিডি - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৭.২০২৫) ও ১২৫০৪ আগরতলা - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু হামসফর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৭ ও ২৯.০৭.২০২৫) কৃষ্ণা ক্যানাল-ডুগ্গিরালা-তেনালি হয়ে চলার পরিবর্তে কৃষ্ণা ক্যানাল-নিউ গুন্টুর-তেনালি হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে এবং ২২৫০৩ কন্যাকুমারী - ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৭ ও ২৮.০৭.২০২৫) ও ২২৫০১ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - নিউ তিনসুকিয়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৭.২০২৫) তেনালি- ডুগ্গিরালা- কৃষ্ণা ক্যানাল হয়ে চলার পরিবর্তে তেনালি- নিউ গুন্টুর- কৃষ্ণা ক্যানাল হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ● নিয়ন্ত্রণ : (১) ১৩৪৩৪ মালদা টাউন - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২০২৫) ১ ঘণ্টার জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে; (২) ১৫৯৩০ নিউ তিনসুকিয়া-তাম্বারাম এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৮.২০২৫) ২ ঘণ্টার জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। ● পুনঃনির্ধারণ : ২২৬৪৩ এর্নাকুলাম - পাটনা সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮.০৮.২০২৫) ৩ ঘণ্টার জন্য পুনঃনির্ধারিত হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

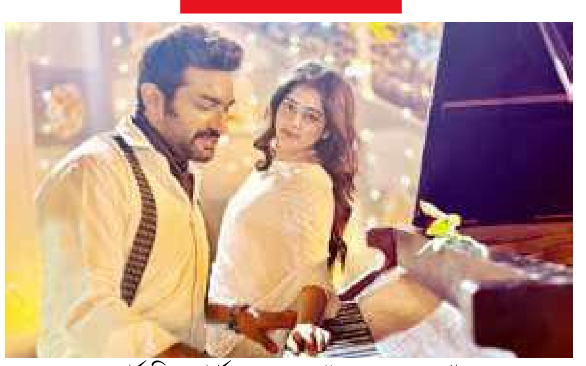

আর্য কি অপর্ণাকে বলতে পারবে মনের কথা?
চিরদিনই তুমি যে আমার সন্ধে ৬.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ জানেমন, দুপুর ১.২৫ অরুন্ধতী, বিকেল ৪.২০ কুলি, সন্ধে ৭.৩৫ যোদ্ধা, রাত ১১.০০ বরবাদ
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ টনিক, দুপুর ১২.০০ মেমসাহেব, দুপুর ২.০০ পবিত্র পাপী, বিকেল ৫.০০ সৎ মা, রাত ১০.৩০ লোফার, ১.১৫ অন্তর্ধান
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ শিবাজি, দুপুর ১.০০ আমাদের সংসার, বিকেল ৪.০০ গ্যাঁড়াকল, সন্ধে ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ রোমিও, ১.০০ চার অধ্যায়
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ঝিন্দের বন্দী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ জন্মদাতা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পুরুষোত্তম
কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.০০ স্ত্রী, বিকেল ৩.০০ থাগস, ৫.০০ ওম শান্তি ওম, রাত ৮.০০ গজানা, ১০.৩০ অ্যাঞ্জেল
জি সিনেমা : বেলা ১১.৩৬ সূরয়া : দ্য সোলজার, দুপুর ২.৪১ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৫.৪৪ মিস্টার জুকিপার, সন্ধে ৭.৫৫ সূর্যবংশী, রাত ১০.৫১ অন্তিম : দ্য ফাইনাল ট্রুথ
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৫৩ বিজয় : দ্য মাস্টার, বিকেল ৩.০৫ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, ৫.৫৫ ভোলা, রাত ৮.০০ বিবাহ, ১১.১৬ ফুকরে রিটার্নস
স্টার মুভিজ : দুপুর ১.৫৭ দ্য গুড ডায়নোসর, বিকেল ৪.৫২ ট্রেন টু বুসান, সন্ধে ৬.৩২ দ্য ট্রান্সপোর্টার, রাত ৯.০০ ওয়ার ফর দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস, ১১.১৫ স্পিড

ঝিন্দের বন্দী দুপুর ২.৩০
ডিডি বাংলা

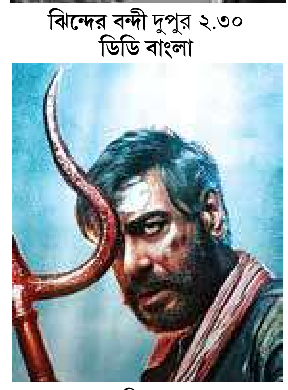

ভোলা বিকেল ৫.৫৫
অ্যান্ড পিকচার্স

চিংড়ির ঝাঁঝালো বাটি চচ্চড়ি আর **গন্ধরাজ ইলিশ** তৈরি শেখাবেন পায়েল দাস। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

মন ভালো করা

উত্তরের দুই মন ভালো করা খবর। মালদার মেয়ে সালমা খাতুন সুযোগ পেয়েছে বাংলার অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটের মহিলা দলের বাছাই পর্বে। অন্যদিকে, অষ্টম শ্রেণির ঋতুরাজ মণ্ডলের ভাবনা ও প্রতিভা প্রশংসিত হচ্ছে সব দিকে।

বোলিং করছে সালমা খাতুন। সিএবি'র ক্যাম্পে। কলকাতায়।

সিএবি'র বাছাই পর্বে সালমা

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২২ জুলাই : আট বাই দশের ছোট একটি অ্যাসবেস্টসের ঘরে বসে ইন্ডিয়া মহিলা ক্রিকেট দলে খেলার স্বপ্ন দেখছে টোটোচালকের মেয়ে সালমা খাতুন। সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলার প্রথম ধাপে পৌঁছোতে তাঁর সময় লেগেছে মাত্র ১ বছর। বাংলার অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা দলের বাছাই পর্বে প্রথম ৪২ জনে জায়গা করে ফেলেছে মালদা শহরের গয়েশপুরের সালমা। সিএবির ডাকে আগামী বৃহস্পতিবার ইডেনে অনুশীলনের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে সালমা। তার কথায়, 'বাংলা দলে পাকাপাকি জায়গা করাটা আমার প্রথম লক্ষ্য। তার জন্য দিনরাত অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছি।'

গয়েশপুরের মূল সড়কের পাশে রেল কলোনির অভিমুখে সামান্য এগোলেই রাস্তার পাশে ঝুপড়ির সারি। এমনই এক ঝুপড়ির মধ্যে থেকে ক্রিকেটার সালমার উত্তরণ। সালমার বাবা মহম্মদ সালাম হোসেন পেশায় টোটোচালক। স্ত্রী টুকটুকি বিবি ও ৪ কন্যাসন্তান নিয়ে সালামের সংসার। সালমা বাড়ির মেজো মেয়ে। সে মালদা রেলওয়ে গার্লস হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। তাদের বাড়ির অল্প দূরেই মালদা রেলওয়ে মাঠ। ওই মাঠে এমনই এক ম্যাচে সালমার বিধ্বংসী বোলিং দেখে মুগ্ধ হন হোয়াইট ইলেভেন ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের দুই কোচ প্রবীররঞ্জন দস্তিদার ও বাবু সাহা।

৬ মাসের প্রশিক্ষণেই জেলা মহিলা ক্রিকেট দলে সুযোগ পায় সালমা। গত জুন মাসে সালমা কলকাতায় যায় অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা মহিলা দল বাছাই পর্বে অংশ নিতে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে শতাধিক প্রতিভাবান মহিলা ক্রিকেটারদের ট্রায়াল নেন মনোজ তিওয়ারি। সালমার লেগ স্পিন নির্বাচকদের নজরে আসে। মাত্র ১৪ বছর ৯ মাস বয়সেই বাংলার অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা দলের ৪২ জনের তালিকায় তার নাম ২০ নম্বরে চলে আসে।

সালমার মা টুকটুকি জানিয়েছেন, সালমার হাতে ক্রিকেট বল তুলে দিয়েছেন দুই কোচ। এখন তাঁরাই সালমার ক্রিকেট অভিভাবক।'

টিফিনের খরচ বাঁচিয়ে ভাইবোনের জন্য উপহার

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২২ জুলাই : সাধ্য যৎসামান্যই! কিন্তু মনটা অনেক বড়। অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া ঋতুরাজ মণ্ডলের সৎ চিন্তাধারা নজর কেড়েছে সকলের। তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুলের ওই পড়ুয়া নিজের টিফিনের টাকা জমিয়ে মঙ্গলবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পড়ুয়াদের হাতে বইখাতা, কলম, রংপেন্সিল তুলে দিয়েছে। ঋতুরাজের এই ভাবনাই শুধু নয়, তার প্রতিভাও প্রশংসার যোগ্য। ব্যাটারিচালিত চার চাকার গাড়ি, ট্যাংক গাড়ি, প্রজাপতি, ময়ূর নিজের হাতে বানিয়েছে ওই খুদে। তার এই কর্মকাণ্ডে খুশি হয়ে এদিন সংবর্ধনা দেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাবলু বর্মন।

বাবা মানিক মণ্ডল পেশায় টোটোচালক। মা প্রতিমা মণ্ডল তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বারকোদালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী। হঠাৎ এই ভাবনা কেন? ঋতুরাজ বলল, 'সুযোগ পেলে মাঝেমধ্যেই মায়ের সঙ্গে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যাই। এরপরই তাদের জন্য কিছু একটা করার ভাবনা আসে আমার মাথায়। রোজ স্কুলে যাওয়ার সময় মা টিফিনের টাকা দিত। সেই টাকা থেকে অল্প অল্প করে বাঁচিয়ে বিভিন্ন ধরনের বই, খাতা, আঁকার সরঞ্জাম, খেলার সামগ্রী কিনি। এদিন ভাইবোনগুলোকে জিনিসগুলো দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে।'

প্রতিমা বললেন, 'আমার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পড়াশোনার নিয়ম থাকলেও বাস্তবে কোনও পরিকাঠামো নেই। বইখাতা, কলম তো দূর অস্ত, বসার জায়গাটুকুও নেই। সেখানে ছেলের এই ভাবনায় আমরা খুব খুশি।'

স্কুলের পড়ুয়ার কীর্তিতে খুশি নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক রজতকান্তি দেবনাথ।

PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, BALURGHAT, DAKSHIN DINAJPUR, WEST BENGAL
Ministry of Education, Dept. Of School Education & Literacy, Govt. of India

WALK-IN-INTERVIEW

PM SHRI JNV Dakshin Dinajpur is going to appoint suitable candidates against the undermentioned posts on purely contractual basis for which interview will be conducted on 30.07.2025 and 31.07.2025 at PM SHRI School JNV Dakshin Dinajpur. The remunerations for these posts are governed by NVS and PM SHRI Norms. Appointments to all these posts are purely on contract basis and do not confer any right to regular employment in NVS. These posts are regulated by requirements of school and NVS guidelines. The incumbents of these posts may be terminated at any given time without serving any notice period. The school reserves right to not fill any post(s) in light of any unforeseen conditions.

Sl. No.	Name of Post	Eligibility Criteria	Remuneration (per month)	Date of interview
01	Computer Faculty (Artificial Intelligence Skill Subject)	Diploma in Computer Science/Information Technology OR Bachelor Degree in Computer Application/Computer Science/ Information Technology (BCA, B.Sc. Computer Science/ Information Technology) OR Graduation with PGDCA OR DOEACC 'A' Level Certificate. Experience in Artificial Intelligence is required.	Rs. 34125/-	30.07.2025
02	Health Care Faculty (General Duty Assistance Skill Subject)	M.B.B.S. OR M.Sc. Bioscience OR M.Sc. in Human Physiology OR B.Sc. Nursing with 3 years' experience in hospital OR B. Voc. - Health Care OR 3½ Years Diploma in GNM with one year experience in hospital.	Rs. 34125/-	
03	Music Expert (Guitar/ Tabla)	Degree in Music OR HS with Diploma/ Certificate in Music OR any other recognized qualifications as per CBSE/ NVS Norms and Skilled in playing instrument like Guitar/Tabla.	Rs. 25000/-	
04	Dance Expert (Classical Dance)	Degree in Classical Dance OR Diploma/ Certificate in any Classical Dance with performance experience OR any other recognized qualifications as per CBSE/ NVS Norms and Skilled in any classical dance form.	Rs. 25000/-	
05	ATL Facilitator	B.Tech./B.Sc. Maths or Physics with experience in Design/Innovation/Tinkering Projects.	Rs. 10000/-	
06	Yoga Coach	Degree/PG Diploma in Yoga with 02 Years work experience Or Diploma/ Certificate in Yoga with 05 Years work experience OR M.Sc. in Yoga.	Rs. 12500/-	31.07.2025
07	Chess Coach	Degree/Diploma/Certificate in Sports Coaching in the relevant field from recognized institute OR Sports Person with participation experience in International/ National/SGFI level contests OR any other recognized qualifications as per CBSE/ NVS Norms.	Rs. 20000/-	
08	Rope Skipping Coach		Rs. 20000/-	
09	Taekwondo Coach		Rs. 12500/-	

Upper age limit for all category of Posts is 50 years as on 01.07.2025. Priority may be given to candidates with work experience in Residential School. Interested candidates may report to PM SHRI JNV Dakshin Dinajpur, Balurghat on 30.07.2025 and 31.07.2025 at 08:30 AM along with original documents and photocopies. Helpline Number - 7586821506

e-Tender Notice
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB/BLOCK/EO/05/MATIALI/2025-26
Last date of online bid submission : 05-08-2025 upto 18:00 hours.
For further details following site may be visited: http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Matiali Panchayat Samiti

টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/ আর্পিং/০১ অফ ২০২৫ তারিখঃ ১৬-০৭-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী

টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/ আর্পিং/০১ অফ ২০২৫ তারিখঃ ১৬-০৭-২০২৫ এর বিপরীতে সংশোধনী-০১।
এখন এইরকম পড়তে হবেঃ বিদ্যমান বায়না রাশিঃ ২,৬৫,০০০ টাকা (প্রথম বৎসরের জন্যে) এবং সংশোধিত বিদ্যমান বায়না রাশিঃ ২,৩৪,৯০০/- টাকা (দ্বিতীয় বৎসরের জন্যে)।
অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. E NIT NO BANARHAT/EO/NIT-004/2025-26 Last date of online bid submission **29/07/2025 Hrs 06:00 PM.** For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

বিবিধ সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ আরএন-এসটি-১৯-২০২৫-২৬, তারিখঃ ১৮-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ রঙিয়া ডিভিশনের এসএসই/এস/আইসি/গোয়ালপাড়া টাউনের অধিক্ষেত্রে অধীনে সিগন্যালিং গিয়ার মেরামত এবং নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য বিবিধ সিগন্যালিং কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৮০,৮১,৯২৬.০৭ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৯১,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১১-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং ১১-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় সিনি. ডিএসটিই/রঙিয়া কার্যালয়ে খুলবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি)/রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল_জিইএন_৩১_২৫-২৬, তারিখ : ১৮-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ইএল_জিইএন_৩১_২৫-২৬, কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনের আদিনা, গুঞ্জ মালদা, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর রেলওয়ে স্টেশনের সফট আপগ্রেডেশন সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৮২,১০,০১৩.৩৫ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৬৪,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৫-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১৫-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৫-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি ও জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer Kranti Development Block Kranti :: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide **e-NIT No WB/015/ BDOKNT/25-26, Dated :- 23-07-2025 Work Sl 01, 02.** Last date of submission of bid through online **is 30-07-2025 upto 17:00 hrs.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in.** from 23-07-2025 from 10:00 hrs respectively.

Sd/-
EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti : Jalpaiguri

তিনসুকিয়া ডিভিশনে এস অ্যান্ড টি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এন-২০২৫-২৬-টিএসকে-এনআইটি-০৯, তারিখ : ১৭-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার নং : এন-২০২৫-২৬-টিএসকে-টি-০৯; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : তিনসুকিয়া ডিভিশনের ডিএসটিই/তিনসুকিয়ার এখতিয়ারাধীন সেকশনে নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য বিশেষ সিগন্যালিং কাজ। টেন্ডার মূল্য : ২,৪০,৭৩,৭৫৮/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,৭০,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ০৮-০৮-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৮-০৮-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
সেবা দিয়ে মানুষের সেবায়

কর্মখালি

দার্জিলিং-এ নিজস্ব হোটেলের জন্য ভালো Cook চাই। ভালো বেতন সহ বোনাস এবং থাকা-খাওয়া ফ্রি। Contact No. - 9748478019 (11 A.M. to 7 P.M.). (C/117631)

অ্যাফিডেভিট

আমি অমল রায়, পিতা- মৃত বঙ্কেশ্বর রায়, গ্রাম- ছাট গোপালপুর, পোস্ট - গোপালপুর, থানা- পুন্ডিবাড়ি, জেলা- কোচবিহার-৭৩৬১৩৩, পঃবঃ, গত ২২/০৭/২০২৫ E.M. কোর্ট সদর কোচবিহার-এর অ্যাফিডেভিট বলে আমি অমল দাস-এর পরিবর্তে অমল রায় নামে পরিচিত হলাম। অমল রায় ও অমল দাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

সংশোধনী নং.- ০১
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর/ ইএনজিজি./৪৩ অব ২০২৫, তারিখঃ ১৫-০৭-২০২৫-এর আইটেম নং. ৩ বাতিলকরণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৪৩ অব ২০২৫, তারিখঃ ১৫-০৭-২০২৫ (আইটেম নং. ৩) কাজের নাম - "কাটিহার ডিভিশনেঃ ফ্লুড জয়েন্টের আইএনএসআইটিইউ ফেব্রিকেশানের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে ত্রুটিপূর্ণ ফ্লুড জয়েন্টের ক্যাজুয়াল পুনর্নবীকরণ" প্রশাসনিক কারণে বাতিল করা হচ্ছে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএল/১/ডিবি/ডব্লিউ/১/ডিবিডব্লিওএস/আপ-গ্রেডেশন/২০২৫-২৬/৮৩(আরটি-২), তারিখঃ ১৮-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং. ঃ ইএল/১/ডিবি/ডব্লিউ/১/ ডিবিডব্লিওএস/আপ-গ্রেডেশন/২০২৫-২৬/৮৩(আরটি), কাজের নাম ঃ ডিবিডব্লিওএস-এ অন্যান্য রোলিং স্টকের (এলএইচবি/আইসিএফ)-এর জন্য রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধার উন্নয়নর সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক অংশের কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ১৩,৮৪,০৫২.৩৯ টাকা জিএসটি সহ; বিড সিকিউরিটি ঃ ১,৮৭,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১২-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ১২-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি ১২-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিওয়াই. চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার
মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ/ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০০৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৫০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৫১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

Teachers required for RSM Public School, Gahmar-Ghazipur(U.P.), English Medium for Nur. to 10th all subjects. Good Salary, Fooding, Lodging.(M) 86044-60736, 96963-01588.(C/117534)

●

কাপড়ের দোকানে কাজের জন্য অভিজ্ঞ যুবতি আবশ্যক। Ph. 7004199849/ 9064033893. (C/117535)

বিক্রয়

ময়নাগুড়ি মধ্য খাগরাবাড়ি দেওমালী রাস্তার পাশে 73d রেকর্ড জমি JL নং 51, দাগ নং 495, 520 বিক্রয় হইবে। (M) 9800103211(S/C)

অ্যাফিডেভিট

আমি দিপক বর্মন পিতা নিপেন বর্মন, আমার ভোটার ID তে পিতার নাম ভুল থাকায় গত 04-07-25 তারিখে শিলিগুড়ি EM Court অ্যাফিডেভিট বলে ভুপেন বর্মন S/O Late কেতুরাম বর্মন এবং নিপেন বর্মন S/O Late কেতুরাম বর্মন এক, অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলেন। লোধাবাড়ি খড়িবাড়ি দার্জিলিং 734427 (C/117624)

●

আমার আধার কার্ড নং - 373304051851 এ আমার নাম ভুলবশত বাব্বিনা খাতুন থাকায় গত 22.07.2025 নোটারি পাবলিক, কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি বাব্বিনা খাতুন পরিবর্তে রাব্বিনা খাতুন নামে পরিচিত হলাম। রাব্বিনা খাতুন, গ্রাম + পোস্টঃ বোরাডাঙ্গা, থানা ঃ দিনহাটা, জেলা ঃ কোচবিহার - 736134.

ভর্তি

NCTE স্বীকৃত, B.S.A.E.U. & W.B.B.P.E. অনুমোদিত আলিপুরদুয়ার জেলার স্বনামধন্য একমাত্র NAAC স্বীকৃত এই কলেজে 2025-2027 শিক্ষাবর্ষে স্বপ্ন কোর্স-ফি তে D.El.Ed., B.Ed. এবং M.Ed. কোর্সে ভর্তি চলছে। ইস্টার্ন ডুয়ার্স বি.এড ট্রেনিং কলেজ, ভাটিবাড়ি, আলিপুরদুয়ার, যোগাযোগ : 9062125526 / 7865821249. (C/117629)

Government of West Bengal
Department of Health & Family Welfare
Malda Medical College & Hospital, Malda
NOTICE INVITING E-TENDER

MALDA MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL INVITING E-Tender Notice No - MSVP/E-NIT-11/ MLDMCH 2023-2024 (7th Call) Dated - 01/03/2024, Hiring of 01 nos office vehicles at the O/o the MSVP, Malda MCH & MSVP/e-NIT-01/MLD/MCH-24-25 Dated - 22/07/2025. Supply of various Medicine at Malda Medical College & Hospital, Malda.
www.wbhealth.gov.in/www.maldamedicalcollege.com/www.malda.gov.in Or Office of the Under signed

MSVP, Malda MCH

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর (বিজিপি), নাথনগর (এনএটি), তিনপাহাড় (টিপিএইচ), নিমতিতা (এনআইএলই) এবং রাজমহল (আরজেএল) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পার্কিং-২০২৫-০৮। নিলাম শুরু ঃ ০৬.০৮.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। ক্র. নং.; লট নং. এবং স্টেশনের নাম নিম্নরূপ। (১) পার্কিং-এমএলডিটি-বিজিপি - টিডব্লু-৭১-২৫-১ এবং ভাগলপুর। (২) পার্কিং-এমএলডিটি-এনএটি-এমএক্স-২১-২২-২ এবং নাথনগর। (৩) পার্কিং-এমএলডিটি-টিপিএইচ -এমএক্স-২৭-২৫-১ এবং তিনপাহাড়। (৪)পার্কিং-এমএলডিটি-এনআইএলই- এমএক্স-৫৪-২৩-১ এবং নিমতিতা। (৫) পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-এমএক্স-৭০-২৫-৪ এবং রাজমহল। (৬) পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-পিসিসিভি-৭৪-২৫-১ এবং রাজমহল। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-118/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আপনার সামান্য ভুলে বড় কোনও কাজ হাতছাড়া হতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা। **বৃষ :** বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। **মিথুন :** রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব বাড়বে। কর্মস্থান পরিবর্তন হতে পারে। পড়াশোনায় উন্নতি। **কর্কট :** বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা। লটারি, ফাটকায় অর্থপ্রাপ্তির যোগ। **সিংহ :** ধার্মিক কোনও ব্যক্তির সংস্পর্শে শান্তি পাবেন। চোখের কোনও সমস্যায় চিকিৎসায় খরচ বাড়বে। **কন্যা :** কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে সংসারের অচলাবস্থা কেটে যেতে পারে। প্রেমে সামান্য দোলাচল থাকবে। **তুলা :** রাস্তাঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। পায়ে আঘাত লাগার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষায় বাধা কাটবে। **বৃশ্চিক :** আপনার কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে গুরুজনদের মতপার্থক্য হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পাবেন। **ধনু :** পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের মীমাংসা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আগুন, বিদ্যুৎ থেকে সাবধান। **মকর :** ঘরের কথা বন্ধুমহলে জানালে বিপত্তি হবে। ঋণ সংক্রান্ত ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। **কুম্ভ :** পড়াশোনায় সাময়িক বাধা থাকলেও দ্রুত তা কেটে যাবে। কাউকে টাকা ধার দেবেন না। **মীন :** খুব কাছের লোক আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ শ্রাবণ, ১৪৩২, ভাঃ ১ শ্রাবণ, ২৩ জুলাই, ২০২৫, ৬ শাওন, সংবৎ ১৪ শ্রাবণ বদি, ২৭ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৬, অঃ ৬।২১। বুধবার, চতুর্দশী রাত্রি ২।২৩। আর্দ্রানক্ষত্র সন্ধ্যা ৬।৩৪। ব্যাঘাতযোগ দিবা ১।৫৫। বিষ্টিকরণ দিবা ৩। ১৬ গতে শকুনিকরণ রাত্রি ২।২৩ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, সন্ধ্যা ৬।৩৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, সন্ধ্যা ৬।৩৪ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ২।২৩ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৮।২৫ গতে ১০।৪ মধ্যে ও ১১।৪৪ গতে ১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২৫ গতে ৩।৪৬ মধ্যে। যাত্রা - নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৯ মধ্যে ও ৯।৩২ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ৩।৩২ গতে ৫।১৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫০ গতে ৯।৪ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৫।৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বৃষ্টিতে ক্ষতি জিরো পয়েন্টের অর্ধসমাপ্ত রাস্তার

বেহাল বক্সার বিভিন্ন এলাকা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুলাই : আশঙ্কা ছিল। সেটাই বাস্তবে হল। আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা পাহাড়ের জিরো পয়েন্ট থেকে ভিউপয়েন্ট পর্যন্ত রাস্তার কাজ শুরু হয়ে আটকে গিয়েছিল আনুমানিক ৮ মাস আগে। রাস্তার কাজ অর্ধসমাপ্ত থাকায় আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে, বর্ষায় রাস্তার ক্ষতি হবে। বর্ষার শুরু থেকেই আশঙ্কা মতো রাস্তা ভাঙতে শুরু করে। বিগত চারদিনের বৃষ্টিতে ওই রাস্তার আরও ক্ষতি হয়েছে। অন্যদিকে, শুধু ওই রাস্তাই নয়। বক্সা পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রামে যাওয়ার রাস্তারও ক্ষতি হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় ধস নেমেছে। তবে যাতায়াত এখনও বন্ধ হয়নি। ভারী বৃষ্টি হলে অবশ্য ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

যদিও প্রশাসন জানিয়েছে, ওইদিকে তাদের নজর রয়েছে। রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনাম জাংমো ডুকপা এদিন এবিষয়ে বলেন, 'কিছু জায়গায় ক্ষতি হয়েছে। তবে এখনও বড় ক্ষতির বিষয় নজরে আসেনি। বক্সা ফোর্ট যাওয়ার রাস্তার ওপর নজর রয়েছে। আদমা, চুনাভাটি যাওয়ার রাস্তা তো আগে থেকেই বেহাল রয়েছে।' জিরো পয়েন্টে রাস্তার ক্ষতির বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে সোনাম জানিয়েছেন, ওই জায়গায় একটি ড্রেন তৈরি করা হবে। ইতিমধ্যেই সেই কাজের জন্য টেন্ডার করা হয়েছে বলে মন্তব্য তাঁর।

জিরো পয়েন্টের এই রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। -সংবাদচিত্র

> আগে ওই রাস্তা খারাপ ছিল বলে নতুন রাস্তার কাজ শুরু হয়। এখন তো রাস্তা আরও খারাপ হয়েছে। বর্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত রাস্তার অস্তিত্ব থাকবে কি না, সেটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।
>
> **কিরণ থাপা**
> *বক্সা পাহাড়ের বাসিন্দা*

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তর থেকে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত কংক্রিটের রাস্তা তৈরির জন্য ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। সেই কাজ শুরু হয়েছিল। বালি, পাথর দেওয়া হলেও কংক্রিটের ঢালাই করা হয়নি বলে জানিয়েছে তারা। বন দপ্তরের বাধায় ওই কাজ আটকে যায় বলে অভিযোগ উঠেছিল। বক্সা টাইগার রিজার্ভের বক্সা দুয়ার রেঞ্জের অফিসার রাজকুমার শা বলেন, 'রাস্তার কাজের জন্য অনুমতি নেওয়া হয়নি কাজের সময়। কাজ বন্ধ হলেও পরে অনুমতি নেওয়া হয়নি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর কাছে অনুমতি নেওয়া হলে কাজ করতে পারবে।'

বৃষ্টি হলেই বক্সা পাহাড়ের সদর বাজার এলাকার জল ভিউপয়েন্ট হয়ে জিরো পয়েন্টে এসে পড়ে। ওই রাস্তায় কংক্রিটের ঢালাই নেই। ফলে ওই রাস্তা দিয়ে জল আসায় ক্ষতি বেশি হয়েছে। এদিন এই নিয়ে বক্সা পাহাড়ের বাসিন্দা কিরণ থাপার কথায়, 'আগে ওই রাস্তা খারাপ ছিল বলে নতুন রাস্তার কাজ শুরু হয়। এখন তো রাস্তা আরও খারাপ হয়েছে। বর্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত রাস্তার অস্তিত্ব থাকবে কি না, সেটা প্রশ্ন রয়েছে।'

জিরো পয়েন্ট সহ বক্সার বিভিন্ন রাস্তা ক্ষতি হওয়ায় একদিকে সাধারণ মানুষের যেমন সমস্যা হচ্ছে, তেমনই পর্যটকরা এলে তাঁদেরও সমস্যা হবে বলে জানিয়েছেন ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা তথা ট্যুরিস্ট গাইড জেমস ভুটিয়া। বক্সার স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, গত চারদিন যে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হয়েছে তাতে জিরো পয়েন্ট থেকে ভিউপয়েন্ট, সদর বাজার থেকে বক্সা ফোর্ট এবং ফোর্ট থেকে লেপচাখা যাওয়ার রাস্তা বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতি হয়েছে। পাহাড়ের বিভিন্ন অংশ ভেঙে রাস্তার ওপর পাথর এসে পড়েছে। কয়েক জায়গায় গাছও ভেঙেছে বলে জানা গিয়েছে।

সমস্যা যেখানে

- বক্সা পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রামে যাওয়ার রাস্তারও ক্ষতি হয়েছে, পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় ধস নেমেছে
- বৃষ্টি হলেই বক্সা পাহাড়ের সদর বাজার এলাকার জল ভিউপয়েন্ট হয়ে জিরো পয়েন্টে এসে পড়ে
- জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত কংক্রিটের রাস্তা তৈরির জন্য ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, বন দপ্তরের বাধায় ওই কাজ আটকে যায়

পার হয়ে যায় সাইকেল, বাইক... *মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারের বায়রাগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন প্রসেনজিৎ দেব।*

লজে তরুণের ঝুলন্ত দেহ

কোচবিহার, ২২ জুলাই : বছরখানেক আগে লটারিতে এক কোটি টাকা জিতেছিলেন দিনহাটার বাপ্পা আলি (৩০)। ওই লটারি পাওয়ার পরে তাঁর জীবনশৈলীই আমূল বদলে যায়। নতুন বাড়ি তৈরি করেন। সেই বাড়িতেই স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে ভালোই চলছিল সংসার। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি এক মহিলার সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার কোচবিহার শহরের একটি লজ থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দু'দিন ধরে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। এদিন বেলা পর্যন্ত লজের দরজা বন্ধ দেখে কর্মীদের সন্দেহ হয়। লজ থেকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দেহটি উদ্ধার করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এটি আত্মহত্যার ঘটনা। তবে কী কারণে এই ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে পুলিশ।

দিনহাটা মহকুমার গোসানিমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিরহাটের বাসিন্দা বাপ্পা পেশায় কৃষিজীবী। পাশাপাশি তামাকের ব্যবসাও করতেন। পরিবারে স্ত্রী ও তিন সন্তান রয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার একটু আসছি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন বাপ্পা। এরপর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ মেলেনি। পরিবারের

কোটি টাকা জিতেছিলেন লটারিতে

সদস্যরা তাঁর মোবাইলে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয়নি। এদিন দুপুরের দিকে কোচবিহার শহরের আরআরএন রোডের একটি লজ থেকে তাঁর দেহটি মেলে। সোমবার তিনি ওই লজে উঠেছিলেন। মঙ্গলবার ডাকাডাকি করেও দরজা না খোলায় সন্দেহ হয় সেখানকার কর্মীদের। এরপর কোতোয়ালি থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করে। ওই লজের মালিক গণেশ রাউত বলেন, 'সোমবার সকাল দশটার দিকে উনি একাই লজে এসেছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী ডকুমেন্ট নিয়ে তাঁকে লজে রাখা হয়েছিল। এদিন এই ঘটনার পর সিসিটিভি ফুটেজ সহ সব তথ্য পুলিশকে দেওয়া হয়েছে।'

এদিন দুপুরেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মৃতের পরিবার। এটি আত্মহত্যার ঘটনা নাকি খুন তা নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। মৃতের খুড়তুতো দাদা বাবলু হোসেনের কথায়, 'ঘরে চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় ফাঁসিতে ঝুলছিল। এভাবে কেউ মারা যেতে পারে? হয়তো কেউ খুন করে ওভাবে বসিয়ে রেখেছে। আমরা পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছি, তারা সঠিক তদন্ত করুক।' তিনি দাবি করেন, 'বাপ্পার এক মহিলার সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে পরিবারে অশান্তি হত। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করলেই সব স্পষ্ট হবে।'

গ্রামে শুরু হয়েছে সুপার চেকিং

আবাসের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেলেন না ১২০০ জন

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুলাই : আবাস যোজনার ঘরের প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েও অনেকে ঘর বানাতে পারেননি। অনেকের ঘরের কাজ অর্ধ-সমাপ্ত। এই অবস্থায় আলিপুরদুয়ারে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাচ্ছেন না প্রায় ১২৬৭ জন উপভোক্তা। তবে জেলা প্রশাসন চাইছে যাতে ঘরের বাকি কাজ করে উপভোক্তারা দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পান। তার জন্য প্রশাসন উদ্যোগও নিয়েছে। এর মধ্যেই আবাস যোজনার তালিকার ওয়েটিং লিস্টে থাকা পরিবারগুলিতে সুপার চেকিংও শুরু করা হয়েছে। তালিকায় থাকা সকলে যাতে টাকা পান, তা নিখুঁতভাবে শনাক্ত করতেও শুরু করেছে জেলা প্রশাসন।

এবিষয়ে জেলা শাসক আর বিমলার বক্তব্য, 'বিভিন্ন কারণে প্রায় ১২৬৭ জন আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েও কাজ অর্ধ-সমাপ্ত রেখেছেন। নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে আমরা ইতিমধ্যেই জেলা পরিষদ সহ বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করেছি। উপভোক্তারা যাতে প্রথম কিস্তির টাকা ঘরের কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পান সে বিষয়ে জনপ্রতিনিধি এবং আধিকারিকদের দেখতে বলা হয়েছে।'

আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে জানান, ৪৩ হাজারের উপরে উপভোক্তা ঘরের সম্পূর্ণ টাকা পেয়েছেন। তবে কিছু উপভোক্তা কাজ সম্পূর্ণ করতে না পারায় দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাননি। সব উপভোক্তাই যাতে টাকা পেয়ে কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেন তা নিয়ে বৈঠকও করা হয়েছে।

উদ্যোগ

- প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা জেলায় পেয়েছেন ৪৩ হাজার ৭২০ জন
- যাঁরা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ঘরের প্রাথমিক কাজ করেছেন তাঁরা দ্বিতীয় কিস্তির টাকাও পেয়ে গিয়েছেন
- জেলায় ৬টি ব্লকে প্রায় ১২৬৭ জন প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েও ঘর বানাতে পারেননি
- এর মধ্যেই আবাস যোজনার তালিকার ওয়েটিং লিস্টে থাকা পরিবারগুলিতে সুপার চেকিংও শুরু করা হয়েছে

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা জেলায় পেয়েছেন প্রায় ৪৩ হাজার ৭২০ জন। যাঁরা নিয়ম অনুযায়ী ঘরের প্রাথমিক কাজ করেছেন তাঁরা দ্বিতীয় কিস্তির টাকাও পেয়েছেন। কিন্তু প্রশাসন সূত্রে খবর, জেলার ৬টি ব্লকে প্রায় ১২৬৭ জন প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েও ঘর বানাতে পারেননি। তাই অন্যরা যখন দ্বিতীয় কিস্তির টাকাও পেয়ে গিয়েছেন, তখন এই প্রায় ১২৬৭ জন উপভোক্তা তা পাননি। ফালাকাটা দেওগাঁও এলাকার বাসিন্দা তপন বর্মনের কথায়, 'ঘরের টাকা পাওয়ার আগে থেকে আমি অসুস্থ। দৌড়ঝাঁপ করে নির্মাণসামগ্রী কিনে আনা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে ঘর আমি বানাব এর জন্য একটু প্রশাসনকে সময় দিতে হবে।'

খোদ জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রায় ১২৬৭ জন যে উপভোক্তা যাঁরা দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাননি। তাঁদের বেশিরভাগ দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ। অনেকে ঘরের টাকা পেয়েও খরচ করে ফেলেছেন। আবার কারও বাড়িতে এমন কেউ নেই যে ঘর বানানোর দেখাশোনা করবেন। কেউ আবার টাকা পেলেও ভিনরাজ্যে কাজে চলে গিয়েছেন। আবার কেউ কাজ শুরু করলেও ঢিলেমি করছেন। এইসব কারণে পরিদর্শনের সময় আধিকারিকরা উপভোক্তাদের ঘর তৈরির কিছুই দেখতে পাননি। ফলে নির্দিষ্ট পোর্টালে সেভাবেই উল্লেখ আছে। আর তাই তাঁরা দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাননি।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের এক উপভোক্তা এতোয়ার ওরাওঁ বলেন, 'ঘরের টাকা পেয়েছি। কিন্তু সব দেখাশোনা করে আমাকে কে ঘর বানিয়ে দেবে? তাই অ্যাকাউন্টে টাকা থাকলেও কোনও কাজ করতে পারিনি।'

শামুকখোল বাঁচিয়ে দিল ৩০টি গাছকে

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ২২ জুলাই : শামুকখোলের কল্যাণে আপাতত রক্ষা পেল খান ত্রিশেক গাছ। ময়নাগুড়ি-চালসা জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণে ৪৭০টি গাছ কাটা পড়ার কথা। তার মধ্যে ময়নাগুড়ি শহরে জাতীয় সড়কের পাশে শতাব্দীপ্রাচীন বেশ কয়েকটি গাছে শামুকখোলের বাসা। রাস্তার কাজের জন্য সেই গাছগুলিরও কাটা পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছিল। তবে পরিবেশপ্রেমীদের আন্দোলনের চাপে সিদ্ধান্ত হল, যে গাছগুলিতে শামুকখোলের বাসা, সেই গাছগুলি বাঁচিয়েই জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ করা হবে। সেক্ষেত্রে জাতীয় সড়কের প্রস্থও কমানো হবে। সিদ্ধান্তে খুশি পরিবেশপ্রেমীরা।

সাম্প্রতি ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস মোড় থেকে, চালসা গোলাই পর্যন্ত ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। এর জন্য জাতীয় সড়কের দু'পাশে প্রচুর সংখ্যক গাছ কাটা পড়বে। তা নিয়ে পরিবেশপ্রেমীরা সরব হয়েছেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদেও ধারাবাহিকভাবে খবর প্রকাশিত হয়েছে। এই সড়কের মাঝে ময়নাগুড়ি নতুন বাজার ও বিডিও অফিসের মাঝের রাস্তায় প্রায় ত্রিশটি বহু প্রাচীন শিরীষ গাছ রয়েছে। সেখানে গত কয়েক বছর ধরে আশ্রয় নিয়েছে শামুকখোলের দল। সেখানেই ডিম ফুটিয়ে বংশবৃদ্ধি করে চলেছে তারা। আশঙ্কা ছিল জাতীয় সড়কের পাশে এই অংশের গাছগুলিকে কাটা হবে নির্বিচারে। ফলে একদিকে যেমন সবুজ নিধন হবে তেমনি বাসা হারাবে শামুকখোলেরা। এরপরই আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নেয় পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের উত্তরবঙ্গের যৌথ মঞ্চ। গাছ না কাটার দাবিতে পোস্টারও পড়ে একাধিক জায়গায়। পিছু হটে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের মাল বাজারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার কিংশুক শ্যামল বলেন, 'ওই অংশের বড় গাছগুলো না কেটে রাস্তা চওড়া করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস মোড় থেকে ময়নাগুড়ি দাড়িভিজা মোড় পর্যন্ত কয়েক কিমি দীর্ঘ রাস্তায় যানজট ময়নাগুড়ি শহরের পুরোনো সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধানে সেই রাস্তা ২৬.৬ মিটার চওড়া হওয়ার কথা ছিল। তবে এখন এই গাছগুলোর কথা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসের দিক থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূর থেকে পাওয়ার হাউস মোড় পর্যন্ত জাতীয় সড়কের অংশটা আগের মতোই ২৬.৬ মিটার চওড়া হবে। বাকি অংশ কোথাও ১০ মিটার আবার কোথাও ১২ মিটার চওড়া হবে। এতেই আর জাতীয় সড়কের পাশে থাকা ওই বড় গাছগুলো কাটার আশঙ্কা থাকছে না। পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের উত্তরবঙ্গের যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'তবে রাস্তার পাশে থাকা বাকি গাছগুলে কাটার সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব আমরা।'

মোবাইল ব্যবহারে কড়া অবস্থানে স্কুল

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২২ জুলাই : সোমবারের সেই ঘটনার জেরে মঙ্গলবারও থমথমে রইল খোয়ারডাঙ্গা নিরোবালা স্মৃতি গার্লস হাইস্কুল। সোমবার অষ্টম ও ষষ্ঠ শ্রেণির যে দুজন ছাত্রীকে নিয়ে হইচই বেধে গিয়েছিল, মঙ্গলবার তাদের মধ্যে কেউই স্কুলে আসেনি। তবে এদিন স্কুলের পঠনপাঠন প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই চলেছে। আর অষ্টম শ্রেণির যে ছাত্রী স্কুলে লুকিয়ে মোবাইল নিয়ে এসেছিল, তার বিরুদ্ধে এখনও কোনও পদক্ষেপ করেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ। তবে তার অভিভাবককে ডেকে পাঠানোয় এখনও অনড় তারা। মুচলেকা দিতেই হবে।

অন্যদিকে, সেই ছাত্রী ওড়না টেনে নেওয়ায় ষষ্ঠ শ্রেণির যে ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তার আতঙ্ক এখনও পুরোপুরি কাটেনি। ওই ঘটনার পর স্কুলের শিক্ষিকারা নড়েচড়ে বসেছেন। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে স্কুলের তরফে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা অ্যাঞ্জেলা চিসিম বলেন, 'স্কুল পরিচালন সমিতি ওই ছাত্রীটির ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ করে, তা আলোচনা করে দেখা হবে। এছাড়া আগামী দিনে স্কুলের কোনও ছাত্রছাত্রী মোবাইল নিয়ে এলে সেক্ষেত্রে স্কুলের তরফে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

অন্যদিকে, স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি কমল রায় বলেছেন, 'এই ঘটনার অনেক আগে থেকেই আমরা সমস্ত অভিভাবককে সাবধান করেছিলাম যাতে তাঁরা ছাত্রীদের মোবাইল নিয়ে আসতে বারণ করেন। যে ছাত্রীটি সোমবার মোবাইল এনেছিল তাকে এখনও তা ফেরত দেওয়া হয়নি। আগামী দিনে ওই ছাত্রীর অভিভাবকের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে। এমনকি ছাত্রীর অভিভাবকের থেকে মুচলেকা নেওয়া হবে যেন কোনওমতেই তাকে আর কখনও মোবাইল দেওয়া না হয়। এছাড়া আগামী দিনে স্কুলে কোনও ছাত্রীই যাতে মোবাইল ব্যবহার না করে, সে ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে।' মোবাইল ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এমনিতেই নিষেধাজ্ঞা থাকে। অনেকেই সেই নিয়ম মেনে চলে। এবিষয়ে কামাখ্যাগুড়ি মিশন হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মুস্তাক আহমেদ বলেন, 'সোমবার ওই স্কুলে যে ঘটনা ঘটেছে, তা এককথায় অবিশ্বাস্য ও অভাবনীয়।' তবে মুস্তাকের দাবি, তাঁর স্কুলে এই সমস্যা নেই। তিনি বলেন, 'আমরা ছাত্রছাত্রীদের অনেকদিন আগে থেকেই স্কুলে মোবাইল নিয়ে আসতে বারণ করতাম। তারা মোবাইল ব্যবহার করে না।' অন্যদিকে, কামাখ্যাগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা নীলাঞ্জনা ঘোষও বলেন, 'আমাদের স্কুলেও ছাত্রীদের প্রথম থেকেই মোবাইল ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সমস্ত ছাত্রী সেই নিয়ম মেনে চলে।' তবে স্কুলের কোনও ছাত্রীর কখনও যদি তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রয়োজন পড়ে তখন তারা শিক্ষিকাদের মোবাইল থেকেই বাড়িতে যোগাযোগ করে।

নিরোবালা স্মৃতি গার্লস স্কুলের সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) রবিনা তামাং বলেন, 'স্কুলে কোনও ছাত্রীই যাতে মোবাইল নিয়ে না আসে সে ব্যাপারেও দ্রুত পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে।'

থমথমে খোয়ারডাঙ্গা নিরোবালা স্মৃতি গার্লস হাইস্কুল। মঙ্গলবার।

সিদ্ধান্ত

- এদিন স্কুলে দুই ছাত্রীর একজনও আসেনি
- তবে স্কুলের পঠনপাঠন স্বাভাবিক ছিল
- আগামীদিনে ওই ছাত্রীর অভিভাবকের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে
- এমনকি স্কুলে মোবাইল ব্যবহার না করা নিয়ে ছাত্রীর অভিভাবকের থেকে মুচলেকা নেওয়া হবে

পঞ্চায়েত পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় দল

জটেশ্বর, ২২ জুলাই : আগামী অগাস্ট মাস থেকে রাজ্যে ফের ১০০ দিনের কাজ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। সেই সময় আসতে বেশি দেরি নেই। তার আগে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে কাজের সমীক্ষা, বকেয়া টাকার বিবরণ সহ বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখতে বিশেষ পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল। এই পরিদর্শক দলের সদস্যরা নানা তথ্য সংগ্রহ করছেন। মঙ্গলবার দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতে বেলা ১টা নাগাদ দুই সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রবেশ করে। সেখানে ব্লক প্রশাসনের ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে যুক্ত বিভিন্ন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের আধিকারিকরাও। এদিন গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ, এলাকার আশাকর্মী, আইসিডিএস, এএনএমদের নিয়ে বৈঠক করা হয়।

দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতটি চা বাগান অধ্যুষিত এলাকায় রয়েছে। সেখানে এদিন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। শেষে চা বাগানের যে সমস্ত শ্রমিকরা ১০০ দিনের প্রকল্পে কাজ করছিলেন তাঁদের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ, প্রাপ্য মজুরি, বকেয়া, এবং তাঁরা নিজেদের অ্যাকাউন্টে সঠিকভাবে টাকা পান কি না তা নিয়েও আলোচনা করা হয়। দলের সদস্যরা জানিয়েছেন, এনিয়ে যা বলার, তা বিডিও বলবেন। তবে বিষয়টি নিয়ে তেমন বিশেষ কিছু না জানিয়ে ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় বলেন, 'জেলাজুড়ে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলের পরিদর্শন চলছে। এদিন দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় দলের সদস্যরা গিয়েছিলেন।'

হাতির হানায় জখম এক

ফালাকাটা, ২২ জুলাই : গোরু চরাতে গিয়ে একপাল হাতির খপ্পরে পড়লেন পাঁচ গ্রামবাসী। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে ফালাকাটা ব্লকের পশ্চিম শালকুমার গ্রামের দক্ষিণ খয়েরবাড়ির জঙ্গলে। এদিন সন্ধ্যায় গোরু নিয়ে আসতে গিয়ে জঙ্গলমুখী হন তাঁরা। তখনই জঙ্গল ও গ্রামের সীমানায় দাঁড়িয়ে ছিল বেশ কয়েকটি হাতি। হাতির সামনে পড়ে বাকিরা পালিয়ে গেলেও কালীপদ দাস নামে ষাটোর্ধ্ব এক বৃদ্ধ কোনওভাবে দৌড়োতে পারেননি। তখন একটি হাতি তাঁকে আক্রমণ করে। হাতির আক্রমণে তিনি গুরুতর জখম হন। এদিকে, ততক্ষণে গ্রামের লোকজন জড়ো হয়ে বাজি-পটকা ফাটালে হাতিগুলি জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে পড়ে। জখম ব্যক্তিকে দ্রুত ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর শরীরের একাধিক জায়গায় চোট লেগেছে। মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় বলেন, 'কোথায় হাতির হানা ঘটেছে তা এখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। জখম ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁর চিকিৎসা করানোটাই প্রথম কাজ।'

গাঠিয়ায় হড়পা, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরলেন ৩ শ্রমিক

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২২ জুলাই : ২০২২ সালে হড়পায় গাঠিয়া নদীতে ভেসে গিয়েছিলেন গাঠিয়া বাগানের এক কর্তার স্ত্রী ও মেয়ে। মঙ্গলবার বিকেলে আবার সেই গাঠিয়ায় হড়পায় ভেসে যাওয়ার হাত থেকে কোনওমতে বাঁচলেন তিন শ্রমিক। ভরা নদীতে আর্থমুভার নামিয়ে চালক ও এক শ্রমিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করেন আলিপুরদুয়ারের একজন ও বিহারের দুই শ্রমিককে।

বেশ কিছুদিন ধরেই গাঠিয়া নদীতে অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের পাইপলাইন বসানোর কাজ চলছে। সেই কাজ করতেই নদীতে নেমেছিলেন বিহারের বক্সার জেলার মোহন সিং (৪৫) ও ঔরঙ্গাবাদের যোগেশকুমার গুপ্তা (২৪) এবং আলিপুরদুয়ারের শামুকতলার খাতোপাড়া গ্রামের হরেকৃষ্ণ দাস (৩০)। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মুকেশ গুপ্ত ও রাজেশ কুমার নামে বিহারের আরও দুই শ্রমিক। বিকেলের দিকে কাজ শেষ হওয়ার মুখে হঠাৎই হুহু করে ঘোলা জল নামতে থাকে গাঠিয়ায়। ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা নদী কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভয়ংকর চেহারা নেয়। পাড়ের কাছাকাছি থাকায় মুকেশ ও রাজেশ নদী থেকে উঠে যান। কিন্তু বাকি তিনজন নদীর মধ্যে একটু উঁচু একটা জায়গায় আশ্রয় নেন।

হরেকৃষ্ণর কথায়, কোনওমতে উঁচু জায়গায় উঠে দেখি চারদিকে শুধু ঘোলা জল তীব্রগতিতে ছুটে যাচ্ছে। প্রত্যেক মুহূর্তে জলস্তর বাড়ছিল। মনে হচ্ছিল, আজই শেষদিন। বাড়ি লোকজনের মুখগুলো ভেসে উঠছিল চোখের সামনে।

নদীর তীরে তখন স্থানীয় বহু মানুষ জড়ো হয়ে গিয়েছেন। কয়েকজন লম্বা দড়ি ছুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু জলের তোড়ে সেই দড়ি তিনজনের কাছে পৌঁছায়নি। কয়েকজন নদীতে নামার চেষ্টা করে বুঝতে পারেন, উন্মত্ত জলরাশি পেরোনো সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে অমিত পাসোয়ান নামে স্থানীয় এক তরুণ খবর দেন নাগরাকাটা থানায়। খবর যায় ব্লক প্রশাসনের কাছেও।

গাঠিয়ার এই চেহারার সঙ্গে ভিনরাজ্য বা ভিনজেলার শ্রমিকরা তেমন পরিচিত না হলেও প্রশাসনের স্থানীয় কর্তাদের বুঝতে দেরি হয়নি, কয়েক মুহূর্ত দেরি হলে পরিণতি কী হবে। দ্রুত ঘটনাস্থলে চলে আসেন বিডিও পঙ্কজ কোনার, ব্লক প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা আধিকারিক রনিত বিশ্বাস, নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার সহ প্রশাসনের কর্তারা। বিডিও বলেন, 'নদীর যা পরিস্থিতি ছিল তাতে যখন তখন যা কিছু ঘটে যেতে পারত। পাইপলাইন ফেটে যেতে পারে দেখে আর্থমুভারও নামতে চাইছিল না। পাইপের কোনও ক্ষতি হলে সেই খরচ আমরা দেব, এমন আশ্বাস দিলে কাজ হয়। তখন মাথায় একটাই কথা ঘুরছিল, ওঁদের যেভাবেই হোক বাঁচাতে হবে।'

প্রশাসনের নজরদারিতে শুরু হয় অপারেশন গাঠিয়া। উত্তাল নদীতে আর্থমুভার নামান চালক জ্ঞানেন্দ্র সিং। কিন্তু নদীতে নেমেও বড় পাথরের কারণে ওই তিনজনের কাছে পৌঁছোনো সম্ভব হচ্ছিল না। তখনও প্রায় ১০ ফুটের ব্যবধান। মুশকিল আসান হয়ে এগিয়ে আসেন অমিত গুপ্তা নামে আরেক শ্রমিক। আর্থমুভারের সামনের আর্ম ঘুরিয়ে সামনের ডালায় বসে কাছাকাছি পৌঁছে যান অমিত। সেখান থেকে নাইলনের দড়ি ছুড়ে একে একে আর্থমুভারের ডালায় আনা হয় তিনজনকে।

তাঁদের যখন নদীর পাড়ে এনে নামিয়ে দিল আর্থমুভার তখন জনতার মধ্যে যেন যুদ্ধজয়ের উল্লাস। ফিরে আসা তিন শ্রমিক তখনও চুপ করে ঘোলা জলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যে উন্মত্ত ঘোলা জল মৃত্যুর বার্তা নিয়ে কয়েক মুহূর্ত আগেই তাঁদের পা ছুঁয়েছিল।

হড়পায় উত্তাল গাঠিয়ায় আর্থমুভার দিয়ে উদ্ধারকাজ চলছে।

দুর্ঘটনায় মৃত ১

কালচিনি, ২২ জুলাই : মঙ্গলবার জাতীয় সড়কের দুই এলাকায় পৃথক দুটি দুর্ঘটনা ঘটে। একটি ঘটনায় হাফিজ আহমদ (৪৫) নামে এক ট্রাকচালকের মৃত্যু হয়। অপর দুর্ঘটনায় এক ট্রাকচালক জখম হয়েছেন। এদিন সকালে ৩১সি জাতীয় সড়কের পোরো সেতুর ওপর অসমগামী চাল বোঝাই একটি ট্রেলারের সঙ্গে অসমের দিক থেকে আসা ভুটান নম্বরের একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হন চালক। তিনি উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা।

অন্যদিকে, এদিন সকালে একটি ট্রাক অরুণাচলপ্রদেশে যাওয়ার পথে জাতীয় সড়কের হাসিমারার কাছে গুরুদোয়ারা লাইনে উলটো দিক থেকে আসা অপর একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ফলে অরুণাচলপ্রদেশে যাওয়া ট্রাকটির চালক সামান্য জখম হন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বেলা শেষে।। জলপাইগুড়ি সরকারপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন নীলকমল রায়।

জীবিকা সংকটে খোকলাবস্তি

বামনিঝোরার জলের তোড়ে সুপারি গাছ নষ্ট

জয়গাঁ, ২২ জুলাই : শুক্রবার রাতে প্রবল বৃষ্টির ফলে বামনিঝোরা নদীর জল ঢুকে গিয়েছিল জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের আপার খোকলাবস্তিতে। সে রাতে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন সেখানকার বাসিন্দারা। ঘরবাড়ির সামনে কাদা জমে যায়। সেই কাদা নিজেরাই সাফ করে ঘরে ফিরছেন তাঁরা। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হচ্ছে জীবনযাত্রা। তবে পুরোপুরি স্বাভাবিক হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে জীবিকা নিয়ে সমস্যা।

এই এলাকার বাসিন্দাদের মূল জীবিকা সুপারি চাষ। এদিকে, এলাকায় নদীর জল প্রবেশ করার ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাসিন্দাদের সুপারি বাগান। নদীর জলের তীব্র স্রোতে ২০০-এরও বেশি সুপারি গাছ উপড়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, এখনও এলাকার বাসিন্দারা ঘর পরিষ্কার করছেন। উপড়ে যাওয়া গাছগুলি সরিয়ে নিচ্ছেন।

থমথমে মুখে গাছ সরাচ্ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা বসন্ত মোক্তান। তিনি বলেন, 'আমার বাগানের ১২টা সুপারি গাছ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বড় গাছগুলো ভেঙে গিয়েছে। ছোটগুলোর গোড়া পচে গিয়েছে। জানি না, গাছগুলো আদৌ বাঁচবে কী না। সুপারি চাষই আমার জীবিকা, জানি না কী হবে। বছরের এই সময় তো আর নতুন করে গাছ লাগানো যাবে না।'

জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়তের প্রধান কমল পাখরিনকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি এখন এলাকাতে নেই। ফিরেই খোকলাবস্তি পরিদর্শনে যাব।'

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আগে তাঁরা এই এলাকায় ভুট্টা, সর্ষে, ধান ইত্যাদি চাষ করতেন। হাতি ভুট্টার লোভে এসে ভুট্টাখেত নষ্ট করত। ভাঙত ঘরবাড়ি। এই আতঙ্কে তাঁরা ভুট্টা চাষ ছেড়ে দিয়েছেন। ধানচাষও করতে পারেন না। কারণ এলাকায় বর্ষার সময় এতটাই জল জমে যে তাতে ধানের ক্ষতি হয়। সব পথ বন্ধ হওয়ায় তাঁরা রাগি চাষ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কৃষি দপ্তরও সহায়তার আশ্বাস দিয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁরা রাগি চাষ করতেও ভয় পাচ্ছেন। এত সমস্যায় জেরবার তাঁদের জীবন। এর মধ্যে সম্বল বলতে ছিল সুপারি চাষ। জল ঢুকে সেই জীবিকাতেও টান পড়ায় এখন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন খোকলাবস্তির ৬৫টি পরিবার।

এই সমস্যা সমাধানে সরকারি সাহায্য পান কি না, জিজ্ঞেস করা হলে এলাকবাসীরা জানান, ভুটান সীমান্তের কাছে অবস্থিত এই প্রত্যন্ত এলাকায় কেউ আসেই না। কোনও সরকারি দপ্তর থেকে তাঁদের সমস্যার কথা খোঁজ নেওয়া হয় না। কিছু গ্রামবাসী তো অনুযোগও করেন, তাঁরা যে আছেন এটাই বোধহয় সবাই ভুলে গিয়েছেন। এই সমস্যার বিষয়ে জানতে চাওয়ার জন্য ফোন করা হলে বিডিও মিঠুন মজুমদার ফোন ধরেননি।

নদীর জলের তোড়ে কারও ১২টা আবার কারও ৩০টা সুপারি গাছ নষ্ট হয়েছে। সুপারি চাষে এবার যে ব্যাপক ক্ষতি হবে তা আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসীরা। সাঙ্গে দোরজি নামের এক বাসিন্দা বলেন, 'আমরা কোথাও কাজ করি না। সুপরি বাগান নিয়েই থাকি। মরশুমি সবজি চাষ করি। সুপরি গাছ বাঁচাতে পারছি না। সবজি চাষ তো দূরেই থাক। কী করব বুঝতে পারছি না।'

নদীর জল গ্রামে ঢোকা, চাষের ক্ষতি তো আছেই। স্থানীয়দের আশঙ্কা ভুটান পাহাড় থেকে ধস নেমে যে কোনওদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে গোটা গ্রাম। স্থানীয় বাসিন্দা মায়া লামা বলেন, 'আমরা চাই সমস্যার স্থায়ী সমাধান। ভুটানের নদীর জল এলাকায় প্রবেশ করা আটকানো গেলে সমস্যা মিটবে।' ভুটানের সঙ্গে এই আলোচনা স্থানীয় স্তরে সম্ভব নয়। এব্যাপারে প্রতিক্রিয়া চাইলে জেডিএ-র চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা জানান, তিনি নির্দিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করে ভুটানের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলার অনুরোধ করবেন।

ভবিষ্যতের চিন্তা

- জলের তোড়ে নষ্ট ২০৫টি সুপারি গাছ
- বড় গাছগুলি ভেঙে গিয়েছে, পচে গিয়েছে ছোটগুলির গোড়া
- কাদা, জল আর আতঙ্কের সঙ্গে বাস করছেন গ্রামবাসীরা
- সীমান্ত এলাকায় থাকেন বলে তাঁদের ভুলে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ
- এলাকাবাসী রাগি চাষ করতেও ভয় পাচ্ছেন

পড়ে রয়েছে ভাঙা সুপারি গাছ। খোকলাবস্তিতে।

বাসিন্দার কথায়

"আমার বাগানের ১২টা সুপারি গাছ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বড় গাছগুলো ভেঙে গিয়েছে। ছোটগুলোর গোড়া পচে গিয়েছে। জানি না গাছগুলো বাঁচবে কি না। সুপারি চাষই আমার জীবিকা, জানি না কী হবে। বছরের এই সময় তো আর নতুন করে গাছ লাগানো যাবে না।"

বসন্ত মোক্তান

বর্ষা দেরিতে আসায় শাপে বর

বুড়িতোর্ষা ও সনজয় সেতু চালুর পথে

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২২ জুলাই : গত বছর জুন ও জুলাই মাসে বারবার বুড়িতোর্ষা ও সনজয় ডাইভারশন জলের তোড়ে ভেঙে গিয়েছিল। তখন ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কে যান চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। তবে এবার এখনও কোনও ডাইভারশন ভাঙেনি। ভারী বৃষ্টি না হওয়ায় সনজয় ও বুড়িতোর্ষায় মহাসড়কের সেতুর কাজ দ্রুত এগোয়। সোমবার সনজয় সেতুর ঢালাই সম্পন্ন হয়। তবে বুড়িতোর্ষা সেতুর ঢালাই আরও কিছুদিন আগেই হয়ে যায়।

মঙ্গলবার থেকে বুড়িতোর্ষা সেতুর সংযোগকারী রাস্তার কাজ শুরু হয়। সড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগামী আট-দশদিনের মধ্যেই এই সেতু দুটি ছেড়ে দেওয়া হবে। তাই এবার ডাইভারশনের কারণে ভোগান্তি হবে না হাজার হাজার মানুষের। মূল বর্ষাকালেও এবার ভারী বৃষ্টি না হওয়ায় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে যেন আশীর্বাদ। তাই সেতুর কাজ এগিয়েছে। যা দেখে ফালাকাটা ও পলাশবাড়ির মানুষ খুশি।

এবিষয়ে এনএইচএআই-র সাইট ইঞ্জিনিয়ার নকুল রাভার বক্তব্য, 'পলাশবাড়ির সনজয় নদীর সেতুর ঢালাই শেষ হয়েছে। এখন অ্যাপ্রোচ রোড হবে। আর বুড়িতোর্ষায় সেতুর ঢালাই আরও আগে হয়ে যায়। এই সেতুর পূর্বদিকের অ্যাপ্রোচ রোড আগেই করা হয়। এখন পশ্চিমদিকের অ্যাপ্রোচ রোডের কাজ চলছে। আগামী আট-দশদিনের মধ্যে সেতুগুলি চালু হয়ে যেতে পারে।'

এনএইচএআই-র এই দুটি সেতুর কাজ দেখে এলাকাবাসীও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এদিন বুড়িতোর্ষা সেতুর সামনে দাঁড়িয়ে কাজ দেখছিলেন স্থানীয় ঘনশ্যাম বর্মন। তাঁর কথায়, 'রাস্তার কাজের তুলনায় এই দুটি সেতুর কাজ দ্রুততার সঙ্গে হয়। এখন সেতু চালু হলেই আমাদের বড় দুশ্চিন্তা দূর হবে। কারণ, এতদিন ডাইভারশনের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছিল। ভারী বৃষ্টি হলে ডাইভারশন যখন-তখন ভেঙে যায়। অতীতে বহুবার এরকম হয়েছে।' একই বক্তব্য আরেক বাসিন্দা বিপুল সরকারেরও। তিনি বললেন, 'ডাইভারশন ভাঙলেই সড়কপথে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এবার সেই ভোগান্তির স্থায়ী সমাধান হতে চলেছে। তাই সেতুর কাজ দেখে আমরা খুশি।'

বুড়িতোর্ষায় চলছে অ্যাপ্রোচ রোডের কাজ।

আশার আলো

- গত বছর বর্ষায় বারবার বুড়িতোর্ষা ও সনজয় ডাইভারশন ভেঙে গিয়েছিল
- তখন ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কে যান চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়
- এবার ভারী বৃষ্টি না হওয়ায় মহাসড়কের সেতুর কাজ দ্রুত এগোয়
- আগামী আট-দশদিনের মধ্যেই এই সেতু দুটি ছেড়ে দেওয়া হবে

পলাশবাড়ির সনজয় নদীর সেতু নিয়েও খুশি স্থানীয়রা। যদিও এখানে সেতুর কাজ করতে গিয়েই নদীর গতি বদলে দেওয়ার কারণে সামান্য বৃষ্টি হলেই অনেকের ঘরবাড়ি ও চাষের জমিতে জল জমে যায়। এনিয়ে স্থানীয়রা বারবার আন্দোলনও করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেতুর কাজ এগিয়েছে দ্রুত। স্থানীয় উকিল বর্মনের কথায়, 'গত বর্ষায় জুন, জুলাই মাসে বেশ কয়েকবার ডাইভারশন জলের ধাক্কায় ভেঙেছিল। তবে এবার সেরকম বৃষ্টি হয়নি। তাই সেতুর কাজও দ্রুত এগিয়ে যায়। এখন সেতু চালু হলে আমাদের সব দুশ্চিন্তা দূর হয়।' রতন বর্মন নামে আরেক বাসিন্দারও একই বক্তব্য।

তবে স্থানীয় বাসিন্দা ও সড়ক কর্তৃপক্ষ মনে করছেন এই দুই সেতুর কাজ এগোনোর নেপথ্যে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্ষাকালের কম বৃষ্টি। কারণ, গতবারের মতো যদি এবার জুন ও জুলাই মাসে ভারী বৃষ্টি হত তাহলে সেতুর কাজও থমকে যেত। এতে কাজ পিছিয়ে যেত। আবার ডাইভারশন ভাঙলে মানুষের ভোগান্তি হত। সড়ক কর্তৃপক্ষের ইঞ্জিনিয়ার নকুল রাভা তাই বললেন, 'বৃষ্টি কম হওয়াতেই দুই সেতুর কাজ অনেকটা এগিয়েছে।'

টুকরো খবর

হাতির হানা

বারবিশা, ২২ জুলাই : খাবারের খোঁজে বারবিশা বিটের জঙ্গল থেকে ২টি হাতি সোমবার মধ্যরাতে কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শালবাড়িতে ঢুকে পড়ে। লোকালয়ে এসে বাসিন্দাদের বাড়ি লাগোয়া খেতে ঝিঙে, পটল, কাকরোল প্রভৃতি সবজি খেয়ে ফেলে। খবর পেয়ে ভল্কা রেঞ্জের বনকর্মীরা গ্রামে গিয়ে ৩ ঘণ্টার চেষ্টায় বুনোদের জঙ্গলমুখী করেন। স্থানীয় বাসিন্দা কমল দাস বলেন, 'হাতিগুলো ঘরবাড়ি ভাঙেনি। তবে শাকসবজির খেতের ক্ষতি হয়েছে।'

জখম এক

ফালাকাটা, ২২ জুলাই : মঙ্গলবার দুপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক থেকে পড়ে জখম হলেন এক ব্যক্তি। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতপুকুরিয়া গ্রামের একটি রাস্তায়। ওই বাইকচালকের নাম পল্টন বর্মন। তাঁর বাড়ি একই গ্রাম পঞ্চায়েতের তালুকেরটারি গ্রামে। সাতপুকুরিয়ার রাস্তায় একটি গাড়িকে যাওয়ার জায়গা করে দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন বাইকচালক। পরে স্থানীয়দের চেষ্টায় জখমকে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়।

আলোচনা

জটেশ্বর, ২২ জুলাই : পোকার আক্রমণ, ফলন কম হওয়া সহ বিভিন্ন কারণে এলাকায় পান চাষ কমে যাচ্ছে। লাভজনক হলেও পানচাষিরা অন্য চাষাবাদে জড়িয়ে যাচ্ছেন। এদিকে দিনের পর দিন দক্ষিণবঙ্গের পানের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে গোটা উত্তরবঙ্গের মানুষকে। মঙ্গলবার এলাকার পানচাষিদের নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা এবং রোগপোকার আক্রমণ থেকে সমাধানের বিষয়ে নানা আলোচনা করা হয়।

পাশে দাঁড়াল বিজেপি

বর্জ্য প্রকল্প নিয়ে আপত্তি গ্রামবাসীর

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২২ জুলাই : কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ১০/১৪৭ নম্বর বুথে পশ্চিম চকচকার শিসাবাড়িতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (এসডব্লিউএম) প্রকল্পের জন্য জায়গা ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু জায়গাটি জনবসতি এলাকা হওয়ায় প্রতিবাদ জানাচ্ছেন স্থানীয়রা। রবিবার স্থানীয় মহিলাদের নিয়ে বৈঠকে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ওই এলাকায় এসডব্লিউএমের প্রকল্পের ওই জায়গা নিয়ে কথা তুলতেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কোনওভাবেই ওই এলাকায় বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে না, জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা। মঙ্গলবার বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাতোর উপস্থিতিতে পশ্চিম চকচকা শিসাবাড়ির ওই প্রস্তাবিত জায়গা সংলগ্ন এলাকায় গ্রামবাসী প্রতিবাদ সভা করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল রায় জানান, এই এলাকার পাশে জনবসতি রয়েছে। সেখানে আবর্জনা ফেলার জায়গা তৈরি হলে এলাকাবাসীর সমস্যা হবে। তাঁর কথায়, 'আমরাও চাই এলাকায় একটা বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প গড়ে উঠুক। কিন্তু সেটা হোক কোনও বিকল্প জনমানবহীন এলাকায়।' স্থানীয় বাসিন্দা অঞ্জনা নার্জিনারিও একই কথা বললেন। তিনি জানান, ওই এলাকাটিতে বড় বড় গাছ রয়েছে। প্রকল্প তৈরি হলে তো সেখানকার ভারসাম্য নষ্ট হবে। অন্য উন্নয়নমূলক প্রকল্প তৈরি হোক, কিন্তু জনবসতি এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে তুলতে দেওয়া হবে না।

এ বিষয়ে কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান একাদশী রায় বর্মন বললেন, 'ওই এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য একটি সরকারি জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলেছি। কয়েকজন আপত্তি তুলেছেন। তবে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে উঠলে দূষণ ঘটবে না।' তাঁর অনুমান, গ্রামবাসীকে কেউ বা কারা ভুল বোঝাচ্ছেন, তাই তাঁরা আপত্তি জানাচ্ছেন।

এদিন বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাতো সহ বেশ কয়েকজন নেতা ওই এলাকায় গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সুনীলের বক্তব্য, 'জনবসতিপূর্ণ এলাকায় বড় বড় গাছ কেটে এ ধরনের প্রকল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গ্রামবাসীর তীব্র আপত্তি রয়েছে। আমরা তাঁদের পাশে রয়েছি।' এরপর গ্রামবাসীর আপত্তি সত্ত্বেও প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করে ওই এলাকায় এ ধরনের প্রকল্প গড়ে তোলার কথা ভাবা হলে বিজেপির তরফে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি নেতা।

সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের প্রস্তাবিত জমি। শিসাবাড়িতে।

বলটা দে...

কালচিনি সংলগ্ন চা বাগান এলাকায় আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে চরম ভোগান্তি

ফালাকাটা ও পলাশবাড়ি, ২২ জুলাই : রাত বারোটায় ঘুমোনোর তোড়জোড় শুরু করছিলেন কালীপুরের মিঠুন সরকার। হঠাৎ বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বিদ্যুৎ এল পরেরদিন সকাল সাতটায়। সোমবার রাতে গরমে ঘুমোতে পারলেন না মিঠুন এবং তাঁর পরিবার। সোমবার রাতে ফালাকাটা ও পলাশবাড়ির বিস্তীর্ণ এলাকায় সাত ঘণ্টা বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন ছিল। ১৫ জুলাই মেজবিলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ে আন্দোলন করে জনগণের ঐক্য মঞ্চ। সেই মঞ্চ ফের আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

এতদিন মাঝেমধ্যে হাতি, বাইসন গ্রামে ঢুকে পড়লে রাতে ঘুমোতে পারতেন না অনেকেই। কিন্তু এখন বন্যপ্রাণীর হামলা অনেকটাই কমেছে। এখন রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে আরেক সমস্যা। প্রায় রাতেই ঘটছে বিদ্যুৎ বিভ্রাট। চলতি মাসের ১৩ এবং ১৪ জুলাইও রাতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা বিদ্যুৎ ছিল না এলাকায়।

যদিও বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার দাবি, রাতে বিদ্যুৎবাহী তারে গাছ

রাত জাগলেন অনেকেই

পড়ায় এই সমস্যা হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার মেজবিল অফিসের স্টেশন ম্যানেজার জীবানন্দ রায়ের কথায়, 'রাতে রাইচেঙ্গার দিকে এগারো কেভি লাইনের ওপর একটি বড় গাছ পড়ে ছিল। এজন্য এগারো কেভি লাইন ব্রেকডাউন হয়।'

যদিও এলাকার ভুক্তভোগীরা এই গাছ পড়ার যুক্তি মানতে নারাজ। জনগণের ঐক্য মঞ্চের আহ্বায়ক তপনকুমার বর্মনের কথায়, 'সোমবার রাতে এইসব এলাকায় কোনও বৃষ্টি হয়নি। হাওয়াও দিচ্ছিল না। তাহলে কীভাবে তারের উপর গাছ পড়ে যায়? এসব অজুহাত ছাড়া কিছুই নয়।' তাঁর সংযোজন, সোমবার রাতে প্রচণ্ড গরম ছিল। বিদ্যুৎ না থাকায় বেশিরভাগই ঘুমোতে পারেননি। শিশু এবং বয়স্কদের ভীষণ কষ্ট হয়েছে।

সাধারণ মানুষও ক্ষুব্ধ গোটা বিষয়টি নিয়ে। মিঠুন বললেন, 'রাত বারোটার দিকে শোয়ার তোড়জোড় করছিলাম। তখনই বিদ্যুৎ চলে যায়। তারপর আমার সাত বছরের বাচ্চাকে নিয়ে রাতভর জেগে থাকতে হয়।' এদিন সারাদিন ঘনঘন লোডশেডিং হয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিদ্যুতের বিল জমা দেওয়ার তারিখ পেরিয়ে গেলেই ফাইন নেওয়া হয়। আবার নির্দিষ্ট সময়ে বিল জমা না দিলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। তাহলে গরমের সময় পরিষেবায় এত কেন বিঘ্ন ঘটবে? প্রশ্ন তুললেন শিশাগোড়ের দীপক তরফদার, পলাশবাড়ির ভোলা দত্তরা।

জরিমানা

বারবিশা, ২২ জুলাই : মঙ্গলবার অভিযান চালিয়ে ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারী যানবাহনের চালকদের জরিমানা করল কুমারগ্রাম থানার বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ। বারবিশা চৌপথিতে দিনভর অভিযান চলে। পথ দুর্ঘটনা রোধ, মৃত্যু ঠেকাতে হেলমেটবিহীন মোটরবাইকচালক ও ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্যকারীদের জরিমানা করা হয়েছে। ৪২ জন ব্যক্তিকে প্রায় ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

নয়ডা থেকে উদ্ধার ফালাকাটার কিশোরী

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২২ জুলাই : বাড়িতে কিছুটা বকাবকি করা হয়েছিল। সেই থেকেই পরিবারের উপর রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় ১৭ বছরের এক নাবালিকা। ট্রেনে চেপে একেকবার একেক জায়গায় নেমে তারপর সে সোজা নয়ডায় চলে গিয়েছিল। মঙ্গলবার নয়ডার এক মহিলার বাড়ি থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে এল ফালাকাটা থানার পুলিশ। বর্তমানে ওই নাবালিকাকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। নাবালিকা সাতপুকুরিয়া এলাকার বাসিন্দা। পারিবারিক কোনও অশান্তির জেরে সে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। এরপর গত মে মাসের ১৩ তারিখ পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। এবিষয়ে ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা একটি নিখোঁজ ডায়েরি পেয়েছিলাম। তারপর থেকে নাবালিকার মোবাইল ট্র্যাক করা শুরু হয়। সেই থেকেই আমরা জানতে পারি যে সে নয়ডায় রয়েছে। পরে আমি এএসআই সনু রাউতের নেতৃত্বে একটি টিম তৈরি করে সেখানে পাঠাই। নয়ডার পুলিশের সহযোগিতায় নাবালিকাকে উদ্ধার করে এদিন নিয়ে আসা হয়েছে। আমরা তাকে সিডব্লিউসি-র হাতে তুলে দিয়েছি।'

অভিযোগ পেয়েই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। নাবালিকাকে উদ্ধার করতে এএসআই সনু রাউতের নেতৃত্বে একটি টিম গঠন করা হয়। প্রথম থেকে নাবালিকার মোবাইল ফোন ট্র্যাক করা হলেও পুলিশ জানিয়েছে মাঝেমধ্যে তার ফোন বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এতে তাকে খুঁজে বের করতে সমস্যায় পড়তে হয়। যদিও পুলিশ হাল ছাড়তে নারাজ ছিল। শেষপর্যন্ত কোনওমতে মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে নাবালিকা নয়ডায় আছে বলে পুলিশ জানতে পারে। এদিকে, ফালাকাটা থানার পুলিশের দল কয়েকদিন আগেই নয়ডার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। তারপর তারা নয়ডা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই নাবালিকা কোথায় আছে তার খোঁজ পেয়ে যায়। ফালাকাটা থানার এএসআই সনু রাউত বলেন, 'আমরা নয়ডার এক মহিলার বাড়ি থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি। তবে উদ্ধারের সময় ওই মহিলা বাড়িতে ছিলেন না। স্থানীয় পুলিশের মাধ্যমে আমরা ওই মহিলাকে নোটিশ দিয়ে এসেছি।' এদিকে, কিছুদিন আগে দিল্লি থেকে এক মহিলাকে উদ্ধার করে এনেছিল পুলিশ।

মদ বাজেয়াপ্ত

কুমারগ্রাম, ২২ জুলাই : রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে সাইকেলে চাপিয়ে ব্যাগভর্তি ভুটানি মদ ও বিয়ার দুর্গম জঙ্গল পথে এরাজ্যে পাচার করা হচ্ছে। খবর পেয়ে মঙ্গলবার ইন্দো-ভুটান সীমান্তের কুমারগ্রাম বনবস্তির জঙ্গলে যৌথ অভিযানে নামেন আবগারি দপ্তরের কুমারগ্রাম সার্কেলের আধিকারিক ও কর্মী সহ ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের এসএসবি জওয়ানরা। পাচারের কাজে ব্যবহৃত ৩টি সাইকেল সহ ৫৪ লিটার ভুটানি মদ এবং ১০০ লিটার বিয়ার বাজেয়াপ্ত করা হয়। পাচারে জড়িত শেখর শর্মাকে পাকড়াও করা হয়েছে। তবে, একজন পলাতক। উদ্ধার করা বিলিতি মদ ও বিয়ারের আনুমানিক বাজারমূল্য ১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা।

---

১৫ দিনের মাথায় কালভার্টে ফাটল

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২২ জুলাই : মাত্র ১৫ দিন আগে কালভার্টের কাজ শেষ হয়েছে। এর মধ্যেই প্রমোদনগর ঘাটপাড় বাজার এলাকায় বীরকিটি নদী সংলগ্ন কালভার্টে দেখা দিয়েছে ফাটল। তৈরি হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে এমন ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। দেখা দিয়েছে ক্ষোভও। স্থানীয় জুলফিকার আলি এই রাস্তা দিয়ে বেশিরভাগ সময় যাতায়াত করেন। রাস্তার কাজ শুরু হলে আরও অনেকের মতো তিনিও আশা করেছিলেন। কিন্তু কাজ শেষ হতে না হতেই ফাটলে চিন্তায় পড়েছেন তিনি। জেলা পরিষদের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার চিন্ময় দাস অবশ্য এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

জটেশ্বর বাজার থেকে ধূপগুড়ি-ফালাকাটা রাজ্য সড়ক পর্যন্ত রাস্তার কাজের সূচনা হয় প্রায় তিন মাস আগে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় ওই ৯.৬ কিলোমিটার রাস্তাটি চওড়া করা হবে। তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় ৮ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। পাকা রাস্তা ছাড়াও রাস্তার যেখানে পাথরের বাঁধ কিংবা কালভার্ট প্রয়োজন, সেই কাজও করার কথা। এর মধ্যে ঘাটপাড় বাজার এলাকায় একটি কালভার্ট তৈরি করা হয়।

স্থানীয়রা জানালেন, কাজ শুরুর পর থেকে তা নিয়ে টালবাহানা চলছিল। প্রশ্ন উঠেছিল কাজের মান নিয়েও। অভিযোগ জানালে সঠিকভাবে রাস্তার কাজ করা হবে বলে আশ্বাস মেলে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থার তরফে। প্রায় দুই সপ্তাহ আগে সেই কালভার্টের কাজ শেষ হয়েছে। স্থানীয়রা সেখান দিয়ে চলাচলও শুরু করে দিয়েছেন।

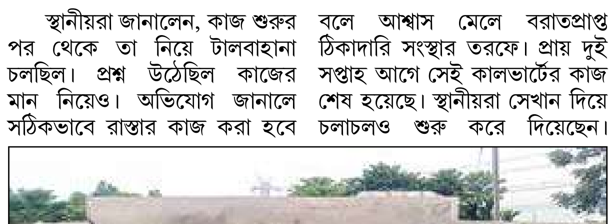

ঘাটপাড়ের কালভার্টটির ফাটলে চিন্তিত এলাকাবাসী।

সম্প্রতি সেই কালভার্টে ফাটল চোখে পড়ে বাসিন্দাদের। আরেক এলাকাবাসী রবিউল ইসলাম বললেন, 'এর আগে ঠিকাদারি সংস্থার কাছে কাজের মান নিয়ে কথা বললে তিনি বুঝে নেবেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই কয়েকদিনের মধ্যে কালভার্টের এমন হাল আমরা মেনে নেব না।' স্থানীয়দের অভিযোগ, কালভার্ট নির্মাণে গড়িমসি করা হয়েছে। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কালভার্ট তৈরি করা হয়েছে। সেকারণে এই দুরবস্থা। ঠিকাদারি সংস্থার তরফে সরিতা আগরওয়াল আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'ফাটল ধরা কালভার্টটি ঠিক করা হবে।'

বন্ধুকে খুন

মদের আসরে বন্ধুকে পিটিয়ে খুন করল অপর দুই বন্ধু। নদিয়ার ভীমপুরের ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।

নানুরে মুখ্যমন্ত্রী

বাংলাভাষীদের অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাতে ২৭ জুলাই নানুর দিবসে বীরভূম যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০০০ সালের ২৭ জুলাই ১১ জন খেতমজুর নানুরের সুচপুরে খুন হয়েছিলেন।

ফের বৃষ্টি

বৃহস্পতিবারের মধ্যে উত্তর বঙ্গপোসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। যার জেরে সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ফলে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

দিঘার মামলা

দিঘায় জগন্নাথ মন্দির নিয়ে মামলায় রাজ্য ও হিডকোর হলফনামা তলব করল হাইকোর্ট। জনগণের টাকায় এই ধরনের পদক্ষেপ করা যায় না বলে অভিযোগ তুলে আদালতে মামলা হয়।

রাজ্যের অধীনে ভোট নয়

স্বশাসিত মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর, হুঁশিয়ারি মমতার

কলকাতা, ২২ জুলাই : ভোটার তালিকা সংস্কার নিয়ে সোমবার শহিদ দিবসের সভা থেকেই নির্বাচন কমিশনকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ইস্যুতে দল যে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বুঝে নেবে, তাও মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে তীব্র হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী যখন এই হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, তার কিছুক্ষণ আগেই মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের কাছে নির্দেশিকা পাঠিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। চিঠিতে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে, মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর আর রাজ্যের অধীনে থাকবে না। প্রতিটি রাজ্যে এই বিভাগ স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়। তাই এই রাজ্যেও তার ব্যতিক্রম হবে না। এতদিন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে ছিল। এবার যে এই দপ্তর স্বাধীনভাবে কাজ করবে, তা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে কমিশন।

কমিশনের এই নির্দেশ ও মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে শুধু বিজেপি নয়, তৃণমূলের অন্যতম প্রতিপক্ষ নির্বাচন কমিশনও। কমিশনের নির্দেশ, এবার থেকে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরের জন্য পৃথক বাজেট হবে। এখানকার কর্মীরা স্বাধীনভাবে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের অধীনস্থ কর্মী হিসেবে কাজ করবেন। রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁদের সরাসরি কোনও সম্পর্ক থাকবে না।

নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার।

তবে এদিন সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন কমিশনের এই প্রসঙ্গে কোনও কথা বলেননি। এই নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলেও তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান। তবে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ কমিশনকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, 'আগামী দিনে বাংলার মানুষই বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের এই আঁতাতের যোগ্য জবাব দেবে।' তবে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'দেশের অন্যান্য জায়গায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর যেভাবে চলে, এই রাজ্যেও সেইভাবেই চলবে। এর মধ্যে অন্যায় কোথায়? আসলে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরকে তৃণমূল হাতে রাখার চেষ্টা করেছিল। সেটা ব্যর্থ হচ্ছে।'

এদিকে এদিনই নবান্ন থেকে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, 'ভোটার তালিকা সংস্কারের নামে বাঙালি ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে বিহারে লক্ষাধিক ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। মহারাষ্ট্রে ভোটার তালিকায় এইভাবে কারচুপি করে বিজেপি জিতেছে। কিন্তু এই রাজ্যে করতে পারবে না।'

এদিন মমতার হুঁশিয়ারি, 'দলের কর্মীরা প্রতিটি বুথে গিয়ে ভোটার তালিকা সংস্কারের কাজ দেখবেন। কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা হলে সঙ্গে সঙ্গে জেলা শাসক, মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক ও আমাদের রাজ্য অফিসকে জানাবেন। আমরা কোনওভাবেই বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিতে দেব না। আমরা ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বুঝে নেব। মনে রাখতে হবে, এবার ভোটার তালিকায় জালিয়াতি করে বিজেপি বাংলা দখলের চক্রান্ত করছে। কিন্তু তাদের সেই চক্রান্ত আমাদের কর্মীরাই ব্যর্থ করে দেবেন।'

চার ছক্কা হইহই, বল উড়িয়া গেল কই... মঙ্গলবার ময়দানে। ছবি-পিটিআই

সাপ্তাহিক কর্মসূচিতে নেতাদের কাজের হিসাব

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২২ জুলাই : '২৬-এর ভোটের ফলপ্রকাশ পর্যন্ত পার্টির ধর্না, মিটিং-মিছিলের সুর ধর্মতলায় গত সোমবারই বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতে সঙ্গত করেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তাঁদের নির্দেশে জেলায় জেলায় ২৭ জুলাইয়ের পর থেকে নিয়মিতভাবে শনি ও রবিবার দলের এই কর্মসূচির নির্দেশিকা কী হবে, তা নিয়ে মঙ্গলবার থেকেই তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল তৃণমূল শিবিরে। নেত্রীর সাফ নির্দেশ, এই কর্মসূচি রাজ্য ও জেলাস্তরে মামুলি পর্যায়ে কিছুতেই হবে না। জেলায় জেলায় দলের এই সংক্রান্ত 'গাইডলাইন' যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছকে ফেলতে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকেও নির্দেশ দিয়েছেন নেত্রী। অভিষেকের সঙ্গে সমন্বয় করেই সুব্রত বক্সীকে পুরো বিষয়টি তৈরি করতে বলেছেন নেত্রী।

ঘাসফুল শিবিরের শীর্ষমহলের খবর, তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল দলের এই কর্মসূচিতে গুরুত্ব দিয়ে দেখার কড়া সতর্কবার্তাও দিয়েছেন নেত্রী। বলা হয়েছে, জেলায় জেলায় এই সাপ্তাহিক কর্মসূচির রিপোর্ট জেলাস্তর থেকে পার্টির রাজ্যস্তরে পাঠাতে হবেই। এটা আবশ্যিক। কোথায় মিছিল, ধর্না হচ্ছে, তাতে জেলাস্তরে দলের নেতাদের অংশগ্রহণের বিস্তারিত

তথ্য ওই রিপোর্টে পাঠাতে হবে। এই ব্যাপারে সব হিসাবই রাখতে চায় দল। দলের প্রবীণ এক শীর্ষনেতা এদিন জানান, ওই রিপোর্টের ওপর রাজ্য ও জেলাস্তরের তৃণমূল নেতাদের 'দলগত' পারফরমেন্স-এর বিচারের রাস্তা খুলে রাখতে চান দলনেত্রী। দলের পরামর্শদাতা প্রতীক জৈনের 'আইপ্যাক'কে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়েও অভিষেকের সঙ্গে দলনেত্রীর শলাপরামর্শ চলছে।

বাস বন্ধ

কলকাতা, ২২ জুলাই : একুশে জুলাইয়ে অনুপস্থিত থাকায় সাসপেন্ড করা হল কলকাতার ঢাকুরিয়া-হাওড়া রুটের একটি বেসরকারি বাসের মালিক ও কর্মচারীদের একাংশকে। মঙ্গলবার ছিল। ফলে নাজেহাল হন অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ যাত্রীরা। বাসচালক ও কন্ডাক্টরদের অভিযোগ, ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার মৌসুমি দাসের নির্দেশেই এই ঘটনা ঘটেছে।

পরীক্ষায় বসলেও আন্দোলনে শিক্ষকরা

রিভিউ পিটিশনে এখনও আস্থা চাকরিহারাদের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২২ জুলাই : দীর্ঘ আন্দোলন তবে কি পুরোটাই বিফলে? স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির একাংশকে মান্যতা দিয়েছে হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্টও নতুন বিধি মামলায় হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। ফলে 'অযোগ্য'-রা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ না পেলেও পরীক্ষা যে হবেই, তা স্পষ্ট। প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের পর চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের দাবি ছিল, কোনও মতেই আমরা পরীক্ষায় বসব না। অসহায় হয়ে সেই দাবি থেকে কিছুটা সরে গিয়ে 'যোগ্য' চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনের 'নেতা'-রাও নিয়োগের আবেদনে অংশগ্রহণ করলেন। আগামী ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর এসএসসির নিয়োগ পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ। তবে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশনের ওপর এখনও আস্থা রাখছেন চাকরিহারারা।

সোমবার শেষ হয়েছে নিয়োগের আবেদন। প্রায় ৮০ শতাংশ 'যোগ্য' শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা নিয়োগের ফর্ম পূরণ করেছেন। চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডলের কথায়, 'যেহেতু আশা খুবই ক্ষীণ, তাই আমরা বেশিরভাগজনই আবেদন করেছি। পরীক্ষায় বসতে হলে বসব, তবে রিভিউ পিটিশনের ওপর আশা রাখছি।' তথ্য বলছে, ৫ লক্ষ ৮০ হাজারের বেশি পরীক্ষার্থী ফর্ম পূরণ করেছেন। নবম-দশমে আবেদনের সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। একাদশ-দ্বাদশে আবেদনের সংখ্যা আড়াই লক্ষের বেশি। ১৩ হাজারের বেশি চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা ফর্ম পূরণ করেছেন। যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের অন্যতম নেতৃত্ব মেহবুব মণ্ডল জানিয়েছেন, 'অযোগ্যদের পরীক্ষায় যেহেতু বসতে দেওয়া হচ্ছে না, সেহেতু আমরা একধাপ এগিয়েছি। তবে ফর্ম পূরণ সকলেই করেছেন।'

দিল্লি যাওয়ার পথে চাকরিহারারা। মঙ্গলবার

> অযোগ্যদের পরীক্ষায় যেহেতু বসতে দেওয়া হচ্ছে না, সেহেতু আমরা একধাপ এগিয়েছি। তবে ফর্ম পূরণ সকলেই করেছেন।
>
> **মেহবুব মণ্ডল**

> যেহেতু আশা খুবই ক্ষীণ, তাই আমরা বেশিরভাগজনই আবেদন করেছি। পরীক্ষায় বসতে হলে বসব, তবে রিভিউ পিটিশনের ওপর আশা রাখছি।
>
> **চিন্ময় মণ্ডল**

দফায় দফায় নবান্ন অভিযান, বিকাশভবনের সামনে টানা অবস্থান সহ একাধিক আন্দোলন করলেও সুরাহা মিলল না চাকরিহারাদের। শেষ আশা নিয়ে শিক্ষকদের একাংশ রওনা দিয়েছেন দিল্লিতে। মঙ্গলবার 'যোগ্য' শিক্ষাকর্মীদের ১৫ জনের প্রতিনিধিদল দিল্লি গেলেন। সংসদের অধিবেশনে প্রতিটি সাংসদের হাতে নিজেদের দাবিপত্র তুলে দেওয়ার পাশাপাশি ধর্না অবস্থানে অংশগ্রহণ করাকেই এখন শেষ সম্বল বলে মনে করছেন তাঁরা।

আগুনে পুড়েই খাঁটি মূর্তি হয়... কুমোরটুলিতে মঙ্গলবার। -রাজীব মণ্ডল

সন্তান হস্তান্তরে হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে দম্পতি

কলকাতা, ২২ জুলাই : সন্তান ফিরে পেতে দিতে হবে অভিভাবকত্বের পরিচয়। এমনটাই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কোলের শিশুকন্যাকে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছিলেন মা। তিন বছর পর সন্তানকে ফিরে পেতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই দম্পতি। এই মামলাতেই বিচারপতি মায়ের ভূমিকায় উদ্বেগপ্রকাশ করে বলেন, 'এ কেমন মা? মা যদি তাঁর বুকের সন্তানকে বিক্রি করে দেন, তার চেয়ে হোমে থাকাই শিশুটির

জন্য মঙ্গল।' ওই দম্পতিকে এখন প্রমাণ করতে হবে তাঁরা ওই শিশুর জৈবিক বাবা-মা। বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেন, বাবা-মা যদি প্রমাণ করতে পারেন তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে শিশু কল্যাণ কমিটি।

আবেদনকারী বাবা কর্মসূত্রে কেরলে যাতায়াত করেন। ২০২২ সালে স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হওয়ার কারণে তাঁকে বাবার বাড়িতে রেখে কেরলে চলে যান তিনি। বাড়ি ফিরে এসে তিনি জানতে পারেন, তাঁর স্ত্রী ওই সন্তানকে দৌলতাবাদের একজনের হাতে তুলে দিয়েছেন। এই নিয়ে মুর্শিদাবাদের নিম্ন আদালতে মামলাও করেছিলেন তিনি। তারপর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী এদিন জানান, শিশু কল্যাণ কমিটি শিশুটিকে উদ্ধার করেছে।এখন তারা সমস্ত মেডিকেল তথ্য, অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার প্রমাণ, হাসপাতালের নথি, শিশুর জন্মের শংসাপত্র চাইছে। শিশুটিকে তার বাবা-মায়ের কাছে ফেরত দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্য ও শিশুকল্যাণ কমিটির তরফে জানানো হয়, উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ ছাড়া তারা ওই শিশুকে তাঁদের হাতে তুলে দেবে না। বিচারপতি তখনই মন্তব্য করেন, 'যে শিশুকে বিক্রি করে দিতে পারে, সে আদৌ মা কি না তা আগে দেখা প্রয়োজনীয়।' তারপরই তিনি নির্দেশ দেন, সমস্ত তথ্য দিয়ে যদি প্রমাণ দেওয়া যায় তাহলে কমিটিকে আইনানুযায়ী পদক্ষেপ করতে হবে।

বিজেপির নয়া প্রচার শিল্পায়ন-কর্মসংস্থান

বাংলা দখলে বুদ্ধদেবের স্লোগান ভরসা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ জুলাই : বামপন্থীদের সঙ্গে আদর্শগত লড়াই থাকলেও, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকারের শিল্পায়নের স্লোগান 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'কে নীতিগতভাবে সঠিক বলেই মনে করে আরএসএস। তাই রাজ্যে '২৬-এর লড়াইয়ে দলের কৌশলেও বদল আনছে বিজেপি। সম্প্রতি দুর্গাপুরের সভা থেকে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'শুধু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা নয়, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে শিল্পায়নের মাধ্যমে কীভাবে কর্মসংস্থান হবে সে সম্পর্কে রাজ্যের মানুষের কাছে তার সঠিক ছবি তুলে ধরতে হবে।'

আরএসএস-এর নির্দেশ মেনে '২৬-এ বঙ্গ জয়ে ধর্মীয় মেরুকরণকে পাখির চোখ করেছিল বিজেপি। এই লক্ষ্যে রাজ্য বিজেপির অন্যতম জননেতা শুভেন্দু অধিকারীকে হিন্দুত্বের পোস্টারবয় করে মাঠে নামিয়েছিল বিজেপি-আরএসএস। রাজ্যের হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিজেপির সরকার গড়তে ৭০ শতাংশ হিন্দু ভোট এক হওয়া দরকার বলে বার্তা দিয়েছিলেন শুভেন্দু। তাঁকে সামনে রেখে সেই প্রচেষ্টা জারি থাকলেও, এরই মধ্যে মূল লাইন থেকে কিছুটা সরে আরএসএস-বিজেপির বিকল্প বা ট্র্যাক টু নীতিকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়েছে।

সম্প্রতি দুর্গাপুরের সভায় প্রধানমন্ত্রীর আগে নিজের ভাষণে বিরোধী দলনেতা জয় শ্রীরাম স্লোগান দিলেও, প্রধানমন্ত্রী সে পথে না হেঁটে জয় মা কালী, জয় মা দুর্গার শরণ নিয়েছেন। দলীয় নেতৃত্বকে প্রচারে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকারকে আগেই দায়ী করেছে বিজেপি। বিজেপির মতে, রাজ্যে শিল্পায়ন থমকে যাওয়ার জন্যই কাজের তাগিদে রাজ্যের বাইরে যেতে হচ্ছে মানুষকে। এদিন রাজ্যসভায় শমীক ভট্টাচার্যের এক প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় কর্পোরেট বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী হর্ষ মালহোত্রা জানিয়েছেন, মমতা সরকারের আমলে রাজ্য থেকে এপর্যন্ত ৬৬৮৮টি কোম্পানি ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছে। এদের অধিকাংশই আবার দিল্লি, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, ছত্তিশগড়, অসমের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্য। সম্প্রতি নদিয়ার চাকদা, নাকাশিপাড়া, কৃষ্ণনগর থেকে প্রায় ৩০ জন পরিযায়ী শ্রমিককে (যাদের অধিকাংশই সংখ্যালঘু) হরিয়ানা পুলিশের আটক করা নিয়ে হইচই জুড়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

পরিযায়ীদের কাছে উপযুক্ত পরিচয়পত্র না থাকার অভিযোগ করেছিল বিজেপি। সেই অভিযোগ ধোপে না টিকলেও, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মুক্তি পাওয়ার পর তাদের রাজ্যে ফিরে আসার প্রস্তাব দেওয়া হলেও তা গ্রহণ করেনি ওই পরিযায়ীরা। এক পরিযায়ী নিয়ামাতুল্লা শেখ বলেন, 'রাজ্যে কাজ না থাকাতেই তাঁরা এখানে আসতে বাধ্য হয়েছেন। ফিরে গিয়ে খাব কী?' নিয়ানাতুল্লার কথা যেন বিজেপির দাবিরই প্রতিধ্বনি।

এনআরসি চালুর আর্জি জানিয়ে মামলা

কলকাতা, ২২ জুলাই : এই রাজ্যেও চালু হোক এনআরসি। এই আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা হল জনস্বার্থ মামলা। মঙ্গলবার বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানান আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি। ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চায়, এই ধরনের অন্য কোনও মামলা বিচারাধীন রয়েছে কি না। বিচারাধীন থাকলে তার ভিত্তিতে শুনানি করবে হাইকোর্ট।

ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে ঘুরপথে এনআরসি চালু করা কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য বলে বরাবর অভিযোগ করে এসেছে রাজ্যের শাসক দল। তার বিরোধিতায় সুর চড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রেক্ষিতে এনআরসি চালুর দাবিতে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল। আবেদনকারীর দাবি, বেআইনি অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে ১৯৫৫ সালে সিটিজেনশিপ অ্যাক্টের ধারা ৪ ও ধারা ১৪এ চালু করা হোক।

সেই অনুযায়ী জাতীয় পরিচয়পত্রের কার্ড ইস্যু করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দিক আদালত। আবেদনকারীর আইনজীবী জানান, অবিলম্বে এনআরসি কার্যকর করতে হবে। বেআইনি অনুপ্রবেশের কারণে নারী ও শিশুদের সুরক্ষা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।

নাগরিক প্রমাণে জমির দলিল পেশ আদালতে

কলকাতা, ২২ জুলাই : সম্প্রতি বীরভূমের ৬ জন বাসিন্দাকে বাংলাদেশে 'পুশব্যাকের' অভিযোগ উঠেছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিরুদ্ধে। পরিবারের তরফে রাজ্য শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের কাছে অভিযোগ জানানো হলে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে ওই পরিবারের জমির দলিল প্রকাশ করে রাজ্য শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা রাজ্যসভার সাংসদ

বাংলাদেশে পুশব্যাকের শিকার

শামিরুল ইসলাম অভিযোগ করেন, 'বিজেপির বাঙালিবিদ্বেষী নেতারা ইচ্ছাকৃত দুই নারীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে জয় মা কালী ও জয় মা দুর্গা বলে বাঙালির মন জয় করার চেষ্টা করছেন। এঁরা বাংলার গরিব মেয়েদের এভাবেই অত্যাচার করেন।'

'পুশ ব্যাক'-এর শিকার বীরভূমের সুইটি বিবি ও সোনালি বিবির পৈতৃক জমির দলিল প্রকাশ করলেন শামিরুল। দলিল অনুযায়ী, ১৯৫০, ১৯৬০ ও ১৯৭০ সাল থেকেই সুইটির দাদু জামিরুদ্দিন খান, ঠাকুরদা বাবু শেখ ও সোনালির প্রপিতামহ মনখুশ শেখের নামে জমি রয়েছে। দিল্লিতে কাগজ কুড়োনোর কাজে লিপ্ত বীরভূমের ওই পরিবারকে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করেছিল দিল্লি পুলিশ। শামিরুলের অভিযোগ, 'গরিব বাঙালিরা ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও আজ এভাবেই বিজেপির প্রতিহিংসার রাজনীতির শিকার।'

সিবিআই-কে ভর্ৎসনা কোর্টের

কলকাতা, ২২ জুলাই : প্রথম দিনেই আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির বিচার প্রক্রিয়া থমকে গেল। নিম্ন আদালতের ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হল সিবিআইকে। সম্পূর্ণ নথি না নিয়ে আদালতে আসায় সিবিআইয়ের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন বিচারক।

তিনি মন্তব্য করেন, 'অজুহাত দিচ্ছেন কেন? মিথ্যে কেন বলছেন? সম্পূর্ণ নথি ছাড়াই আদালতে কেন?' কাঠগড়ায় সেই সময় সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের ওএসডি। তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করা হয়। সিবিআইকে প্রকৃত অভিযোগপত্র দেখাতে বলায় তারা তা দেখাতে পারেননি। সিবিআইয়ের আইনজীবী

খামখেয়ালি বরদাস্ত নয়

বিচারককে জানান, টালা থানায় জমা পড়া অভিযোগপত্র এদিন রেকর্ডে নেই তাদের। অন্য কোর্টে থাকতে পারে। তাই সময় চেয়ে নেওয়া হয়।

তখনই বিচারক ভর্ৎসনা করেন, 'বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাই এখন খামখেয়ালিপনা বরদাস্ত করা হবে না। এখানে সম্পূর্ণ নথি নিয়ে আসতে হবে।' তদন্তকারী অফিসারের গাফিলতি ও আদালতকে সহায়তা না করার কারণে সতর্ক করেন বিচারক। পুনরায় এই ঘটনা ঘটলে কড়া পদক্ষেপের কথাও বলেন তিনি।

মঙ্গলবার থেকেই আরজি করের আর্থিক দুর্নীতিতে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল। সেই মতো প্রথম অভিযোগকারী সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য হাজিরও হন। তখনই এই ঘটনা ঘটে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৬৬ সংখ্যা, বুধবার, ৬ শ্রাবণ ১৪৩২

সম্পাদকীয়

ইস্তফার অঙ্ক

নতুন করে 'ইন্ডিয়া' জোটের সংহত হওয়ার প্রয়াস, ঐক্যবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি, অনেক বিতর্কের পর পহলগাম বাদ দিয়ে শুধু অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সংসদে আলোচনা করতে শাসক শিবিরের সম্মতি ইত্যাদি ছাপিয়ে জাতীয় খবরের চর্চায় চলে এসেছেন জগদীপ ধনকর। এই প্রথম দেশের কোনও উপরাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পদত্যাগ করেছেন। তাঁর তৈরি এই ব্যতিক্রমী নজিরটি এখন আতশকাচের তলায়।

পদত্যাগপত্রে তিনি স্বাস্থ্যের কারণে এবং চিকিৎসা জগতের পরামর্শ কারণ হিসাবে দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু তাতে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে রহস্য আরও বাড়ছে সর্বভারতীয় শাসকদলের হিরণ্ময় নীরবতায়। তাতে অনুমান করা যেতেই পারে যে, ধনকরের পদক্ষেপটি বিজেপি নেতৃত্বকে বিড়ম্বনায় ফেলেছে। দেশের রাজধানীর রাজনৈতিক মহল, সংবাদ জগৎ ও আমলাতন্ত্র বিস্মিত, হতবাক ও বিভ্রান্ত। তাঁর দেখানো পদত্যাগের কারণে সন্দেহ বাড়িয়েই দেয়।

প্রথমত, এই সিদ্ধান্ত নেবেন বলে যদি উপরাষ্ট্রপতি পদমর্যাদার একজন ঠিক করে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই তা সুচিন্তিত, পূর্বপরিকল্পনা ছিল। সেক্ষেত্রে বাদল অধিবেশন শুরুর আগে তিনি ইস্তফা দিতে পারতেন। তাঁর সমস্যা আগাম জানাতে পারতেন কেন্দ্রীয় সরকার ও রাষ্ট্রপতিকে। তা না করে অধিবেশন শুরু হওয়ার দিন হঠাৎ রাতে রাষ্ট্রপতিকে ইস্তফাপত্র প্রেরণ খুব স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হয় না।

এই মনে না হওয়ার যুক্তিসংগত কারণ আছে। বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন তিনি বরাবরের মতো স্বভাবসুলভভাবে রাজ্যসভার অধিবেশন পরিচালনা করেছেন। অসুস্থতা বা অন্য কোনও সমস্যার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। তারপর হঠাৎ রাত হতে আগাম কাউকে কিছু না জানিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেওয়া কিছুটা বিসদৃশই বটে। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিক অতীতে তাঁর অসুস্থতা সামনে এসেছে ঠিকই, হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। কিন্তু সেই অসুস্থতায় কখনও মনে হয়নি যে তিনি শারীরিক সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন।

স্বভাবগতভাবে ধনকর স্বাধীনচেতা। প্রায় সব ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব মতামত আছে। কর্মকাণ্ডে, আচরণে, মন্তব্যে বিতর্ক করতেও পারেন। সংবাদ শিরোনামে থেকে যাওয়ার মতো পদক্ষেপ করেন বা কথা বলেন। উপরাষ্ট্রপতির ভূমিকায় তাঁর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন এতটাই যে, তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করার পরিকল্পনা করেছিল বিরোধীপক্ষ। সম্প্রতি কিছু বিষয়ে তাঁর স্বাধীন মতামত প্রকাশ কেন্দ্রীয় সরকার ও শাসক শিবিরের জন্য অস্বস্তির কারণ ঘটিয়েছে।

যেমন সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, রায়, নির্দেশ ইত্যাদিকে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। সংসদীয় পরিকাঠামোকে বিচার ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে চেয়েছেন। যা সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে সংঘাতের বার্তা দিয়েছে। বিজেপির ভাবনার সঙ্গে এই ধরনের মন্তব্য পুরোপুরি সাযুজ্যপূর্ণ নয়। শীর্ষ আদালতের কিছু পদক্ষেপ কেন্দ্রকে বিড়ম্বনায় ফেললেও বিচার ব্যবস্থার গরিমা ক্ষুণ্ণ হতে পারে- এমন মন্তব্য বিজেপির দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত।

খুব সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার বিরুদ্ধে সংসদে ইমপিচমেন্টের প্রক্রিয়া ধনকরের অপছন্দ ছিল। তিনি এই ইমপিচমেন্টের বিরোধী ছিলেন। তা সত্ত্বেও সরকার ওই প্রক্রিয়ায় এগিয়েছে শুধু নয়, তাতে বিরোধী দলগুলির সহায়তা নিয়েছে। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসেবে প্রক্রিয়াটি নিয়ে তাঁর তোলা কিছু পদ্ধতিগত প্রশ্নকে শাসক শিবির আমল দেয়নি। ফলে সাংসদদের সই করা ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব পেশ হওয়ার দিনই ধনকরের ইস্তফায় দুয়ে দুয়ে চার করা যেতেই পারে।

অনুমান করা যেতেই পারে যে, ইমপিচমেন্ট নিয়ে অসন্তোষের কারণে প্রস্তাবটি পেশ হওয়ার পরপরই বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গেকে পহলগামে নিরাপত্তার অভাব ও ভারত-পাক যুদ্ধবিরতি নিয়ে ট্রাম্পের দাবির ব্যাপারে দীর্ঘ বক্তৃতা করার সুযোগ দেন ধনকর। লোকসভায় কিন্তু একইদিনে একই বিষয়ে সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে। ফলে উপরাষ্ট্রপতির ইস্তফা নিয়ে চর্চা চলতেই থাকবে।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

আলোচিত

বাংলার ব্যাপারে কীভাবে অসম হস্তক্ষেপ করে? এটা অসাংবিধানিক, অনৈতিক। আমরা ডবল ইঞ্জিন বিজেপি সরকারকে বলব, নিজের চরকায় তেল দিন। আপনারা এভাবে চালাতে চাইলে দেশ বিভক্ত হয়ে যাবে। এইসব করে মহারাষ্ট্র ও দিল্লির মতো বাংলা জেতার কথা ভাবলে বিজেপি ভুল করবে।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল

চিনে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের দাপট। নিজেকে বাঁচাতে কেউ দৌড়ে পালাতে গেলে তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঝোড়ো হাওয়া। কেউ আবার ঝড়ের গতির সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে আছাড় খাচ্ছেন। ঝড়ের তাণ্ডবের ভিডিও ভাইরাল।

আজ

১৮৯৮

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৮৫৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন স্বাধীনতা সংগ্রামী বালগঙ্গাধর তিলক।

সোজা-সাপটা

ক্যাশবুক অনুযায়ী যত টাকা থাকবার কথা, ক্যাশবাক্সে তার চেয়ে একটি নয়া পয়সা বেশি ছিল। নিমেষের মধ্যে থমথমে হয়ে উঠল গুহ সাহেবের মুখ। ক্যাশবাক্সে এক নয়া পয়সা বেশি পেলে কী করা উচিত!

যাঁরা ব্যুরোক্রেসির গৌরব বাড়িয়ে গিয়েছেন চিরদিন

ভগীরথ মিশ্র

যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় প্রশিক্ষণের ধরন ছিল একটু অন্যরকম। পোস্টিংও হত অন্যভাবে। যাবতীয় ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর পাকাপাকি পোস্টিংয়ের আগে আইএএস অফিসারদের তিন মাসের জন্য বিডিও হিসাবে পাঠানো হত ব্লকে ব্লকে। তেমনই একজন আইএএস অফিসার এলেন আমার ব্লকে বিডিও হয়ে। নাম, সুমন্ত্র গুহ।

নির্দিষ্ট দিনে বালুরঘাট ব্লকের চার্জ নেবার সময় ঘটল বিপত্তি। ক্যাশবুক অনুযায়ী যত টাকা থাকবার কথা, ক্যাশবাক্সে তার চেয়ে একটি নয়া পয়সা বেশি ছিল। নিমেষের মধ্যে থমথমে হয়ে উঠল গুহ সাহেবের মুখ। কিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না, ক্যাশবাক্সে এক নয়া পয়সা বেশি পেলে তাঁর কী করা উচিত। ফোন করে একে শুধোন, তাঁর থেকে পরামর্শ চান, কিন্তু সিদ্ধান্তে আর কিছুতেই পৌঁছোতে পারেন না। ততক্ষণে গোটা ব্লক অফিসজুড়ে রটে গিয়েছে কথাটা।

অবশেষে জেলা শাসক সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষকে ফোন করে বসলেন সুমন্ত্রবাবু। হ্যালো সত্যেনদা...। এমন গুরুতর বিষয়টা বেশ গুরুত্ব সহকারে বুঝিয়ে বললেন গুহ সাহেব। তার জবাবে ওপ্রান্ত থেকে সম্ভবত উত্তর পেলেন বিষয়টা পাত্তা না দেওয়ার। এবং সবশেষে চার্জ বুঝে নিলেন তিনি। শেষমেশ, সারা ব্লক অফিসের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

মনে তখন একটা ঘটনা ঘটছিল। এই তো অল্পদিন আগে আরেকজন আইএএস অফিসার ছয় হাজার টাকা কম দেখেও বিষয়টাকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। আর আজ একজন আইএএস একটি নয়া পয়সা বেশি থাকায় ব্যাপারটাকে নিয়ে কত ঘাটের জল খেলেন! কতজনের পরামর্শ নিলেন। না না, কোনও তুলনায় যাচ্ছি না। গুহ সাহেবের দ্বিধাদ্বন্দ্বকে মোটেই খারাপভাবে নিচ্ছি না। আমি কেবল বলতে চাইছি, মানুষে মানুষে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কথা।

মিস্টার গুহ এমনিতে খুব ভালো প্রশাসক। ভালোমানুষ তো বটেই। পরে ওঁকে আমি বাঁকুড়ার জেলা শাসক হিসাবেও পেয়েছি। ততদিনে অবশ্য তিনি একজন ঝানু আমলা। সেটা বুঝেছিলাম, বালুরঘাটে প্রবেশনার থাকার সময় যে মানুষটি কথায় কথায় রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে উঠতেন, বাঁকুড়ায় কিন্তু কোনও ঘরোয়া অনুষ্ঠানেও তাঁর মুখে রবীন্দ্রসংগীতের আধখানা কলিও শুনতে পাইনি।

গত শতকের ৭৭-৭৮ সালের কথা। তখন ব্লকে ব্লকে এসইপি অর্থাৎ স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম নামে একটা প্রকল্পের অন্তর্গত স্কিমগুলিকে অনুমোদনের জন্য সিডি অর্থাৎ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের দপ্তরে পাঠাতে হত। সিডি দপ্তরটি ছিল কলকাতা রাজভবনের একটি অংশে। সেবার বেশ কয়েকটি স্কিম নিয়ে হাতে হাতে জমা দিতে গিয়েছি রাজভবনে। সরকারি ডেপুটি সেক্রেটারির করকমলে ওগুলি অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে চাই। বেলা পৌনে এগারোটা নাগাদ ডেপুটি সেক্রেটারির চেম্বারের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ দ্বিধা। যতই হোক, ডেপুটি সেক্রেটারি বলে কথা। হুট করে ঢুকে পড়তে সংকোচ জাগে। নিয়মমতো চেম্বারের বাইরে পিওন গোছের একজনের থাকার কথা। তিনি আমার গুষ্টির খোঁজখবর নিয়ে, অবশেষে আমার দেওয়া স্লিপটি নিয়ে বীরদর্পে সাহেবের ঘরে ঢুকবেন, এবং একটু বাদে বীরদর্পে বেরিয়ে এসে বলবেন, অপেক্ষা করতে হবে। সাহেব ব্যস্ত রয়েছেন। কিন্তু তেমন কাউকেই দেখতে পেলাম না। ততদিনে চাকরির বয়েস কিঞ্চিৎ বেড়েছে। সামান্য হলেও পোড় খেয়েছি। বুঝলাম, সকালবেলাতেই পিওনটি চরতে বেরিয়েছে। কাজেই, সামান্য দোনামনা করে একসময় যা থাকে কপালে বলে ঢুকে পড়লাম সাহেবের ঘরে।

মাঝারি আকারের ঘর। ঘরের মধ্যে একটি ঢাউস টেবিলে অসংখ্য ফাইলের ডাঁই। দেখলাম, টেবিলের উলটোদিকে বসে ফাইলের মধ্যে ডুবে রয়েছেন একজন গৌরবর্ণ সৌম্যকান্তি মানুষ। গায়ে একটি চন্দন বর্ণের বুশ শার্ট। চোখে সোনালি রঙের রিমলেস চশমা। চোখেমুখে অহমিকার লেশমাত্র তো নেইই, বরং বেশ ভালোমানুষ-ভালোমানুষ ভাব। বাইরের নেমপ্লেটে লেখা নামটি এখন আর ঠিকঠাক মনে নেই। যতদূর মনে পড়ছে, হেমচন্দ্র নাকি হেমেন্দ্রকুমার গোছের কিছু একটা, তবে পদবিটা ভট্টাচার্য। আমার পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালেন তিনি। চটজলদি নিজের পরিচয় এবং আগমনের উদ্দেশ্যটি বলামাত্রই তাঁর মুখে ফুটে উঠল স্মিত অভ্যর্থনা। আসুন, এই চেয়ারে বসুন। বালুরঘাট! সে তো অনেক দূর। অতদূরে থাকেন আপনি? বাড়ি কোথায়? মেদিনীপুর? বাপরে, অতদূরে একেবারে তেপান্তরে পাঠিয়ে দিয়েছে আপনাকে?

আমার তৈরি করা স্কিমগুলি দেখে বুঝে একটা ফাইলে যত্ন করে ভরে রাখলেন। তারপর শুরু করলেন খুব আন্তরিক গলায় হরেক কথাবার্তা। আমার কিন্তু তাড়া ছিল অন্যত্র। একটু বাদে সবিনয়ে বললাম, আমি তবে যাই স্যর?

দাঁড়ান দাঁড়ান, যাবেন কী? অতদূর থেকে এসেছেন, আপনাকে এক কাপ চা না খাইয়ে ছাড়া যায়?

ভট্টাচার্য সাহেব শুরু করলেন খোশগল্প। একে একে বালুরঘাটের দূরত্ব, পৌঁছানোর দুর্গমতা, শহরটির বিশেষত্ব, পার্শ্ববর্তী নদীটির চরিত্র ইত্যাদি হাজার প্রসঙ্গ উঠে এল। কিন্তু চা আর আসে না। একসময় অধৈর্য হয়ে আবার বললাম, এবার তাহলে উঠি স্যর!

দাঁড়ান, চা না খেয়ে যাবেন কী করে? আমার ঘরে যিনিই আসেন, অন্তত এক কাপ চা না খাইয়ে ছাড়িনে। বলেই আবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে গেলেন তিনি।

বারবার চা খেতে বলছেন, কিন্তু চায়ের অর্ডার দিচ্ছেন না তো! চা তাহলে আসবে কী করে! ততক্ষণে খুব তেষ্টা পেয়েছে। ডেপুটি সেক্রেটারি বলে কথা। তাঁর কাছে তো আর জল চাইতে পারিনে। কাজেই একসময় বললাম, বাইরে থেকে একটু জল খেয়ে আসি স্যর!

জল খাবেন? কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, জল খাবেন, এ আর এমন কি কথা!

বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। প্যান্টের পকেট থেকে সন্তর্পণে বের করলেন চাবির গোছা। টেবিলের ডানদিকের

ড্রয়ারটি খুললেন। ড্রয়ার থেকে একটি কাচের গ্লাস সযত্নে বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর ড্রয়ারটিতে পুনরায় তালা লাগিয়ে গ্লাস হাতে পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন ঘরের কোণের দিকে। সেই মুহূর্তে চেম্বারের এককোণে একটি মাটির কুঁজো আবিষ্কার করলাম আমি। বাকিটা বুঝে ফেলামাত্র তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললাম, আপনি কেন স্যর? গ্লাসটা আমায় দিন, আমি নিজেই গড়িয়ে নেব জল।

ছি ছি, তাই কখনও হয়! আপনি আমার গেস্ট, আর আপনি নিজের হাতে জল গড়িয়ে খাবেন! বলতে বলতে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে এনে গ্লাসটি ধরে দিলেন আমার হাতে। লজ্জায় মরে যেতে যেতে জলটুকু গলাধঃকরণ করামাত্র তিনি হাতখানি এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। তারপর গ্লাসটা নিয়ে পুনরায় চললেন কুঁজোটার দিকে। কুঁজো থেকে অল্প জল ঢেলে নিয়ে গ্লাসটাকে ধুলেন। তারপর পায়ে পায়ে চললেন নিজের চেয়ারের দিকে। আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ড্রয়ারটিকে সাবধানে খুললেন, ভেতর থেকে একটি পরিষ্কার মতো তোয়ালে মতো বের করে ভেজা গ্লাসটিকে ভালো করে মুছলেন। তারপর গ্লাস ও তোয়ালা দুটোই ড্রয়ারে পুরে তালাবন্ধ করলেন। তারপর আবার শুরু করলেন গল্প।

ততক্ষণে আমার যা হবার হচ্ছে। চলে যাবার জন্য মন উতলা। ঘড়িতে দেখলাম বেলা একটা। এগারোটায় ঢুকেছিলাম। কাজ ছিল খুব বেশি মিনিট দশেকের। অথচ এক কাপ চা খাওয়ার জন্য বসে রয়েছি প্রায় দু'ঘণ্টা।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চলি স্যর!

সে কী! চা না খাইয়ে আপনাকে ছাড়ি কেমন করে? কাজেই বসে রইলাম। ভদ্রলোক আবার ফাইলের মধ্যে ডুবে গেলেন। ঘড়িতে তখন প্রায় পৌনে দুটো। পর্দা সরিয়ে যিনি ঢুকলেন, তাঁর ডানহাতে চায়ের ঢাউস কেটলি। বাঁহাতের পাঁচটি আঙুলে সাত-আটখানা কাপ একথোকা আঙুরের মতো ঝুলছে। তারই থেকে দুটো কাপ অশেষ দক্ষতায় আঙুলমুক্ত করে টেবিলে নামিয়ে রাখলেন ভদ্রলোক। দুটো কাপে চা ঢেলে দিয়ে হনহনিয়ে বেরিয়ে গেলেন। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, টিফিন-টাইমে রোজ এই সময় চা নিয়ে ঘোরেন পার্শ্ববর্তী ক্যান্টিনের কর্মচারী, ভট্টাচার্য সাহেব সেই প্রত্যাশা নিয়েই আমাকে আটকে রেখেছেন এতক্ষণ।

ততক্ষণে আমার ওই দিনের কর্মসূচিটি প্রায় চৌপট হওয়ার মুখে। চটজলদি চায়ের কাপে চুমুক দিতে যাচ্ছি, এমনি সময়ে ভট্টাচার্য সাহেব হাত তুলে থামিয়ে দিলেন আমায়। মিষ্টি হেসে বললেন, দাঁড়ান, আপনাকে বিস্কুট দিই।

বলেই উঠে দাঁড়ালেন। প্যান্টের পকেট থেকে পুনরায় চাবির গোছাটি বের করে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন আলমারির দিকে। আলমারি খুলে বের করলেন হাস্যরত শিশুর মুখআঁকা একটি বেবিফুডের কৌটো। কিন্তু কৌটোটি খোলামাত্র তাঁর দু'চোখে ঘনিয়ে এল রাজ্যের হতাশা। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, ইস, বিস্কুটগুলো ফুরিয়ে গেল কবে?

ভট্টাচার্য সাহেবকে অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচাতে এবং নিজের সময় বাঁচানোর তাগিদে একপ্রকার মরিয়া হয়ে বলে উঠলাম, থাক না স্যর। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট আমি খাইনে।

সেটা খুবই খারাপ। খালিপেটে চা খেলে স্টমাকের ক্ষতি হয়। বলতে বলতে পাশের পার্টিশনের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠলেন ভট্টাচার্য সাহেব, নরেনবাবু, আপনার কাছে দু'খানা বিস্কুট হবে? দিন তো, আমার বিস্কুটটা কবে জানি ফুরিয়ে গিয়েছে। আমি কালই আপনাকে শোধ করে দেব।

ভট্টাচার্য সাহেবের কথার কোনও জবাব এল না ওপ্রান্ত থেকে। তার বদলে পার্টিশন টপকে উঁকি মারল একটি ফরসা হাত। তাতে দু'আঙুলের ফাঁকে দোল খাচ্ছে একজোড়া থিন-অ্যারারুট বিস্কুট। ভট্টাচার্য সাহেব খুব কৃতার্থ ভঙ্গিতে দুটি বিস্কুটই গুঁজে দিলেন হাতে। তখন আর ওই নিয়ে দর কষাকষির মতো অবস্থা আমার নেই। কাজেই, একটি বিস্কুট দাঁতে ভেঙে চায়ের কাপে চুমুক মেরে বুঝতে পারি, জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েছে।

কেন উল্লেখ করলাম ভট্টাচার্য সাহেবের কথা! না, কোনও হাস্যকর বা বিরক্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য নয়, বরং আমার সঙ্গে পদমর্যাদায় এতখানি ফারাক থাকা সত্ত্বেও কতখানি ভদ্র ও সদাশয় হলে, অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে জেনেও, একজন মানুষ দূরাগত একজন অধস্তনকে এককাপ চা দিয়ে আপ্যায়িত করবার জন্য এমনিভাবে মরিয়া হয়ে ওঠেন! আর সেই প্রয়াসের মধ্যে কতখানি আন্তরিকতা ফুটে উঠতে পারে! এখন মনে হয়, বুকের মধ্যে অগাধ সম্পদ নিয়ে ওই জাতের মানুষগুলিই ব্যুরোক্রেসির গৌরব বাড়িয়ে গিয়েছেন যুগে যুগে।

জনমন জনমত

ট্যাংক মোড়ে জমেই থাকে জল

বালুরঘাট ট্যাংক মোড় ঐতিহাসিক সাক্ষ্যবহন করে চলেছে। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ স্বাধীনতার যুদ্ধে সেই ট্যাংক পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ফেলে রেখে যেতে হয়েছিল। ট্যাংকটি উদ্ধার করে বালুরঘাট শহরের প্রবেশমুখে মুক্ত প্রদর্শনের জন্য রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সেখানে বিশালাকার দণ্ডের উপর ভারতীয় স্বাধীনতার তেরঙা পতাকা লাগানো হয়েছে। সেইসঙ্গে দেশাত্মবোধক গান ও বালুরঘাট শহরের অতীত-বর্তমান সংস্কৃতির ছবি অডিও ভিজুয়াল স্ক্রিনে ফুটে ওঠে। এছাড়া পুরো ট্যাংকের চারপাশ চারাগাছ দিয়ে সজ্জিত। বালুরঘাট ট্যাংক মোড়ের প্রধান সড়কবরাবর অসংখ্য ক্লিনিক গড়ে উঠেছে, যেখানে জেলার অধিকাংশ রোগী সেইসব ক্লিনিকে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে ভিড় করেন। সুতরাং শহরের এই প্রবেশপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকা।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রতি বছর বর্ষাকালে বৃষ্টির জল জমে এলাকাটি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। কখনো-কখনো হাঁটু পর্যন্ত জল জমে যায়। এতে পথচারীদের পাশাপাশি যানবাহন চলাচলেও সমস্যা হয়। এমনকি যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারে। বালুরঘাট ট্যাংক মোড় সংলগ্ন বাসিন্দাদের এই দুর্ভোগের মুখোমুখি হতে হয় ফি বছর। এই সমস্যা সমাধানে বালুরঘাট জেলা প্রশাসনের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

গজেন মণ্ডল
উত্তর চকভবানী, বালুরঘাট।

বাইক বুকিং ব্যবস্থায় কিছু সমস্যা

দীর্ঘদিন ধরেই আমি একটি অ্যাপের মাধ্যমে বাইক, গাড়ি ব্যবহার করি। ইদানীং গাড়ি বুক করলে প্রায়ই দেখতে পাবেন, আপনার অ্যাপে লেখা, 'ক্যাপ্টেন রাজি, তবে আপনার ভাড়ার সঙ্গে ১০/-, ২০/-, ৩০/- যোগ করুন।' যোগ করলেই দেখবেন, গাড়ি চলে আসবে আর যোগ না করলে আসবে না। এ এক অদ্ভুত রসিকতা। যদি মনে হয় যে ভাড়া আরও দশ টাকা বেশি হওয়া উচিত তাহলে তো দশ বা কুড়ি টাকা বাড়িয়েই অ্যাপে দেখালে ভালো হয়। অথচ এই দশ টাকা বা কুড়ি টাকার জন্য ওই শিক্ষিত বেকার ছেলেগুলোর ভাবমূর্তি সমাজের কাছে নীচু করার অর্থ কী? তাই বলব, ন্যায্য ভাড়াই অ্যাপে দেখানো হোক। সেইসঙ্গে এই নিয়ম চালু হওয়া প্রয়োজন, তাঁদের জন্য বরাদ্দ যাত্রীকে অতি অবশ্যই গন্তব্যে পৌঁছে দিতে বাধ্য করা।

আরেকটি সামাজিক সমস্যা রয়েছে। আমার বাড়ির পাশে একজন ভদ্রমহিলা বাড়ি থেকে একটু দূরে এক স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এই অ্যাপের মাধ্যমে পরিষেবা না নেওয়ার পেছনে তাঁর যুক্তি, 'এদের একটি নির্দিষ্ট পোশাক পরা উচিত। অন্যথায় আমার প্রতিবেশীরা মনে করবেন, আমি একেকদিন একেকজনের বাইকে করে বাড়ি ফিরে আসি। তাই যদি নির্দিষ্ট পোশাক পরা থাকে তাহলে প্রতিবেশীদের নিশ্চিন্ত করা যাবে যে, আমি ভাড়া দিয়েই প্রতিদিন এই পরিষেবা নিই।' এ ব্যাপারে আমার মনে হয়, সমাজের মানসিকতা পরিবর্তন করতে অনেক সময় লাগবে।

তাই নির্দিষ্ট ড্রেস কোড চালু করে আপাতত এই সামাজিক সমস্যার মোকাবিলা করা যেতে পারে। সেইসঙ্গে শিক্ষিত তরুণদের আপাত কর্মসংস্থানের সুযোগ সুগম করা যেতে পারে।

স্বপনেন্দু নন্দী
সুকান্তপল্লি, শিলিগুড়ি।

এখনকার আন্দোলনের কোনও লক্ষ্য নেই

পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের ভাবধারাটাই এখন প্রশ্নের মুখে। এখনকার আন্দোলনকারীরা আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি না করেই যেনতেনপ্রকারে লোকদেখানো একটা মিছিল-মিটিং করে ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতো করে যে কোনও আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। ফলে এইসব আন্দোলন জনমানসে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

আজ এটা নিয়ে তো, কাল ওটা নিয়ে, কোনও আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতা থাকে না। ফলে আন্দোলনকারীদের আন্দোলন মাঠেই মারা যায়- সে দিল্লিতেই হোক বা অন্যান্য রাজ্যে। তাছাড়া আন্দোলনের ইস্যুগুলোও খুব অদ্ভুত ধরনের।

এই যেমন পুলিশ হেপাজত থেকে বন্দি পালানোর জন্য আন্দোলন, ১৭ বছরের নাবালিকা মেয়ে ঘর থেকে পালিয়েছে সেইজন্য পুলিশের দোষ- তাই আন্দোলন, শিক্ষক ছাত্রকে শাসন করেছে সে কারণে আন্দোলন, পাড়ার মোড়ে রিন্টুকে পিন্টু অপমান করেছে সেজন্য আন্দোলন, কী অদ্ভুত সব!

অথচ, আন্দোলন করার জন্য বড় বড় ইস্যু নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর কোনও মাথাব্যথা নেই। যেমন, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রভৃতি।

একসময় ভাঙাচোরা জাতীয় সড়ক নিয়ে কংগ্রেসের সুসংগঠিত আন্দোলন খুব ভালো সাড়া ফেলেছিল। সেই আন্দোলনের সুফল এখন দেশবাসী উপভোগ করছেন।

বর্তমানে জাতীয় সড়কগুলো একেবারে ঝাঁ চকচকে। আশি-নব্বইয়ের দশকে বামেদের ধারাবাহিক আন্দোলনের জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় বেতন বৃদ্ধির ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ উপকৃত হয়েছিলেন, বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্র সহ চা বাগানের শ্রমিক ও বিভিন্ন ছোট ছোট শিল্প সংস্থার নিম্ন আয়ের শ্রমিকশ্রেণি।

তাই আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও লক্ষ্য স্থির না থাকলে সেই আন্দোলনের কোনও মানে হয় না আর জনমানসেও প্রভাব পড়ে না।

খালি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য লোকদেখানো আন্দোলন করে জনগণের কোনও উপকার হয় না। ঠিকমতো আন্দোলন করলে যেকোনও সমস্যাই মিটতে পারে। ইতিহাস চিরকাল তা সাক্ষী থেকেছে।

সমীরকুমার বিশ্বাস
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৯৯

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। বিপক্ষ, প্রতিপক্ষ ৫। কেবল, শুধু, একদম ৬। তীব্র ঔজ্জ্বল্য, ঝকমকানি ৮। কুমির ৯। নূপুরজাতীয় পায়ের অলংকারবিশেষ, বিষ্ঠা ১১। চুরাশি ১৩। রামের হাতে নিহত রাক্ষসী ১৪। ময়দার ঘিয়ে ভাজা মিঠাই।

উপর-নীচ : ১। ইংরেজি বছরের একটি মাস ২। ঘোড়া, গোরু প্রভৃতি প্রাণীর খুর ৩। ভিন্নদেশীয় ৪। পার হবার মাশুল ৬। চাকার মতো আকারবিশিষ্ট বস্তু ৭। সুন্দর, মনোহর ৮। বড় শহর ৯। বুদ্ধি, জ্ঞান, স্মরণশক্তি ১০। উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত সময়, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সময় ১১। ময়ূরপুচ্ছের অর্ধচন্দ্রাকার চিহ্ন ১২। ঠান্ডায় পীড়িত বা কাতর, শীতকাতর ১৩। হাততালি, সেইজন্য, সুতরাং।

সমাধান ■ ৪১৯৮

পাশাপাশি : ১। অধিমাস ৩। সুশ্রুত ৫। বিপদভঞ্জন ৬। তমোঘ্ন ৭। বন্দিশ ৯। বিদ্যাবিশারদ ১২। নওল ১৩। কর্মবীর।

উপর-নীচ : ১। অজুহাত ২। সন্তাপ ৩। সুলভ ৪। তর্জন ৫। বিঘ্ন ৭। বদ ৮। শশিকর ৯। বিদ্বান ১০। বিতল ১১। রক্তক।

বিন্দুবিসর্গ

পদ্ম-রাজ্যেই বেশি ভুয়ো জব কার্ড

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রায়ই সরব হয় বিজেপি। অভিযোগ উঠেছে, ভুয়ো জব কার্ড তৈরি করে প্রকৃত উপভোক্তাদের ঠকিয়ে অন্যদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকানো হয়েছে। সেই কারণেই রাজ্যের বরাদ্দ আটকে রাখা হয় বলে কেন্দ্র সাফাইও দিয়েছে। কিন্তু তৃণমূল সাংসদ মালা রায়ের লিখিত প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী কমলেশ পাসোয়ান ১০০ দিনের কাজ নিয়ে যে পরিসংখ্যান পেশ করেছেন, তাতে অস্বস্তিতে বিজেপি।

কেন্দ্রের ওই পরিসংখ্যান বলছে, বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ভুয়ো জব কার্ডের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, অসমের মতো বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে বিপুল সংখ্যক ভুয়ো জব কার্ড বাতিল হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমে তৃণমূলের তোপ, 'মিথ্যা অভিযোগ তুলে বাংলার মনরেগা তহবিল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাহলে কোনটা সত্যি? আপনারা কি ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য টাকা আটকে দিয়েছেন? নাকি বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলি যাচাই-বাছাইয়ের ঊর্ধ্বে?'

গত তিন বছরে বিভিন্ন রাজ্যে যে সংখ্যক ভুয়ো কার্ড পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অনেক রাজ্যের থেকে অনেকটাই 'ভালো'। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২২ -'২৩ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে ফেক কার্ডের জন্য জব কার্ডের তালিকা থেকে বাদ গিয়েছেন ৫,২৬৩ জন উপভোক্তা। '২৩-'২৪-এ সেই সংখ্যা ৭১৯, ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে সেই সংখ্যা ২। অথচ ডাবল ইঞ্জিন সরকারের শাসনে থাকা উত্তরপ্রদেশে ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে এই সংখ্যা ২,৯৯,৩৫৪, ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে ১,৪৭,৩৯৭, ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে ৩৪২১। রাজস্থানে,২০২২-'২৩-এ ৪৫,৭৯৩ জন,২০২৩-'২৪-এ ২০,৩৬২ জন,২০২৪-'২৫-এ ২,৭৪৩ জন। মধ্যপ্রদেশ ও অসমেও ২০২২-'২৩ ও ২০২৩-'২৪ সালে লাখেরও বেশি ভুয়ো জব কার্ড ধরা পড়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য অনুযায়ী।

এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী পাসোয়ান জানান, মনরেগা প্রকল্প রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সরকারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। ভুয়ো জব কার্ড বা অন্যান্য অনিয়মের ক্ষেত্রে প্রাথমিক দায় রাজ্য সরকারের, যারা তদন্ত করে হোক, আবাস যোজনা হোক কিংবা সড়ক যোজনা, সর্বত্রই বাংলার ন্যায্য প্রাপ্য আটকে রাখা হয়েছে।'

একই দিনে একাধিক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানান, 'মনরেগা বন্ধ করার বা পরিসর কমানোর কোনও পরিকল্পনা নেই সরকারের। বরং এই প্রকল্পকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে মোদি সরকারের আমলে।' হাইকোর্টের নির্দেশ কার্যকর করে রাজ্যে কবে থেকে একশো দিনের কাজ প্রকল্প শুরু হবে, তা জানতে এদিন সংসদে প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও সাজদা আহমেদ। তবে কেন্দ্রের তরফে সেই প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট কোনও উত্তর মেলেনি।

পিছিয়ে বাংলা

- উত্তরপ্রদেশে ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে ভুয়ো জবকার্ড ২,৯৯,৩৫৪, ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে ১,৪৭,৩৯৭
- রাজস্থানে,২০২২-'২৩-এ ৪৫,৭৯৩ জন,২০২৩-'২৪-এ ২০,৩৬২ জন,২০২৪-'২৫-এ ২,৭৪৩ জন
- মধ্যপ্রদেশ ও অসমেও ২০২২-'২৩ ও ২০২৩-'২৪ সালে লাখেরও বেশি ভুয়ো জব কার্ড ধরা পড়েছে
- ২০২২ -'২৩ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে বাদ গিয়েছেন ৫,২৬৩ জন। '২৩-'২৪-এ ৭১৯, ২০২৪-২৫-এ সেই সংখ্যা ২

(সূত্র : কেন্দ্রীয় সরকার)

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। মালা রায় এর পালটা প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'বাংলা ও বাঙালিবিদ্বেষী বিজেপি এবার কী বলবে? নিজেদের শাসিত রাজ্যেই লাখ লাখ ভুয়ো জব কার্ড। অথচ বাংলা থেকে প্রকল্পের টাকা আটকে রাখা হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসায়। মনরেগা

একটানা তিন বছর ধরে বন্ধ ছিল রাজ্যের ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প। অবশেষে কলকাতা হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে সেই অচলাবস্থার অবসান হতে চলেছে। আদালতের নির্দেশে আগামী অগাস্ট মাস থেকে রাজ্যে ফের চালু হতে চলেছে মনরেগা প্রকল্প।

ধনকরের পর
দৌড়ে নীতীশ, নাড্ডা, রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে নজিরবিহীনভাবে উপরাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দিয়েছেন জগদীপ ধনকর। সত্যিই অসুস্থতা নাকি অন্য কোনও কারণ তা নিয়ে চর্চায় ব্যস্ত রাজনৈতিক মহল। কিন্তু তাঁর স্থানে দেশের পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি কে হবেন তা নিয়ে জল্পনা এখন চরমে। রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের একটি বড় অংশই মনে করছেন, বিহার বিধানসভা ভোটের মুখে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে ভারতের পঞ্চদশ উপরাষ্ট্রপতি করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিহারে ভোটে জিতলে বিজেপির থেকে কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করা হতে পারে। নীতীশ কুমারের ছেলে নিশান্তকে উপমুখ্যমন্ত্রী করা হতে পারে। যদিও এই জল্পনা নিয়ে বিজেপি কিংবা জেডিইউ কোনও দলই এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেনি।

তবে নীতীশ শেষপর্যন্ত বিহারের বাইরে বেরোতে না চাইলে তাঁকে খুশি করতে রাজ্যসভার বর্তমান ডেপুটি চেয়ারপার্সন তথা জেডিইউ নেতা হরিবংশ নারায়ণ সিংকে উপরাষ্ট্রপতি করা হতে পারে। মোদি সরকারের সঙ্গে হরিবংশের সম্পর্কও যথেষ্ট ভালো। বস্তুত মঙ্গলবার সকালে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতেও গিয়েছিলেন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারপার্সন। তবে তাঁদের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছে তা জানা যায়নি। দেশের পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি হওয়ার দৌড়ে নাম ভাসছে বিজেপির বিদায়ি সভাপতি তথা রাজ্যসভার নেতা জেপি নাড্ডারও। গেরুয়া শিবিরের পরবর্তী সভাপতি বাছাই ঘিরে বর্তমানে বিজেপির সঙ্গে আরএসএসের স্নায়ুযুদ্ধ চরমে উঠেছে। নাম রয়েছে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজুর। পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে কানাঘুষো চলছে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর, প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদের নাম নিয়েও।

আধারে আপত্তি বহাল কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে আধার কার্ড গ্রহণযোগ্য নয়। সুপ্রিম কোর্টের কাছে ৮৮ পাতার হলফনামা দিয়ে এমনটাই দাবি করেছে নির্বাচন কমিশন। একইসঙ্গে তারা এও স্পষ্ট করে দিয়েছে, এসআইআরের মাধ্যমে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে ব্যর্থ হলেও কারও নাগরিকত্ব চলে যাবে না।

সুপ্রিম কোর্ট ১০ জুলাই কমিশনকে বলেছিল, বিহারে ভোটার তালিকার এসআইআর বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন করার কাজে যে ১১টি নথিকে বৈধ বলে মান্যতা দেওয়া হয়েছে, সেগুলির পাশাপাশি আধার, ভোটার এবং র‍্যাশন কার্ডকেও বিবেচনা করা হোক। তার জবাবে নির্বাচন কমিশন বলেছে, আধার শুধুমাত্র পরিচয়ের প্রমাণপত্র। এসআইআরের জন্য স্বতন্ত্র নথি হিসেবে আধার কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ভোটার হিসেবে যোগ্যতা প্রমাণে অন্য নথিগুলির প্রমাণপত্র হিসেবে আধারকে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে জানিয়ে দিয়েছে কমিশন।

বিরোধীদের যাবতীয় অভিযোগ খণ্ডন করে কমিশন বলেছে, ভোট দেওয়ার সাংবিধানিক অধিকার কার্যকর করতে নাগরিকত্বের প্রমাণ চাওয়ার এক্তিয়ার তাদের হাতে রয়েছে। কমিশনের হাত থেকে সংসদে পাশ হওয়া কোনও আইন সেই এক্তিয়ার কেড়ে নিতে পারে না। সুপ্রিম কোর্ট ১০ জুলাইয়ের পর্যবেক্ষণে বলেছিল, কমিশনের হাতে কারও নাগরিকত্ব যাচাই করার ক্ষমতা নেই। সেই ক্ষমতা একমাত্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হাতে রয়েছে।

যুদ্ধবিমান ভেঙে বহু মৃত্যুর প্রতিবাদে শিক্ষাঙ্গনের সামনে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের। মঙ্গলবার ঢাকায়।

মৃত বেড়ে ৩১, ঢাকায় পড়ুয়া-পুলিশ সংঘর্ষ

ডাক্তার, নার্স পাঠাচ্ছে ভারত

ঢাকা, ২২ জুলাই : ঢাকার উত্তরায় সোমবার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভবনে বাংলাদেশ বায়ুসেনার এফটি৭-বিজিআই যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যাপর্যন্ত সরকারিভাবে সংখ্যাটা ৩১। মৃতদের মধ্যে কমপক্ষে ২৬টি শিশু রয়েছে। দুর্দিনে ইউনূস প্রশাসনের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত। সোমবার শোকবার্তায় বাংলাদেশকে সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারপরই সাহায্যের প্রস্তাব দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে চিঠি পাঠায় ঢাকার ভারতীয় দূতাবাস। সেখানে আহতদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের কথা জানানো হয়। তবে বাংলাদেশ প্রশাসন সেই সহায়তা গ্রহণ করবে কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল।

প্রাথমিকভাবে সিঙ্গাপুর থেকে চিকিৎসক ও নার্সদের আনার কথা ঘোষণা করেছিল ইউনূস সরকার। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী সায়েদুর রহমান জানান, এদিন রাতেই সিঙ্গাপুরের চিকিৎসক দল ঢাকায় অবতরণ করবে। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে বিমান দুর্ঘটনায় একাধিক আহতের মৃত্যুর খবর আসার পর ভারতের চিকিৎসা সহায়তা গ্রহণের কথা জানায় ঢাকা। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে, আহতদের অধিকাংশ মারাত্মকভাবে পুড়ে গিয়েছেন। ভারত থেকে দু'জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং কয়েকজন নার্সকে জরুরি ভিত্তিতে ঢাকায় পাঠানো হচ্ছে। মঙ্গলবারই তাঁদের ঢাকায় পৌঁছে যাওয়ার কথা। চিকিৎসকদলের সঙ্গেই পাঠানো হচ্ছে বেশ কিছু চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং ওষুধপত্র।

ভয়ংকর দুর্ঘটনার পর শুধু বাংলাদেশ বায়ুসেনার পরিকাঠামো নিয়েই নয়, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়েও একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। ঢাকার মতো জনবহুল শহরের ওপর পুরোনো আমলের চিনা যুদ্ধবিমান উড়িয়ে প্রশিক্ষণ কতটা নিরাপদ, সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়া এবং তাঁদের অভিভাবকরা। অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁরা। দিনভর ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে উত্তাল হয়েছে ঢাকা। 'ভুয়া ভুয়া' ও 'আমার ভাই মরল কেন, প্রশাসন জবাব দে' বলে স্লোগান দিতে থাকেন ছাত্র-ছাত্রীরা। বিক্ষোভ ঠেকাতে মাইলস্টোন স্কুল, সচিবালয়, শিক্ষাভবন, জিরো পয়েন্ট সর্বত্র চলেছে লাঠি, কাঁদানে গ্যাসের শেল, সাউন্ড গ্রেনেড। কমপক্ষে ৭৫ জন আহত পড়ুয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক সিআর আবরার, প্রধান উপদেষ্টার প্রেসসচিব শফিকুল আলম মাইলস্টোন স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে শিক্ষার্থীদের ঘেরাটোপে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁদের উদ্ধার করতে সেনা নামাতে হয়। দুর্ঘটনার জায়গার আশপাশে পড়ুয়াদের ব্যাপক লাঠিপেটা করে নিরাপত্তাবাহিনী। সেনা-পুলিশের দিকে পালটা ইট, বোতল ছুড়তে দেখা যায় ছাত্রদের একাংশকে। দিনের শেষে শিক্ষামন্ত্রকের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়ার সচিব সিদ্দিক জুবাইরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে এবং বৃহস্পতিবারের এইচএসসি পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রেখে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এদিন শিক্ষার্থীদের তরফে ৬ দফা দাবি পেশ করা হয়। তার মধ্যে রয়েছে আহত এবং নিহতদের প্রকৃত সংখ্যা ও নাম-ঠিকানা প্রকাশ, শিক্ষকদের মারধরের জন্য সেনাবাহিনীর নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া, নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ, বিমানবাহিনীর পুরোনো বিমান বাতিল করে আধুনিক যুদ্ধবিমান কেনা, যুদ্ধবিমান ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

এদিন ঢাকার কুর্মিটোলায় বিধ্বস্ত যুদ্ধবিমানের চালক ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তৌকির ইসলামের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। ফিউনারেল প্যারেডে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এবং ৩ বাহিনীর প্রধানরা।

একনজরে

- ভারত থেকে দু'জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং কয়েকজন নার্সকে জরুরি ভিত্তিতে ঢাকায় পাঠানো হচ্ছে
- যাচ্ছে বেশ কিছু চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং ওষুধপত্র
- পড়ুয়াদের বিক্ষোভ ঠেকাতে মাইলস্টোন স্কুল, সচিবালয় চত্বরে চলেছে লাঠি, কাঁদানে গ্যাসের শেল, সাউন্ড গ্রেনেড
- কমপক্ষে ৭৫ জন আহত ছাত্রছাত্রী হাসপাতালে ভর্তি

শিক্ষার্থীদের জীবন রক্ষায় আত্মত্যাগ শিক্ষিকার

ঢাকা, ২২ জুলাই : বাংলাদেশের যুদ্ধবিমান স্কুলে ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল অগ্নিকাণ্ড থেকে বাঁচতে মানুষ দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটেন। তাঁরা প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া। শিক্ষিকা মাহরীন চৌধুরীও নিজের জীবন বাঁচাতে অনায়াসে সরে যেতে পারতেন। তিনি তা করেননি। সোমবার নিজের জীবন তুচ্ছ করে উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের বাঁচানোই তখন তাঁর ব্রত। ভয়ংকর ঝুঁকি নিয়ে তিনি অন্তত ২০ জন শিক্ষার্থীর প্রাণ বাঁচালেন। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারেননি।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে জানা গিয়েছে, বিমান ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করেননি মাহরীন। চারিদিকে তখন আগুনের লেলিহান শিখা। সেই সঙ্গে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। আতঙ্কিত পড়ুয়ারা। তারা চিৎকার করছে। সেই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের একে একে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে শুরু করেন মাহরীন। তাঁর দ্রুত পদক্ষেপে অন্তত ২০ জন অক্ষত অবস্থায় কিংবা অল্পবিস্তর আহত অবস্থায় বেঁচে গিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত নিজেকে বাঁচাতে পারেননি। তিনি অগ্নিকুণ্ডে আটকে পড়ে মারাত্মকভাবে দগ্ধ হন। তাঁর শরীরের ১০০ শতাংশ পুড়ে যায়।

মাহরীন চৌধুরী নেই। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি-র আবাসিক শল্যবিদ ডা. শাওন বিন রহমান গতকাল রাতে তাঁর মৃত্যুর খবর দেন। বাংলাদেশের প্রয়াত ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ভাইঝি মাহরীন চৌধুরীর আত্মত্যাগ প্রমাণ করে দিল মানবতা ও আত্মোৎসর্গের চেতনা সমাজ থেকে হারিয়ে যায়নি। তাঁর আত্মোৎসর্গের ব্রত মানুষকে সাহসী করে তুলবে।

ভারতকে হুমকি মার্কিন সেনেটরের

ওয়াশিংটন, ২২ জুলাই : আর রাখঢাক গুড়গুড় নয়, এবার ভারতকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিল ট্রাম্প শিবির। রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ না করলে ভারতের অর্থনীতি ধ্বংস করার কথা ঘোষণা করেছেন আমেরিকার রিপাবলিকান সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম। সম্প্রতি রাশিয়ার বাণিজ্যিক অংশীদারদের ওপর ১০০ শতাংশ হারে কর বসানোর কথা বলেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সেই সুরে এবার লিন্ডসে গ্রাহাম এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'যারা রাশিয়ার কাছ থেকে এখনও তেল কিনছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাদের ওপর বিরাট অঙ্কের শুল্ক চাপাতে চলেছেন।' ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ রিপাবলিকান সেনেটর বলেন, 'ভারতকে রুশ প্রেমের জন্য চড়া দাম দিতে হবে। ওদের অর্থনীতি ধ্বংস করে দেওয়া হবে। তেল কিনে রাশিয়াকে ধারাবাহিকভাবে অর্থের জোগান দেওয়ার শাস্তি হিসাবে ওদের কাছ থেকে ১০০ শতাংশ শুল্ক আদায় করা হবে। তোমাদের আর্থিক অবস্থা এমন জায়গায় যাবে যে কখনোই ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না।'

এর জবাবে কেন্দ্রীয় বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি বলেন, 'জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের অবস্থান বদলায়নি। ভারতীয় নাগরিকদের শক্তিসম্পদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করাকেই সরকার অগ্রাধিকার দেবে। এজন্য যা করণীয় সেটাই করা হবে।'

সংসদের বাইরে বিক্ষোভে শামিল রাহুল, অখিলেশ, কানিমোঝি। মঙ্গলবার।

বিরোধীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে দ্বিতীয় দিনও মুলতুবি হয়ে গেল সংসদের বাদল অধিবেশন। বিরোধী দলগুলির টানা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের জেরে লোকসভা ও রাজ্যসভাতে তুমুল হইহট্টগোলের পর বাকি সময়ের জন্য মুলতুবি করে দিতে বাধ্য হলেন অধ্যক্ষরা। বিহারে চলমান ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন ও অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনার দাবিতে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা স্লোগান তোলেন। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ইন্ডিয়া জোটের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। তিনি বলেন, 'ওঁরা আলোচনা চান, আমরাও প্রস্তুত। তাহলে সংসদ চলতে দিচ্ছেন না কেন? এটা দ্বিচারিতা। ওঁরা বলছেন আলোচনা চান, আবার নিজেরাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন। এতে জনসাধারণের অর্থের অপচয় হচ্ছে।'

এদিন সকালে এসআইআরের বিরুদ্ধে সংসদের মকরদ্বারের সামনে বিক্ষোভ দেখান বিরোধীরা। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্লোগান দেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ভদরা, তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সপা সভাপিত অখিলেশ যাদবরা। বাঙালি পরিযায়ীদের হেনস্তার প্রতিবাদে সরব হন তৃণমূল সাংসদরা। বিরোধীদের প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল এসআইআর ভারতীয়দের অধিকার চুরি করে নিচ্ছে, এসআইআর দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

অবসরে বহু যুদ্ধের সাক্ষী মিগ-২১

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : ভারতীয় বায়ুসেনার অন্যতম চেনা যুদ্ধবিমান মিগ-২১ এবার চিরবিদায় নিচ্ছে। প্রায় ৬২ বছর ধরে দেশের সব বড় যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এই যুদ্ধবিমান। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর এই যুদ্ধবিমানকে শেষবারের মতো উড়তে দেখা যাবে চণ্ডীগড় এয়ারবেস থেকে। ওই দিন এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদায় জানানো হবে এতদিনের সঙ্গীকে। ওই অনুষ্ঠানে প্যান্থার্স নামের ২৩ নম্বর স্কোয়াড্রনের অন্তর্ভুক্ত বিমানগুলিকে উড়তে দেখা যাবে। ভবিষ্যতে মিগের জায়গা নেবে তেজস যুদ্ধবিমান।

এদিকে মিগের বিদায় লগ্নেই ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে এল তিনটি মার্কিন অ্যাপাচে যুদ্ধ হেলিকপ্টার। সোমবার প্রথম দফায় তিনটি 'অ্যাপাচে এএইচ-৬৪ই' হেলিকপ্টার এসে পৌঁছেছে। সেগুলি মোতায়েন করা হবে পাকিস্তান সীমান্তবর্তী যোধপুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে।

১৯৬৩ সালে রাশিয়া থেকে আনা মিগ-২১ প্রথমবার পরীক্ষামূলকভাবে বায়ুসেনায় যুক্ত হয়। এরপর কয়েক দশক ধরে এটি ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষার মেরুদণ্ড হয়ে ওঠে। নতুন শতাব্দীর শুরু থেকে সুখোই সু-৩০এমকেআই বিমান আসার পর ধীরে ধীরে মিগ-২১-কে বানপ্রস্থে পাঠানোর তোড়জোড় শুরু হয়।

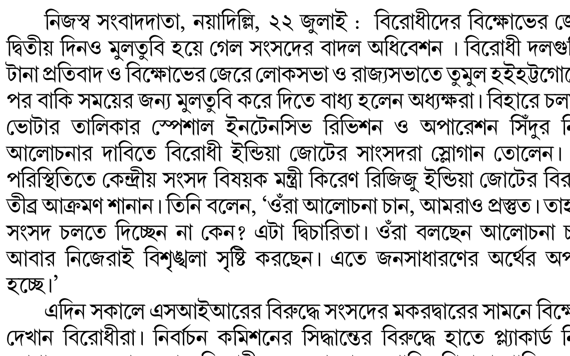

এখনও পর্যন্ত কোনও যুদ্ধবিমান মিগ-২১-এর মতো এত দীর্ঘ সময় ভারতীয় বায়ুসেনার সঙ্গে যুক্ত থাকেনি। বায়ুসেনার ৯৩ বছরের ইতিহাসের দুই-তৃতীয়াংশ সময় জুড়ে রয়েছে মিগ-২১। ভারতের প্রায় সব যুদ্ধবিমান পাইলটই কোনও না কোনওভাবে এই বিমানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

মিগ-২১ শুধু দীর্ঘমেয়াদি নয়, সংখ্যার দিক থেকেও রেকর্ড করেছে। একসময় ভারতের সবচেয়ে বড় যুদ্ধবিমান বহর ছিল এটি। ৮৫০টির বেশি মিগ-২১ কেনা হয়েছিল, যার মধ্যে প্রায় ৬০০টি হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (হ্যাল)-এ তৈরি হয়।

১৯৬৫ এবং ১৯৭১-এর ভারত-পাক যুদ্ধ, ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধ তো বটেই, এমনকি হালের বালাকোট অভিযান এবং 'অপারেশন সিঁদুর'-এও এই যুদ্ধবিমান ব্যবহৃত হয়েছে। ২০১৯ সালে মিগ-২১ বাইসন গোত্রের একটি যুদ্ধবিমানকে গুলি করে নামায় পাকিস্তানের যুদ্ধবিমান। আটক করা হয় বায়ুসেনার তৎকালীন উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমানকে। পরে অবশ্য কূটনৈতিক দৌত্যের সূত্রে পাকিস্তান তাঁকে মুক্তি দেয়।

গত শতাব্দীর ছয় ও সাতের দশকে যুদ্ধবিমান হিসাবে মিগের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লেও পরবর্তী সময়ে বহু দুর্ঘটনার মুখে পড়ে এই যুদ্ধবিমান কলঙ্কিত হয়। ১৯৭০ সালের পর থেকে ওই যুদ্ধবিমান দুর্ঘটনায় ১৭০ জন পাইলট এবং ৪০ জন সাধারণ মানুষ মারা যান। কেবল ২০১০ আর ২০১৩ সালের মধ্যে ১৩ বার দুর্ঘটনার মুখে পড়ে এই যুদ্ধবিমান। ফলে 'উড়ন্ত কফিন' তকমা দেওয়া হয় এই মিগ-২১ বিমানকে।

'খেটে খান', মহিলাকে সুপ্রিম পরামর্শ

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : মাত্র দেড় বছরেই বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে এক উচ্চশিক্ষিত মহিলার। কিন্তু খোরপোশ বাবদ তাঁর দাবিদাওয়া শুনে আকাশ থেকে পড়ার অবস্থা দেশের প্রধান বিচারপতির।

দাবি বলতে মুম্বইয়ে ফ্ল্যাট, ১২ কোটি টাকা ভরণপোষণ এবং বিএমডব্লিউ! বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় সংশ্লিষ্ট মহিলা এহেন বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবি করায় তাঁকে 'খেটে খাওয়া'র পরামর্শ দিলেন ভারতের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। ওই মহিলা আদালতে জানিয়েছিলেন, তিনি মুম্বইয়ে একটা বাড়ি, ১২ কোটি টাকা খোরপোশ আর একটা বিএমডব্লিউ গাড়ি চান। প্রধান বিচারপতি অবাক হয়ে বলেন, 'আপনি আইটি পেশাদার, এমবিএ করেছেন, বেঙ্গালুরু-হায়দরাবাদে আপনার জন্য মোটা বেতনের চাকরি অপেক্ষা করে আছে। তাহলে আপনি কাজ করছেন না কেন?' তিনি আরও বলেন, 'আপনার বিয়েটা মাত্র ১৮ মাসের। আর আপনি এক কোটি করে মাসে খোরপোশ চাইছেন?'

মহিলার যুক্তি, 'ও (প্রাক্তন স্বামী) খুব ধনী। ও আমার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়ে মামলা করেছে। বলেছে, আমি সিজোফ্রেনিক।' স্বামীর হয়ে উপস্থিত আইনজীবী আদালতে জানান, 'ওঁরও তো কাজ করতে হবে, সব কিছু এভাবে চাওয়া যায় না।'

হস্টেলে তৈরি ড্রোন কিনছে সেনাবাহিনী

হায়দরাবাদ, ২২ জুলাই : হস্টেলের ঘরে বসেই তৈরি হচ্ছে ঘণ্টায় ৩০০ কিমি গতির রাডারপ্রুফ কামিকাজে ড্রোন। আর সেগুলি টপটপ করে কিনে নিচ্ছে ভারতীয় সেনা! সেনাবাহিনীর কাছেও লোভনীয় এমন শক্তিশালী ড্রোন বানানোর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি (বিআইটিএস), পিলানির হায়দরাবাদ ক্যাম্পাসের দুই পড়ুয়া শৌর্য চৌধুরী এবং জয়ন্ত ক্ষত্রি।

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র জয়ন্ত রাজস্থানের আজমেরের বাসিন্দা। আর ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র শৌর্য কলকাতার ছেলে। দুজনে মিলে তৈরি করেছেন কাটিং-এজ ইউএভি ড্রোন। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই ড্রোন এখন জম্মু, হরিয়ানার চণ্ডীমন্দির, বাংলার পানাগড় এবং অরুণাচলপ্রদেশের সেনাঘাঁটির সম্পদ হয়ে উঠেছে।

শৌর্য জানিয়েছেন, তাঁদের লক্ষ্য বিদেশি ড্রোনের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো। হস্টেলের ঘরে বসেই বাজার থেকে জোগাড় করা যন্ত্রাংশ দিয়ে ড্রোন বানিয়েছেন তাঁরা। লিংকডইনে কোল্ড মেসেজে ড্রোনের গুণাবলি জানানোর পর তা নজরে আসে এক কর্নেলের। এরপর ডেমো দিতে তাঁদের ডাকা হয় চণ্ডীগড়ে। সেখানে বোমা ফেলার আর হাই-স্পিড রেসিং ড্রোনের লাইভ প্রদর্শনেই বাজিমাত। অর্ডারের বন্যা শুরু! জন্ম নেয় দুই পড়ুয়ার স্টার্ট-আপ—অ্যাপোলিয়ন ডায়নামিক্স।

শৌর্য চৌধুরী ও জয়ন্ত ক্ষত্রী।

সাকুল্যে হাফডজন পড়ুয়ার শক্তিতে ভরপুর এই সংস্থার সবচেয়ে আলোচিত প্রোডাক্ট হল কামিকাজে ড্রোন, যা ৩০০ কিমি প্রতি ঘণ্টারও বেশি গতিতে উড়তে পারে, ১ কেজি ওজনের বোমা নির্ভুলভাবে ফেলতে পারে আর রাডারের শ্যেনচক্ষুকে ফাঁকি দিতেও এর জুড়ি নেই!

করিতকর্মা শৌর্য-জয়ন্ত বলছেন, 'রোবোটিক্সের প্রতি ভালোবাসা থেকেই সব শুরু। কলেজে ডিফেন্স-টেক ক্লাব করেছিলাম। সেখান থেকেই অর্ডার আসতে শুরু করে। তখনই বুঝি, বড় কিছু করতে হবে।'

বিআইটিএস পিলানির অধ্যাপক সংকেত গোয়েল বলেন, 'ওরা যা করেছে, সত্যিই অনুপ্রেরণামূলক। ইতিমধ্যে একের পর এক অর্ডার আসছে সেনাবাহিনী থেকে।'

দুই তরুণ কারিগর জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে নতুন প্রজন্মের ভিটল আর ফিক্সড-উইং ড্রোন তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে। সেনা জওয়ানদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থাও করছে এই স্টার্ট-আপ। যাঁদের এর আগে কোন উড়ান শেখার অভিজ্ঞতা নেই, শিখছেন তাঁরাও। স্বপ্নের ডানায় ভর করে তাঁদের সংস্থা ড্রোনের চেয়েও আরও গতিতে ও আরও উঁচুতে উড়বে ভবিষ্যতে, এমনটাই আশা দুই তরুণ তুর্কির।

অক্ষয়ের ফোন কাড়া নিয়ে বক্তব্য ফোনমালিকের

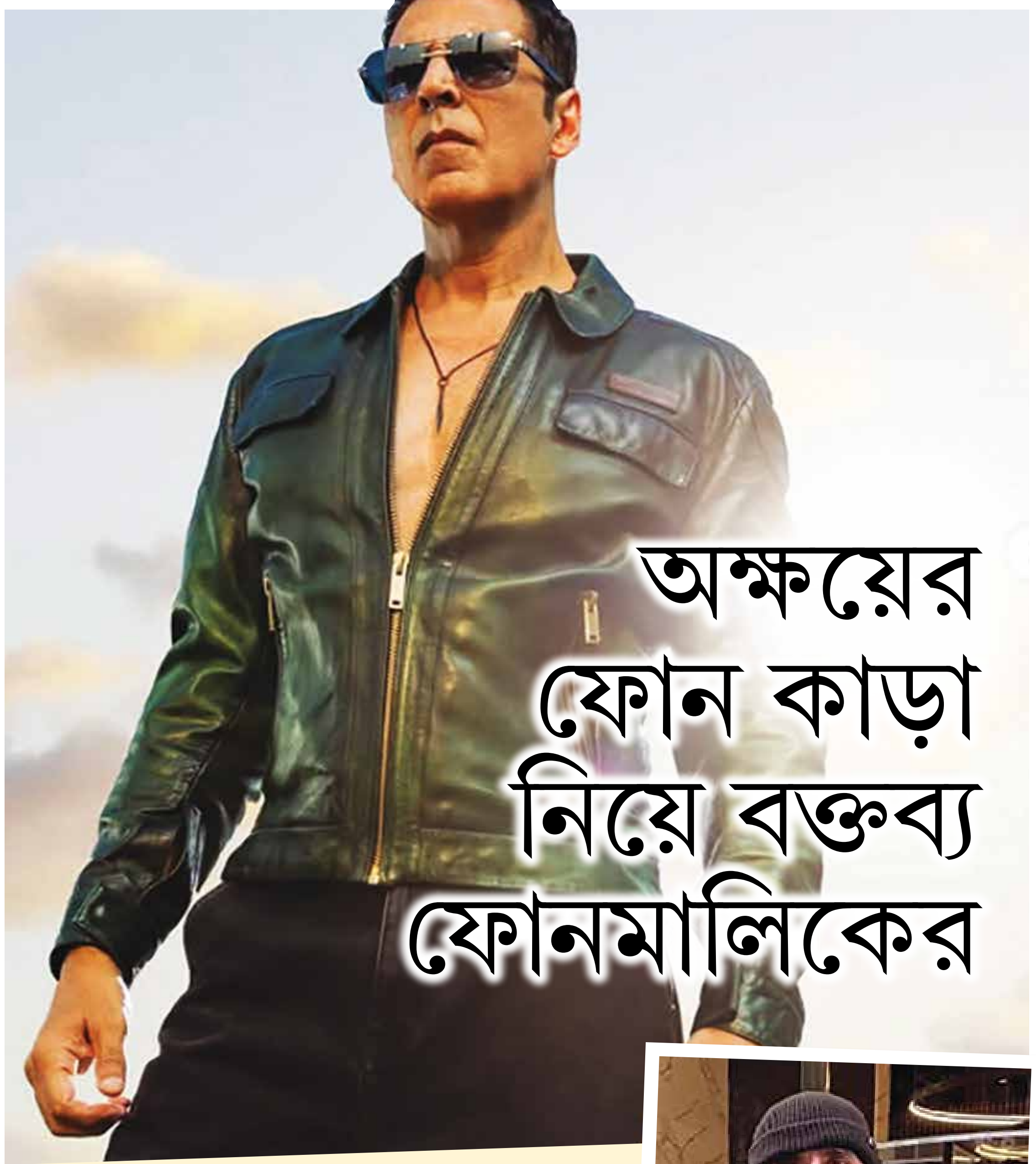

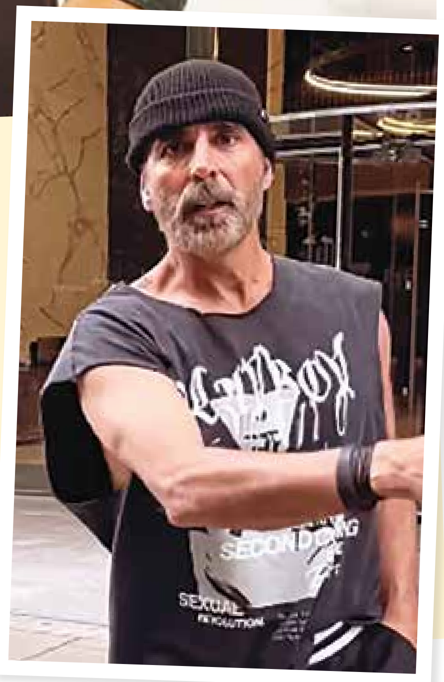

অক্ষয়কুমার রেগে গিয়ে একজনের ফোন কেড়ে নিচ্ছেন—এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলে অভিনেতা সমালোচিত হন এরকম উদ্ধত ব্যবহারের জন্য। এবার ফোনের মালিক মূল ঘটনার কথা বলেছেন। ঘটনার প্রেক্ষাপট লন্ডন। তখন অভিনেতা সেখানে ছুটি কাটাচ্ছেন। ফোন-মালিক বলেছেন, 'আমি ওঁকে অক্সফোর্ড স্ট্রিটে দেখি। উনি অক্ষয়কুমার কিনা দেখার জন্য ফলো করি। প্রথমে পিছন থেকে শুট করি। তারপর সামনে থেকে শুট করতে গেলে, উনি তা দেখে এগিয়ে এসে আমার কাছ থেকে ফোন কেড়ে নেন। আমি বলি, আমরা লন্ডনে দাঁড়িয়ে আছি এবং আপনি আমাকে ছুঁতে পারেন না। পরে উনি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলেন, আমি ব্যস্ত আছি। বিরক্ত কোরো না। ছবি তুলো না বা ভিডিও কোরো না। আমি বললাম, সেটা ভালোভাবেও বলতে পারতেন। এবার আমাকে ফোন ফেরত দিন। উনি দিয়ে দেন। জিজ্ঞাসা করেন আমি কোথা থেকে আসছি, কী করি ইত্যাদি। উনি আসলে খুব ভদ্রলোক, দেখে মনে হয় ওঁর বয়স ৩০ কি ৪০।' অন্যদিকে, অক্ষয়ের তরফে বলা হয়েছে, ছেলেটি ফুড ডেলিভারির কাজ করে। ওর সঙ্গে অক্ষয় আগেই ছবি তুলেছিলেন। তারপরেও ও অক্ষয়কে ফলো করে ছবি তুলতে যাচ্ছিল। তখনই অক্ষয় ওর ফোন কেড়ে নেন। গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার জন্যই অক্ষয় রেগে গিয়েছিলেন। নেটমহলে তাঁর সমালোচনা হলেও অনেকে বলেছেন সেলেব্রিটিদেরও গোপনীয়তা রাখার অধিকার আছে।

রাকেশের মস্তিষ্কের ধমনীতে ৭৫ শতাংশ ব্লক

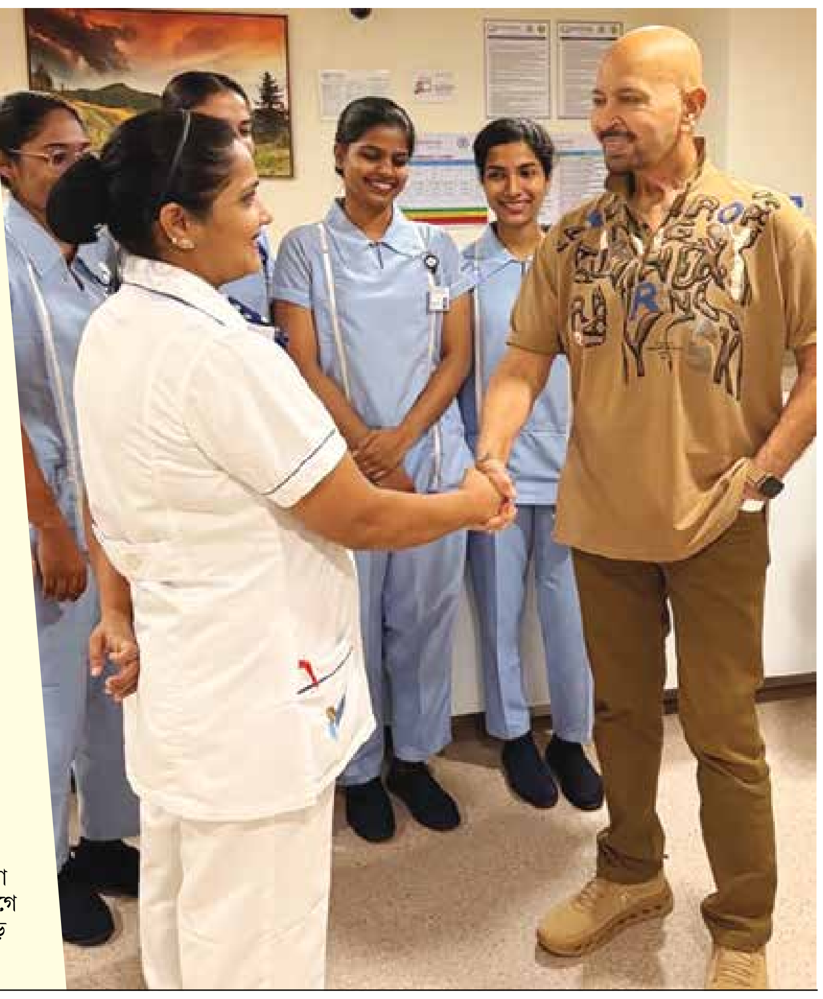

নিতান্তই রুটিন চেক আপ করাতে গিয়েছিলেন রাকেশ রোশন, তারপরই জানা গেল তিনি ভিতরে ভিতরে খুবই অসুস্থ। তিনি অবশ্য কিছু টের পাননি। রাকেশ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সেখানকার ছবি শেয়ার করে জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ ভাগ্যক্রমে তিনি এই রোগের কথা জানতে পেরে চিকিৎসা করাতে পেরেছেন। বলেছেন, 'গত সপ্তাহটা আমার চোখ খুলে দিল। পুরো বডি চেক আপ করাতে গিয়েছিলাম। হার্ট সোনোগ্রাফি করছিলেন যে ডাক্তার, তিনি পরামর্শ দিলেন ঘাড়েরও সোনোগ্রাফি করাতে। তারপরই জানতে পারলাম আমার দুই ক্যারোটিড আর্টারি, যা ব্রেনে রক্ত পৌঁছে দেয়, তাদের ৭৫ শতাংশ ব্লকড। আমি কিন্তু কোনওরকম অস্বাভাবিকতা বা শারীরিক অসুস্থতা টের পাইনি। এটা খুবই ভয়ংকর অবস্থা। সবথেকে বড় কথা, অনেকে হয়তো জানতেই পারেন না যে তাঁরা এই সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। কোনও লক্ষণ না থাকলেও এই অবস্থার চিকিৎসা না করালে তা প্রাণও কেড়ে নিতে পারে। আমি দেরি না করে হাসপাতলে ভর্তি হই এবং চিকিৎসা করাই। সৌভাগ্যবশত আমি এখন সুস্থ, বাড়ি ফিরে এসেছি। আশা করি, খুব তাড়াতাড়ি ওয়ার্কআউটও শুরু করতে পারব।' ইন্সটায় নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে তিনি লিখেছেন, 'রেগুলার চেক আপ খুব দরকার। ৪৫-৫০ বছরের উর্ধ্বে সব মানুষের ক্ষেত্রে হার্ট সিটি স্ক্যানের সঙ্গে ক্যারোটিড ব্রেন আর্টারির সোনোগ্রাফি জরুরি। এটা অনেক ক্ষেত্রেই গুরুত্ব পায় না।' তিনি সব মানুষকে আগে থেকে সাবধান হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন যাতে পরে বড় ধরনের সমস্যায় না পড়তে হয়।

কাজল, টুইঙ্কলের টু মাচ টু মিস

বলিউড স্টার কাজল ও টুইঙ্কল খান্না আসছেন নতুন টক শো নিয়ে। তাঁরা অনুষ্ঠানের সঞ্চালক, শো-এর নাম টু মাচ। প্রাইম ভিডিও তাদের ইন্সটায় এই শো-এর তথ্য দিয়ে ক্যাপশন করেছে, ওরা চা খেয়েছে। আর এটা মিস করা বাড়াবাড়ি (টু মাচ টু মিস)। তারপর জানিয়েছে টু মাচ আসছে প্রাইম ভিডিওয়। সকলেই বেশ উচ্ছ্বসিত এই খবরে। পরিচালক সিদ্ধার্থ মালহোত্রা সহ অনেক নেট নাগরিক নানান মন্তব্য করেছেন। সকলেই বলেছেন দুই পওয়ার হাউস পার্সোনালিটির মেলবন্ধন হল। এই শো-এর কনসেপ্ট বেনিজয় এশিয়ার। এটি টক শো-র মতোই হবে তবে অনেক বেশি বোল্ড। এই শো-তে আসবেন বলিউডের বিশিষ্টরা এবং কথোপকথনে যোগ দেবেন। কাজলকে শেষ দেখা গিয়েছে মা ছবিতে। টুইঙ্কল বিশিষ্ট কলামিস্ট এবং লেখিকা।

মেগা না সুপার, দেবকে নিয়ে বিতর্ক

দেব কি সত্যিই মেগা? তা নিয়ে জোর বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে। এতদিন ধরে বাংলায় তিন তারকার নামের সঙ্গে সুপারস্টার তকমা বসত। তাঁরা হলেন জিৎ, প্রসেনজিৎ আর দেব। আচমকা দেখা গেল, 'রঘু ডাকাত' ছবির টিজারে দেবকে মেগাস্টার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তার পরেই বেধেছে বিতর্ক।

অবশ্য 'খাদান' ছবির পরিচালক সুজিত দত্ত জানিয়েছেন, এর মধ্যে কোনও বিতর্কের প্রয়োজন নেই। অনেক আগেই এই তকমাটা বসা উচিত ছিল। বাংলার বাজার দেখলেই সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। একের পর এক ব্লকবাস্টার ছবি উপহার দেওয়ার পরেও দেব কেন নিজেকে মেগাস্টার লিখবেন না-প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

এক অনুরাগীও বলছেন, দেবের সিনেমা আর তার বক্স অফিস রিপোর্টগুলোই হল প্রমাণ যে, দেব এই বাংলার মেগাস্টার। তাহলে তিনি কেন নিজের প্রতি সুবিচার করবেন না?

অবশ্য সব উত্তর দিয়ে দেবে 'রঘু ডাকাত'। এ ছবি আসছে দুর্গাপুজোর সময়। নামভূমিকায় দেব নিজে।

হিরের জন্য সরে গেলেন রহমন শল

সুস্মিতা সেনের সঙ্গে কি শুধুই অর্থের জন্যে সম্পর্ক ভেঙেছেন রহমন শল? ব্যাপারটা তেমনই শোনাচ্ছে। এক সাক্ষাৎকারে রহমন জানিয়েছেন, সুস্মিতার মনোমতো হিরে তিনি দিতে পারছেন না। ২২ ক্যারেটের হিরে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর যেদিন হবে, সেদিন তিনি সুস্মিতার কাছে ফিরবেন।

এর পর থেকেই সবাই নড়েচড়ে বসেছে। সুস্মিতা তাহলে শুধুই বিত্তের জন্যে সম্পর্কে জড়ান? সেই কারণেই রহমানের পরে ললিত মোদির কাছে গিয়েছিলেন? নেট নাগরিকদের মধ্যে ফিশফাশ কিছু চলেছে বইকি। অবশ্য বেশ কিছুদিন আগে সুস্মিতা নিজে বলেছিলেন যে, তিনি নিজেই নিজেকে ২২ ক্যারেটের হিরে উপহার দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। দিয়েছেনও। তাই হিরের জন্য তাঁকে কারও ওপর নির্ভর করতে হবে না।

অবশ্য রহমন নিজের নামের পাশে 'সিঙ্গল' লিখলেও এখনো সুস্মিতার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব অটুট বলে জানিয়েছেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধাও আছে তাঁদের মধ্যে।

অজয় দেবগনের অজেয় নজির

বলিউডে তাহলে এটাও ঘটে। নতুনের পাশে এসে দাঁড়ান পুরোনোরা। সকলে না হলেও অজয় দেবগন এসে দাঁড়ালেন। আহান পান্ডে আর অনিত পাড্ডার 'সাইয়ারা' ছবিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পিছিয়ে গেলেন তিনি। কাল অবধি যেটা হাবেভাবে বোঝা গিয়েছিল, আজ সেটা প্রকাশ্যে জানিয়ে দিলেন সবাই। 'সন অফ সর্দার ২' অগাস্ট মাসের ১ তারিখে আসবে। কারণ নতুন জুটির এই ধুন্ধুমার শুরুকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন অজয় দেবগন। আরও একটা সপ্তাহ তাঁদের দিতে চাইছেন তিনি। এদিকে ১৫ অগাস্ট 'ওয়ার ২' আসার দু'সপ্তাহ আগে 'সন অফ সর্দার ২' এসে যাবে। ব্যবসা করার মতো সুবিধেও থাকছে।

আপাতত ছবি আসার বদলে অজয়ের ছবির দ্বিতীয় টিজারটা এসে গেল। এই টিজার থেকে প্রমাণিত যে, অজয়ের এই নতুন ছবিতে আরও বেশি মাত্রায় বিনোদনের মশলা মজুত রয়েছে। অজয় দেবগনের সিদ্ধান্তকে তারিফ করছে বলিউড।

মেঘালয় নিয়ে ছবি করছেন না আমির

গত ২৪ ঘণ্টায় বেশ জল্পনা হচ্ছিল মেঘালয়ের সোনম রঘুবংশীর ঘটনা নিয়ে আমির খান ছবি করবেন। মেঘালয়ে হানিমুন করতে গিয়ে সোনম রঘুবংশী স্বামী রাজা রঘুবংশীকে নৃশংসভাবে খুন করে দেহ লোপাট করে দেয়। এতে তার সঙ্গী হয় তার প্রেমিক। মঙ্গলবার আমির জানিয়েছেন, এ খবর একেবারেই ভিত্তিহীন। তিনি স্পষ্টভাষায় বলেছেন, 'এই কথা সত্যি নয়। ভেবে পাচ্ছি না, কোথা থেকে এই গল্পগুলো রটল। আমি নিজেই বেশ বিভ্রান্ত। এই ঘটনা নিয়ে ছবি করার আমার কোনও আগ্রহ নেই।' এখন তিনি সিতারে জমিন পর ছবির সাফল্য উপভোগ করছেন। এরপর তাঁকে দেখা যাবে রজনীকান্তের সঙ্গে একটি তামিল ছবিতে, পরিচালনায় লোকেশ কনগারাজ। আমির বলেছেন, 'আমি এই ছবিতে ক্যামেও করছি। আমার চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলব না, তবে গল্পের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতেই আমি আসছি।'

একনজরে সেরা ৫

ওয়ার ২-এর সঙ্গে

জলি এল এল বি ৩-এর টিজার ওয়ার ২-এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে বলে নির্মাতারা জানিয়েছেন। টিজার মুক্তি ১০ অগাস্ট। ছবিতে আছেন অক্ষয় কুমার, আরশাদ ওয়ার্সি, সৌরভ শুক্লা প্রমুখ। জলি ছাড়াও থামা, পরম সুন্দরী, বাগি ৪, ১২০ বাহাদুর, ইত্যাদির টিজারও ওয়ার-এর সঙ্গে জুড়বে, শোনা গিয়েছে।

টরন্টোতে বন্দর

অনুরাগ কাশ্যপের আগামী ছবি বান্দর-এর প্রিমিয়ার হবে ৫০তম টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। অভিনয়ে ববি দেওল, সান্যা মালহোত্রা, সাবা আজাদ প্রমুখ। ভারতীয় ছবির মধ্যে বান্দর ছাড়া নীরজ ঘেওয়ানের হোমবাউন্ড এবং রমেশ সিপ্পির শোলেও দেখানো হবে। ফেস্টিভালে ভারত ছাড়া ২৯টি দেশের ছবি দেখা যাবে।

সোনির ছবি

বুসান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের এশিয়ান প্রজেক্ট মার্কেট বিভাগে জায়গা পেল সোনি রাজদানের ছবি ডিফিকাল্ট ডটার্স, প্রযোজনায় আলিয়া ও শাহিন ভাট। সোনি বলেছেন, আমরা ছবি সবেমাত্র জমা দিয়েছি। এখনই এই বিষয়ে কিছু বলা যাবে না। এই বিভাগে পায়েল কাপাডিয়া, সৌরভ রাই, প্রদীপ কুবরার ছবিও আছে।

সব ৫ ডিসেম্বরেই

রণবীর সিং-এর ধুরন্ধর ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ আসছে। প্রভাসের রাজা সাহেব আসছে ওইদিন। তাই বিশাল ভরদ্বাজ পরিচালিত শাহিদ কাপুরের নাম না-হওয়া ছবির মুক্তি পিছোতে পারে বলা হচ্ছিল, কারণ এটিরও মুক্তির তারিখ ওই একই। তবে প্রযোজক সাজিদ নাডিয়াডওয়ালা প্রথম ওই তারিখ 'বুক' করেছিলেন তাঁর ছবির মুক্তির জন্য এবং তিনি সিদ্ধান্ত বদলাবেন না।

১০২ কোটির ব্যবসা

সাইয়ারা প্রথম চারদিনে ১০৮ কোটি টাকার ব্যবসা করল ভারতে। ছবির বিশ্বজুড়ে ব্যবসার পরিমাণ ১৫১ কোটি। এর ফলে আশিকি ২-এর ১১০ কোটি, এবং অক্ষয় কুমারের কেসরি চ্যাপ্টার ২ এবং স্কাই ফোর্স-এর যথাক্রমে ১৪৪ কোটি ও ১৪৬ কোটির ব্যবসাকে হারিয়ে দিল এই ছবি। অ্যানিম্যাল-এর যুগে ৫০ কোটি বাজেটের সাইয়ারা জোর দৌড়োচ্ছে।

বেসিক লাইফ সাপোর্ট নিয়ে পুলিশকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক লাইফ সাপোর্ট নিয়ে কর্মশালা

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুলাই : আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন রাস্তায় পথ দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দুর্ঘটনাগ্রস্তদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। তবে কিছুকিছু ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতি হয় যে চিকিৎসা শুরু করতে দেরি হয়ে গেলে আহত ব্যক্তিকে আর বাঁচানো যায় না। তাই আহতদের কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া প্রয়োজন তা শেখাতে পুলিশদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হল। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার পুলিশ লাইনে 'বেসিক লাইফ সাপোর্ট' শীর্ষক এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। ফালাকাটা মথুরানাথ নার্সিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে বেসিক লাইফ সাপোর্ট নিয়ে পুলিশকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

আলিপুরদুয়ারের এসপি ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'আমরা প্রয়োজনের সময় যাতে জখমদের সাহায্য করতে পারি তার জন্যই এই প্রশিক্ষণ নিয়েছি। এদিনের প্রশিক্ষণ আমাদের কাজে লাগবে।' ফালাকাটার সেই নার্সিং প্রশিক্ষণকেন্দ্রের চেয়ারম্যান মান্না চৌধুরী বলেন, 'রাস্তায় বিভিন্ন সময় নানা দুর্ঘটনা ঘটে। তাতে পুলিশ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। তবে আহতদের বেসিক লাইফ সাপোর্ট কীভাবে দেওয়া হয় তা অনেকেরই জানা থাকে না। এদিন তাই পুলিশকর্মী ও আধিকারিকদের এবিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এদিন প্রায় ২০০ জনকে আমাদের ইনস্টিটিউটের তরফে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।'

আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেসিক লাইফ সাপোর্ট প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হল, পথ দুর্ঘটনার মতো পরিস্থিতিতে পুলিশকর্মীরা যাতে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে পারেন। এছাড়াও জরুরি অবস্থায় রক্তক্ষরণ, মেরুদণ্ডের আঘাত এবং সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতদের নিরাপদে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য এদিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণে সিআইআই (উত্তরবঙ্গ জোন) সহযোগিতা করেছে। জেলার প্রায় ২০০ জন পুলিশকর্মী ও আধিকারিক এতে অংশ নিয়েছেন। ট্রাফিক পুলিশের ডিএসপি, বিভিন্ন থানার আইসি, ওসিরাও প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

কড়াকড়ি

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুলাই : বিভিন্ন সময় নানা ইস্যুতে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্দোলনও করা হয়েছে। এই ঘটনায় হাসপাতালে বিভিন্ন সময় রোগীদের হয়রানি হয়েছে বলে বক্তব্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। এই সমস্যা এড়াতে হাসপাতালের ভিতরে রোগীর পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্য কাউকে বিশেষ কারণ ছাড়া ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে

আমরা যেন ক্যারমবোর্ডের ঘুঁটি

ওভারব্রিজ আর ডলোমাইট ইস্যুতে তৃণমূল আর বিজেপি খেলছে। ঠিক যেন ক্যারমবোর্ড। আর বীরপাড়ার বাসিন্দারা যেন ক্যারমবোর্ডের লাল ঘুঁটি। ওতেই সবার টার্গেট। ওই দুটি সমস্যা মেটাতে তৃণমূল আর বিজেপির যে আন্তরিকতা নেই তা কয়েক বছরে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কলম ধরলেন বীরপাড়ার ব্যবসায়ী **তরুণ গুহ নিয়োগী**

খোলা জানালা

বারবার একই দৃশ্যের সাক্ষী হতে হচ্ছে! ঘটনাস্থল সেই লেভেল ক্রসিংটা! অ্যাম্বুল্যান্স আটকে পড়ছে। অ্যাম্বুল্যান্সে ছটফট করতে করতে মারা যাচ্ছেন রোগী। পরমাণু শক্তিধর এবং অর্থনীতিতে অনেকটাই এগিয়ে যাওয়া একটা দেশে এটা ভয়ংকর দৃশ্য। কিন্তু আমাদের চোখে দৃশ্যটা গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। আমরা বীরপাড়াবাসী। এমনটা নয় যে আমরা চোখমুখ বুজে সইতে পারি সবকিছু। আসলে আমাদের মন ভেঙে গিয়েছে। আস্থাটাই আর নেই। প্রায় ১০ বছর ধরেই আমরা দাবি জানিয়ে আসছি, লেভেল ক্রসিংটায় একটা ওভারব্রিজ তৈরি করা হোক। বিনিময়ে দশ বছর ধরে পাচ্ছি শুকনো প্রতিশ্রুতি। ভোট এলেই প্রতিশ্রুতির বান ডাকে। ভোট পেরিয়ে গেলে আমাদের হাতে থাকে পেন্সিল।

ডলোমাইটের দূষণে জেরবার আমরা। ঘরে ঘরে ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ। আচ্ছা, কোনও সভ্য দেশে লোকালয়ে এভাবে বছরের পর বছর ডলোমাইটের কারবার চলে? রেলমন্ত্রক আবার আমাদের ললিপপ দেখাচ্ছে। দলগাঁও রেলস্টেশন চত্বরে ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং চলে। বীরপাড়ার বাতাসে ভাসতে থাকে ডলোমাইটের গুঁড়ো। আর দলগাঁও রেলস্টেশন চত্বরে ডলোমাইট দূষণ রোধে অ্যাগ্রো জাল লাগিয়েছে রেলমন্ত্রক। আমরা যেন দুগ্ধপোষ্য শিশু!

কিছুদিন আগে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার নির্লিপ্তভাবে বলে দিলেন, বীরপাড়ায় ডলোমাইটের দূষণ নেই। আসলে জেনারেল ম্যানেজার দূষণ দেখবেন কী করে? ডলোমাইট ঘিরে তো টাকা ওড়ে! কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে রেল। গত বছরের নভেম্বর মাস থেকে দিনেরবেলা বীরপাড়ায় ভারী যান চলাচল বন্ধ করা হল। উদ্দেশ্য, যানজট আর ডলোমাইট দূষণ নিয়ন্ত্রণ। এতে হয়তো দিনেরবেলা যানজট কিছুটা কমেছে। কিন্তু দূষণ বিন্দুমাত্র কমেনি।

ডলোমাইট আর ওভারব্রিজ নিয়ে

বীরপাড়ার 'বিখ্যাত' যানজট ও বাস টার্মিনাস।

নানা কথা নেতা, জনপ্রতিনিধিদের মুখে। ওভারব্রিজ তৈরিতে নাকি সমীক্ষা হয়ে গিয়েছে। বারবার একথা শোনা যাচ্ছে নেতাদের মুখে। খবরের কাগজে এ নিয়ে খবরও প্রকাশিত হচ্ছে। অথচ ওভারব্রিজের দেখা নেই। একটা অদ্ভুত নরকযন্ত্রণায় ছটফট করছি আমরা। সকাল সাড়ে ন'টা থেকে স্কুল, কলেজ পড়ুয়া অফিসযাত্রীদের ছোটাছুটি। আর

> ডলোমাইট আর ওভারব্রিজ নিয়ে নানা কথা নেতা, জনপ্রতিনিধিদের মুখে। ওভারব্রিজ তৈরিতে নাকি সমীক্ষা হয়ে গিয়েছে। বারবার একথা শোনা যাচ্ছে নেতাদের মুখে। অথচ ওভারব্রিজের দেখা নেই।

প্রায় প্রতিদিনই ওই সময়টাতেই ডলোমাইট তুলতে মালগাড়ি ঢোকে দলগাঁও রেলস্টেশনে। মালগাড়ির দীর্ঘক্ষণ লাগে লেভেল ক্রসিং পার হতে। মাঝে মাঝে লেভেল ক্রসিংয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে মালগাড়ি। দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়ির নীচ দিয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে রেললাইন পারাপার করেন সাধারণ মানুষ।

শোনা গিয়েছিল, ওভারব্রিজ তৈরিতে রাস্তার পাশের অনেকগুলি দোকান ভাঙা হবে। সমীক্ষা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে বিন্দুমাত্র কাজ হয়নি। হরিপুরে ডলোমাইট ডাম্পিং প্রকল্পটি সরানোর কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালে। অথচ কাজ শেষ হয়নি আজও। আমাদের সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলছেন, হরিপুরে রাজ্য সরকার জমি দেয়নি। তাই প্রকল্পটি সরিয়ে নেওয়া যায়নি। আবার বীরপাড়ায় ওভারব্রিজ তৈরিতে কতগুলি বাড়ি, দোকানপাট ভাঙতে হবে সেই তালিকা নাকি রাজ্য সরকারকেই তৈরি করতে হবে, বলছেন সাংসদ। অথচ রাজ্য সরকার নাকি এখনও তালিকা দেয়নি। তাই কাজ হচ্ছে না। গত বছরের উপনির্বাচনের মুখে শুনেছিলাম, তিন মাসের মধ্যে ওভারব্রিজ তৈরির কাজ শুরু হবে। কিন্তু ৮ মাস পরও ওভারব্রিজ তৈরির কাজের কোনও লক্ষণ নেই।

কিছুদিন আগে বীরপাড়ায় ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং বন্ধ করতে ২৪ ঘণ্টা ধর্মঘট করেছিলাম। লাভ হয়নি। প্রকল্পটি আদৌ সরানো হবে কি না তা নিয়ে আমাদের অনেকেরই সন্দেহ রয়েছে। হয়তো সুস্থভাবে বাঁচতে হলে বীরপাড়া ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করতে হবে। ইতিমধ্যেই অনেকে বীরপাড়া ছেড়েছেন। একদিকে ডলোমাইটের দূষণ। আরেকদিকে লেভেল ক্রসিংয়ে ভয়ংকর যানজট। দুইয়ের চাপে হাঁসফাঁস করছি আমরা। তবে আমরা অভিভাবকহীন। মুক্তির আশাটা তাই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। গোদের ওপর বিষফোড়া হয়েছে লোডশেডিং। এমন কোনও রাত নেই যে লোডশেডিং হয় না বীরপাড়ায়। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের মুখে নানা অজুহাত! অথচ নির্দিষ্ট তারিখে মোটা অঙ্কের টাকা বিল হিসেবে দিতে হচ্ছে। কয়েক বছর আগেও কিন্তু বীরপাড়ায় ওই সমস্যা ছিল না। দিনভর পরিশ্রম করে রাতে একটু শান্তিতে ঘুমোনোর উপায় নেই লোডশেডিংয়ের সৌজন্যে। তবে আমরা চুপ করে রয়েছি। এভাবেই বেশ আছি আমরা।

ফালাকাটায় সাধারণ বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ

গুদামে অভিযান নেই

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২২ জুলাই : গত শনিবার রাতে ফালাকাটা শহরে ভেজাল নুনের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ। তাতে শহরের এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। ঘটনার পর ৭২ ঘণ্টা কেটে গেলেও কিন্তু রাজেশ আগরওয়াল নামের সেই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

শহরের ব্যবসায়ী মহল বলছে, এমনটা কিন্তু নতুন নয়। শহরে বিভিন্ন ধরনের অবৈধ কারবারের অভিযোগ উঠলেও কখনোই নাকি কোনও বড় ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এমনকি ২০২৪ সালে যখন ভেজাল প্রসাধনী সামগ্রী নিয়ে ফালাকাটা শহরে অভিযান চালানো হয়েছিল, তখনও টার্গেট করা হয়েছিল ছোট দোকানগুলিকেই। বড় ব্যবসায়ী, সেসব সামগ্রীর মজুতদারদের বিরুদ্ধে সেবারও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এবারে ভেজাল নুনের ক্ষেত্রে অবশ্য গুদামে অভিযান হয়েছে, তবে তা নাকি ব্যতিক্রমী ঘটনা। বলছেন নাগরিকরা।

ফালাকাটার একটি মুদির দোকানের মালিক আশিস সাহা বলেন, 'আমরা আটা, ময়দা, সুজি সহ যাবতীয় সবকিছুই মহাজনদের ঘর থেকে নিয়ে আসি। কোনও খাবার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে কি না, কোনও সামগ্রী ভেজাল কি না, সেটা দেখাও হয় না। এসব নিয়ে তো প্রশাসনের উচিত মহাজনদের গুদামে গিয়ে দেখা।'

শনিবার রাতে ফালাকাটার গুদামে হানা দিয়েছিল পুলিশ ও

ক্ষোভের কারণ

- ভেজাল প্রসাধনী নিয়ে অভিযান হয়েছে ফালাকাটার ছোট দোকানগুলিতে
- নামী সংস্থার নকল মোড়ক লাগিয়ে বিক্রি হত ভুয়ো প্রসাধনী সামগ্রী
- তবে সেবার কিন্তু কোনও বড় ব্যবসায়ীদের গুদামে অভিযান হয়নি
- মহাজনদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া বা গোডাউন সিল করে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেনি

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নুনের বস্তা।

একটি বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থা। অভিযানে বিপুল পরিমাণ ভেজাল নুন বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবে ভেজাল নুনের বিরুদ্ধে ফালাকাটায় যে এই প্রথম অভিযান হল, তা কিন্তু নয়। পুলিশ জানিয়েছে, ২০২২ সালেও এমন অভিযান করা হয়েছিল। আবার গত বছরে ফালাকাটার বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী বিক্রির দোকানেও হানা দিয়েছিল পুলিশ ও নামী একটি কোম্পানির লোকজন। সেবার দেখা গিয়েছিল নামী সংস্থার নকল মোড়ক লাগিয়ে বিক্রি হচ্ছে ভুয়ো প্রসাধনী সামগ্রী। তবে সেবার কিন্তু কোনও বড় ব্যবসায়ীদের গুদামে অভিযান হয়নি। মহাজনদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া বা গোডাউন সিল করে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেনি। তাই নাগরিক থেকে খুচরো বিক্রেতারা প্রশাসনের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

ফালাকাটায় লবণ, আটা, ডাল, ভোজ্য তেল সহ বিভিন্ন খাদ্য এবং দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের অসংখ্য গুদাম রয়েছে। অভিযোগ, সেগুলির মধ্যে একাধিক গুদামের মালিকের কাছেই খাদ্য দপ্তরের কোনও লাইসেন্স নেই। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে সব খাদ্যসামগ্রী ও নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র রাখা হয়। শনিবার যে লবণগুলি উদ্ধার হয়েছিল সেগুলিও রাখা ছিল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। স্যাঁতসেঁতে গুদামে। ফালাকাটার একাধিক গুদাম থেকেই কখনও নুন, কখনও প্রসাধনীর মতো নানা সামগ্রী ছড়িয়ে পড়ছে বলে খোদ খুচরো বিক্রেতারাই অভিযোগ করেছেন।

ফালাকাটার এক মহাজনও বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে বলেন, 'প্রশাসন খুচরো বিক্রেতাদের ওপরই বেশি নজর দেয়। তাছাড়া আমরা জিএসটি সহ সব ধরনের ট্যাক্স সরকারকে দিই। সরকারেরও উচিত আমাদের নিরাপদে রাখা।'

যদিও সূত্র বলছে, মহাজনদের সঙ্গে প্রশাসনের আধিকারিকদের একটা যোগসূত্র থাকেই। তাছাড়া মহজনদের সঙ্গে স্থানীয় শাসকদলের নেতাদের ঘনিষ্ঠতাও থাকে। তাই প্রশাসন অভিযান করলেও নেতাদের চাপে মহাজনদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয় না।

বিষয়টি নিয়ে নাগরিকরা সরব হয়েছেন। ফালাকাটা নাগরিক মঞ্চের আহ্বায়ক বাপন গোপ বলেন, 'ভেজাল সামগ্রীর আখড়া হচ্ছে গুদামগুলি। সেখান থেকেই খুচরো বিক্রেতারা সামগ্রী কিনে বিক্রি করেন। অথচ দোষ হয় তাঁদের। তাই প্রশাসনের উচিত ভেজাল আটকাতে গুদামগুলিতেই আগে অভিযান করা।'

খালি ভেজাল সামগ্রী নিয়ে অভিযান নয়, ফালাকাটায় মাঝেমধ্যে জেলা প্রশাসনের খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরও অভিযান করে। কিন্তু প্রশাসন শুধুমাত্র খুচরো বিক্রেতাদের দোকানেই অভিযান করে। তাঁরা কোথা থেকে সেসব সামগ্রী কিনছেন, বিক্রেতাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সেইসব মহাজনদের নাম পেলেও এখনও পর্যন্ত কোনও বড় ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'পুরসভায় ফুড সেফটি অফিসার নেই। তাই ভেজাল খাদ্যের বিরুদ্ধে আমরা অভিযান করতে পারছি না। তবে মাঝেমধ্যেই আমরা বিক্রেতাদের সতর্ক করি।'

আটক ৪ তরুণ

কামাখ্যাগুড়ি, ২২ জুলাই : সোমবার রাতে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ চার তরুণকে আটক করেছে। কামাখ্যাগুড়ি বাংলো চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় এক মন্দির চত্বরে ওই ৪ তরুণ ঘোরাঘুরি করছিলেন। রাত বারোটা নাগাদ তাঁদের উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখে এলাকায় টহলরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের সন্দেহ হয়। এরপর তাঁরা বিষয়টি কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে জানান। পরে ওই চার তরুণকে পুলিশ আটক করে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়ে ওই চার তরুণ জানান, তাঁরা চকচকা এলাকায় একটি মেলায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে তাঁরা ওই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের বাড়ি কোচবিহার জেলার বক্সিরহাট থানা এলাকায়। তবে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁদের জবাবে সন্তুষ্ট হয়নি কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। তাঁদের তরফে ওই চার তরুণের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। মঙ্গলবার সকালে ওই চার তরুণের বাড়ির লোকজন কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে এসে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর ওই চারজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে পুলিশের তরফে তাঁদের সতর্ক করা হয়েছে। তাঁদের বাড়ির লোকজনও এব্যাপারে নিশ্চিত করেছেন।

এবিষয়ে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল বলেন, 'ওই চারজন সোমবার রাতে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করায় কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের সন্দেহ হয়। তারপর তাঁদের আটক করা হয়। মঙ্গলবার তাঁদের পরিবারকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। আর ওই চার তরুণকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, যেন এভাবে রাতবিরেতে ঘোরাফেরা না করেন।'

লিঙ্গরাজ মন্দিরে যেতে গেলে এই ভাঙাচোরা রাস্তাই ভরসা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

পুণ্যার্থীদের বাধা বেহাল রাস্তা

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুলাই : শ্রাবণ মাস এলেই আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিবেকানন্দ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের লিঙ্গরাজ মন্দির সংলগ্ন এলাকা যেন মেতে ওঠে ভক্তিময় পরিবেশে। প্রতিটি সোমবারে ভোরের আলো ফোটার আগেই শুরু হয় মানুষের ঢল। কারও হাতে পিতলের কলসি, কারও কাঁধে গঙ্গাজল, কেউ বা দণ্ডি কেটে এগিয়ে চলেছেন বহু কিলোমিটার পথ পেরিয়ে। এই চেনা দৃশ্য দেখা যায় প্রতি বছরই। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে এক অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতা যেন ঠিক একইভাবে ফিরে আসে। মন্দিরের সামনে থাকা তিন কিলোমিটার দীর্ঘ এক ভাঙাচোরা রাস্তা, যা এখনও পর্যন্ত সংস্কারের মুখ দেখেনি।

রাস্তার এই হতশ্রী দশার কথা স্বীকার করে নিয়ে বিবেকানন্দ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মণিকা পণ্ডিত বলেন, 'এই রাস্তাটি অন্তত সাত-আট বছর ধরে সংস্কারের বাইরে রয়েছে। আমি বারবার জেলা পরিষদে এবিষয়ে লিখিতভাবে জানিয়েছি। কিছু মাস আগে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈবকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন কাজ হবে। কিন্তু কবে থেকে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।'

এই রাস্তাটি পানিয়ালগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। এই রাস্তাটির বেশিরভাগ অংশই পড়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। বর্ষায় রাস্তার অবস্থা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। জায়গায় জায়গায় বড় বড় গর্তে জমে যায় জল। কাদা জমে থাকে দিনের পর দিন। কোথাও আবার হঠাৎই রাস্তা বসে গিয়ে তৈরি হয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ খানাখন্দ।

সমস্যা কোথায়

- আলিপুরদুয়ার জংশন সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত এই লিঙ্গরাজ মন্দিরটি প্রায় পাঁচ বছর আগে তৈরি হয়
- সেই সময় থেকেই মন্দিরটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে শিবভক্তদের কাছে
- জেলার বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়িয়ে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এমনকি অসম থেকেও প্রচুর ভক্ত শ্রাবণ মাসে এখানে আসেন
- মন্দিরে যাওয়ার রাস্তাটি বর্ষায় ভয়াবহ হয়ে ওঠে, জায়গায় জায়গায় বড় বড় গর্তে জমে যায় জল
- প্রশাসন রাস্তাটির সংস্কার নিয়ে গড়িমসি করছে বলে অভিযোগ

আলিপুরদুয়ার জংশন সংলগ্ন এলাকার এই লিঙ্গরাজ মন্দিরটি প্রায় পাঁচ বছর আগে তৈরি হয়। সেই সময় থেকে মন্দিরটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে শিবভক্তদের কাছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়িয়ে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এমনকি অসম থেকেও প্রচুর ভক্ত শ্রাবণ মাসে এখানে আসেন পুজো দিতে। শ্রাবণের সোমবারগুলোতে ভিড়ের পরিমাণ পৌঁছায় কয়েক লক্ষে। অথচ এই তীর্থস্থানের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী রাস্তার বেহাল দশা যেন সেই ভক্তির পথেই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত বছর দণ্ডি কেটে মন্দিরে এসেছিলেন কোচবিহারের সুভাষ রায়। সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'শ্রাবণের সোমবারে ভোরবেলা রওনা দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এটা ভক্তির পরীক্ষা। কিন্তু এখানে এসে মনে হল শরীরের সহ্যশক্তিরই বড় পরীক্ষা নিচ্ছেন শিবঠাকুর। কাদায় পিছলে হাত-পা ছুলে গিয়েছিল।'

অসমের ধুবড়ি থেকে আসা এক তরুণী স্নেহা পালও লিঙ্গরাজ মন্দিরে পুজো দিতে আসার কথা বলতেই বেহাল রাস্তার কথাই বললেন। তাঁর কথায়, 'শ্রাবণে শিবঠাকুরের কাছে মানত থাকে, তাই প্রতিবছর আসি। কিন্তু রাস্তার যা অবস্থা, মনে হয় ভগবানের কাছে পৌঁছাতে যেন যুদ্ধ করতে হচ্ছে।'

এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, সমস্যাটা শুধু দর্শনার্থীদের জন্যই নয়। বর্ষার অ্যাম্বুল্যান্স থেকে শুরু করে স্কুলের গাড়িও রাস্তায় আটকে পড়ে। বাইক নিয়ে চলাচল তো রীতিমতো বিপজ্জনক।

> এই রাস্তাটি অন্তত সাত-আট বছর ধরে সংস্কারের বাইরে রয়েছে। আমি বারবার জেলা পরিষদে এবিষয়ে লিখিতভাবে জানিয়েছি। কিছু মাস আগে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈবকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন কাজ হবে। কিন্তু কবে থেকে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
>
> **মণিকা পণ্ডিত**, *প্রধান, বিবেকানন্দ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত*

বদনাম করার চক্রান্তের অভিযোগ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুলাই : গত ১৩ জুলাই আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক রোগীকে নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল। রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল, সিজার করার সময় ওই রোগীর মূত্রনালি কাটা হয়। হইচই হওয়ার পর হাসপাতালে থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দিয়ে ওই রোগীর চিকিৎসা করা হয়। মঙ্গলবার ওই রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হল। এদিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে সাংবাদিক সম্মেলন করে রোগীর স্বাস্থ্য নিয়ে তথ্য দেওয়া হয়। আপাতত ওই রোগী সুস্থ রয়েছেন বলেই দাবি করা হচ্ছে। তবে রোগী বাড়ি চলে গেলেও তাঁর উপর নজর রাখা হবে। আর তখন হাসপাতালের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে ওই হইচইয়ের পিছনে চক্রান্ত ছিল বলে দাবি করা হয়েছে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে।

এদিন জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল বলেন, 'ওই ঘটনা যেদিন হয় সেদিনই আমরা বলেছিলাম রোগী সুস্থ হয় যাবে। সিজার করার সময় ওই রোগীর জরায়ু ও মূত্রনালি এমন অবস্থায় ছিল যে, মূত্রনালি না কাটলে সিজার করা যেত না। সে কারণেই মা ও বাচ্চার স্বাস্থ্যের কথা ভেবে ওটা করতে হয়।' সুপার আবার জানান, সিজারের সময় যে চিকিৎসকরা ছিলেন, তাঁরা রোগীর পরিবারকে বিষয়টি ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারেননি। সেজন্যই রোগীর পরিবার প্রথমদিকে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কেউ হাসপাতালের বদনাম করার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ করেন সুপার।

হাসপাতালে সূত্রে জানা গেল, আলপনা বর্মন বিশ্বাস নামে কোচবিহার জেলার রামপুরের বাসিন্দা ওই রোগীর সিজার হয় গত ৮ জুলাই। এরপর থেকে ওই রোগী মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ইউনিটে ছিলেন। কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় গত ১৩ তারিখ ওই রোগীকে সিসিইউতে পাঠানো হয়। পরে ওই রোগী সুস্থ হওয়ায় আবার তাঁকে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ইউনিটে নিয়ে আসা হয়েছে। এদিন ওই রোগীর স্বামী তাপস বিশ্বাস বলেন, 'মূত্রলানি কাটার কথাটা জানার পর ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সেজন্য হাসপাতাল থেকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। তবে পরে চিকিৎসকরা আশ্বাস দেওয়ায় হাসপাতালেই রাখি রোগীকে। এখন তো বাচ্চা ও মা দুজনেই ভালো রয়েছে।'

মূত্রনালি কাটা নিয়ে বিতর্ক

সুস্থ হওয়ার পর জেলা হাসপাতালে আলপনা বর্মন বিশ্বাস।

অন্যদিকে, রোগী এখন সুস্থ থাকলেও ক্যাথেটার না খোলায় এখনও চিন্তায় রোগীর পরিবার। এদিন আলপনার দিদি পার্বতী বর্মন বলেন, 'হাসপাতাল থেকে তো ক্যাথেটার খুলে দেওয়া হল না। এটার জন্য পরে সমস্যা হতে পারে কি না, সেটা ভেবে চিন্তা হচ্ছে। হাসপাতালে আবার ৯ অগাস্ট আসতে বলেছে। ওইদিনই নাকি সেটা খুলে দেওয়া হবে।'

চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, ওই রোগীর মূত্রনালি এখনও পুরোপুরি ঠিক হয়নি। আরও কয়েকদিন সময় লাগবে। সে কারণেই ক্যাথেটার রয়েছে। তবে অন্য সমস্যা নেই।

সমকামী পড়ুয়াকে হেনস্তা, বিতর্ক

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : নেল এক্সটেনশন করিয়েছিল এক পড়ুয়া। তাকে ডেকে হেনস্তার অভিযোগ উঠল বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনার পরই এলজিবিটিকিউ অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারস্থ হয় সে। তার কাছে পুরো ঘটনা শুনে সংগঠনের প্রতিনিধিরা মঙ্গলবার প্রধান শিক্ষক বিপ্লব সরকারের সঙ্গে দেখা করেন।

নবম শ্রেণির ওই পড়ুয়ার নেল এক্সটেনশন নজরে আসতেই স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক প্রধান শিক্ষককে বিষয়টি বলেন। তারপরই তাকে ডেকে পাঠান বিপ্লব। অভিযোগ, তিনি ওই পড়ুয়াকে স্কুল থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন। পাশাপাশি এ-ও নাকি বলা হয়, তার জন্য বিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, পড়ুয়ার সাজের জন্য তাকে ডেকে সতর্ক করা হয়েছে মাত্র।

বিপ্লবের বক্তব্য, 'এলজিবিটিকিউ কমিউনিটির একজন যে এখানে পড়ছে, সেটা আমাদের জানা ছিল না। কয়েকমাস আগে শিক্ষকদের সন্দেহ হয়েছিল, ছেলেটির সাজপোশাক দেখে। লম্বা নখ, ঠোঁটে লিপস্টিক আর গালে ব্লাশার লাগিয়ে প্রায়ই আসত সে। ও নবম শ্রেণিতে পড়ে।'

একাধিকবার নাকি সতর্ক করা হয়েছিল পড়ুয়াটিকে। এর পরেও তার সাজে বদল না আসায় প্রধান শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বাকিরা। সেইমতো সোমবার ছেলেটিকে ডেকে প্রধান শিক্ষক সতর্ক করতেই সে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। এলজিবিটিকিউ অ্যাসোসিয়েশনের দার্জিলিং জেলার গ্রুপ লিডার রাহুল বসুর কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলে।

কেন ছেলেটির সঙ্গে প্রধান শিক্ষক এমন আচরণ করলেন, তা জানতে চান রাহুল। তাঁর কথায়, 'ছেলেটি সমকামী, তাই তার সাজগোজে তেমন ছোঁয়া থাকবে। প্রধান শিক্ষক এব্যাপারে ওই পড়ুয়াকে বোঝানোর বদলে উলটে কড়া ধমক দিয়েছেন। ফলে সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে।'

রাহুলের অভিযোগ, স্কুলের কয়েকজন পড়ুয়া ছেলেটিকে দেখে কুইঙ্গিত এবং বাজে মন্তব্য করে। তবুও এতদিন স্কুল কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ করেনি। একজন সমকামীর সঙ্গে যদি দুর্ব্যবহার করা হয়, তবে তো সে স্কুলে আসতেই চাইবে না।

ওই পড়ুয়া পঞ্চম শ্রেণি থেকে বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠে পড়াশোনা করছে। পরিবারের তরফে এই সংক্রান্ত কিছু জানানো হয়নি বিদ্যালয়কে। অষ্টম শ্রেণির পর দু'বছর ছেদ পড়েছিল লেখাপড়ায়। চলতি বছর ফের এসে সে নবমে ভর্তি হয়। প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য, 'ছেলেটি সমকামী, সেটা আমরা জানতাম না। আমাদের স্কুলের কিছু নিয়মকানুন রয়েছে, যা সবাইকে মেনে চলতে হয়। তাই এভাবে সেজে আসা যাবে না এখানে।'

তাঁর আশ্বাস, 'আমরা সবকিছু জানার পর তাকে বলেছি, কেউ বাজে মন্তব্য করলে আমাদের জানাতে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এলজিবিটিকিউ অ্যাসোসিয়েশনের তরফে দাবি করা হয়েছে, যেন ওই কমিউনিটি সম্পর্কে বিদ্যালয়ের বাকি পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে উদ্যোগী হয় কর্তৃপক্ষ।

পর্যটনেও এবার সম্প্রীতির সুর

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২২ জুলাই : জেলার ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক স্থাপত্যগুলিকে নিয়ে সম্প্রীতি পর্যটন চালুর উদ্যোগ নিল জেলা প্রশাসন। আগামী সপ্তাহ থেকেই সেই সম্প্রীতি পর্যটন চালু করা হবে বলে জেলা শাসক শামা পারভিন জানান। এব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে ইতিমধ্যে ১ মিনিট ২৭ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ক্যাপসুল বানিয়ে প্রচার শুরু করেছে প্রশাসন। সেই ভিডিওতে মন্দির, মসজিদ, গির্জা, বৌদ্ধ গুম্ফাগুলিকে রাখা হয়েছে। খুব শীঘ্রই সম্প্রীতি পর্যটন পরিষেবা সংক্রান্ত দ্বিতীয় ভিডিওটি প্রকাশ্যে আনা হবে।

গত জুন মাসে পর্যটন ব্যবসায়ী, বন দপ্তর, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসনের পর্যটন বিভাগ সহ এনবিএসটিসি-কে নিয়ে বৈঠক করেছিল জেলা প্রশাসন। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, 'সর্বদর্শন সম্প্রীতি' নামে পর্যটন পরিষেবা ২৭ জুন থেকে চালু করা হবে। কিন্তু তা হয়নি। গত ২৬ জুন জেলা প্রশাসনের পর্যটন বিভাগ থেকে সেই পরিষেবা চালু করার বিষয়টি স্থগিত করে দেওয়া হয়।

জেলা শাসক বলেন, 'ঐতিহাসিক স্থানের পাশাপাশি ধর্মীয় জায়গাগুলিকে সম্প্রীতি পর্যটনের মধ্যে রাখা হয়েছে। বাসে করে একদিনে ভ্রমণ করানো হবে। খাওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে। খরচ সকলের সাধ্যের মধ্যেই থাকবে।'

সাতসকালে এনবিএসটিসি'র বাসে যাত্রা শুরু হবে শহর থেকে। শহরের মধ্যে থাকা যোগমায়া কালীবাড়ি, সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেল চার্চ, রাজবাড়ি ঘুরে, গোশালার দেবী চৌধুরানি মন্দিরে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া হবে। সেদিনই ময়নাগুড়ির জটিলেশ্বর, জল্পেশ, বটেশ্বর মন্দির ঘুরিয়ে তিনবিঘা করিডর ভ্রমণ করানোর পর মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ির মাঝে তিস্তার উপর জয়ী সেতু দিয়ে হলদিবাড়ি হয়ে দক্ষিণ বেরুবাড়ির সাতকুড়ার ত্রিস্রোতা মহাপীঠে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর জলপাইগুড়ি ফেরার পথে মালকানির ঢোলোগ্রামের মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হবে। সবশেষে শহরের মধ্যে থাকা কালু সাহেবের মাজার ঘুরিয়ে সম্প্রীতি পর্যটন শেষ করা হবে।

হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। জলপাইগুড়ি নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাবের কোঅর্ডিনেটর ভাস্কর দাস মনে করছেন, এই ধরনের ধর্মীয় পর্যটনে বয়স্ক ব্যক্তিরা বেশি করে আগ্রহী হবেন। আর জলপাইগুড়ি ট্যুর অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা সব্যসাচী রায় বলেন, 'আমরাও চাই প্রশাসনিক সহযোগিতায় আমাদের নিজস্ব প্যাকেজে এই সম্প্রীতি পর্যটন চালু করতে।'

ময়নাগুড়ির বিখ্যাত জল্পেশ মন্দির।

কী কী সুযোগ

- আগামী সপ্তাহ থেকে সম্প্রীতি পর্যটন চালু করা হবে
- ঐতিহাসিক স্থানের পাশাপাশি ধর্মীয় জায়গাগুলিকে সম্প্রীতি পর্যটনের মধ্যে রাখা হয়েছে
- বাসে করে একদিনে ভ্রমণ করানো হবে
- খাবারের ব্যবস্থাও থাকবে

স্বেচ্ছায় ইস্তফা না বাধ্য হয়ে...

প্রথম পাতার পর

ধনকরকে তাঁরা কিছু জানাননি। মনে হচ্ছে, দুপুর একটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে গুরুতর কিছু ঘটেছিল।'

ধনকরের সঙ্গে মোদি সরকারের সংঘাত তৈরি হয়েছিল বলে আলোচনা চলছে। সংঘাতের অনেকগুলি কারণের মধ্যে চর্চায় উঠে আসছে, বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে নিয়মিত সংঘাত। তামিলনাড়ুর একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিল পাশে রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির সময় সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়াকে মানতে পারেননি তিনি। প্রকাশ্যেই সমালোচনা করেছিলেন ওই রায়ের। সদ্য প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি প্রায়ই দাবি করতেন, সংসদই হল সর্বোচ্চ।

এতে আইনসভার সঙ্গে বিচার ব্যবস্থার সংঘাত তৈরি হচ্ছিল বলে মনে করছিল বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। ধনকরকে সেই বার্তা দিলেও নিজের অবস্থানে তিনি অনড় থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্যের সূচনা হয় বলে জল্পনা আছে। দ্বিতীয়ত, দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার বিরুদ্ধে সংসদে ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া নিয়ে আপত্তি ছিল প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতির।

সোমবার সাংসদদের সই করা ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব জমা পড়ার পর তাঁর 'অতিসক্রিয়তা' সংঘাতের আরেক কারণ বলে সংসদের অলিন্দে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে। তিনি ওই প্রক্রিয়ার পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তোলায় জলঘোলা হয়। সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য অবশ্য মনে করেন, আরএসএসের অঙ্গুলিহেলনে পদত্যাগ করেছেন ধনকর।

তবে রাজ্যসভায় বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের সংযত প্রতিক্রিয়া হল, ধনকরের পদত্যাগ নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। মঙ্গলবার ধনকর ছিলেন দিল্লির সরকারি বাসভবনেই। সরকারের কোনও প্রতিনিধি বা শাসকদলের কোনও নেতা, এমনকি রাজ্যসভার সচিবালয়ের কোনও আধিকারিকের তাঁর সঙ্গে দেখা না করা নিয়েও সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

এছাড়া রবিবার ধনকরের বাসভবনে দুই আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং সঞ্জয় সিংয়ের উপস্থিতির খবরে বিজেপির একাংশ অসন্তুষ্ট বলে কানাঘুষো চলছে। তারপর সোমবার দুপুরে বিজেপির সংসদীয় দপ্তরে দলের রাজ্যসভার সাংসদদের সাদা কাগজে সই সংগ্রহ করতে দেখে প্রথমে ভাবা হয়েছিল ওটা বোধহয় বিচারপতি ভার্মার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে সই সংগ্রহ চলছে। কিন্তু পরে জানা যায়, বিষয়টি 'গোপনীয়'। মনে করা হচ্ছে, তারপরই ধনকরের কাছে পৌঁছে যায় 'সরে দাঁড়ানোর বার্তা।' কারণ যাই হোক, তাঁকে বিদায় জানিয়েই ফেলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

শালুক ফুলে ভরে গিয়েছে জলাশয়। ভেলাকোপা ১৬ নম্বর রাজ্য সড়কে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

নোটিশ

প্রথম পাতার পর

কিন্তু সেখানেও এখনও অবধি কোনওরকম নোটিশ পৌঁছায়নি বলে জানান তিনি। ওই মহিলার স্বামী নিত্য বলেন, 'স্ত্রীর নামে এরকম কোনও নোটিশ কি আসতে পারে, এলে কেন আসবে, সেসব কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এই নোটিশের কথা শুনে হতবাক অঞ্জলিদের প্রতিবেশীরাও। তাঁরাও জানালেন, এই পরিবার গত প্রায় ৩ দশক ধরে এখানেই রয়েছেন। এমনই এক প্রতিবেশী প্রদীপ রায় বলেন, 'এমন কিছু ঘটতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না।'

এদিকে, তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার অসমে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করে ব্যর্থ হয়েছে। সেজন্য বাংলার মানুষকে ভুয়ো নোটিশ পাঠাচ্ছে।' এব্যাপারে জানতে চাইলে বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস ফোন ধরেননি। তবে ফালাকাটার বিধায়ক বিজেপির দীপক বর্মন বলেন, 'অসম সরকারের পাঠানো চিঠি বাড়ির লোকের কাছে যাচ্ছে না। এদিকে, সাংবাদিকদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে!'

অন্যদিকে এদিন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'হরিয়ানা সরকারের তরফ থেকে রাজ্যের বেশ কয়েকজন জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। কয়েকটি নাম জানিয়ে বলা হয়েছে তাঁদের পরিচয় যাচাই করতে। ওরা কি এভাবে বাংলা দখল করতে চাইছে? বেছে বেছে বাংলার মানুষকে সংকটে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে? এখানে কি ভাষা সন্ত্রাস চলছে?' নবান্ন সূত্রে খবর, যে নির্দেশিকা এসেছে, তাতে দেখা গিয়েছে, কোচবিহার, মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনার মতো সীমান্তবর্তী জেলার ৫২ জনের নাম ও ঠিকানা যাচাই করতে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি থেকে নবান্নে চিঠি এসেছে। ওই চিঠির প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের কাছে গিয়েছে। মমতা বলেন, 'কেউ যদি ভাবেন এসব করে বাংলায় দিল্লির মতো ক্ষমতায় আসবেন, তাহলে বলব, শহিদ সমাবেশে রাজপথে জনবিস্ফোরণ দেখেছেন। এবার আপনাদের জবাব দেব।'

৮০০০ কোটি

প্রথম পাতার পর

কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এরপর এই প্রকল্পের কপি পেস্ট করে বিজেপি দাবি করবে, এটা নাকি তাদের প্রকল্প।' তাঁর কথায়, 'সব কাজ হবে অনলাইনে স্বচ্ছতার মাধ্যমে। সর্বোচ্চ ১৮০ দিনের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করা হবে।' তবে দুর্গাপুজোর সময় কাজে ১৫ দিনের বিরতি থাকবে। প্রকল্পটি তত্ত্বাবধানের জন্য রাজ্য স্তরে মুখ্যসচিবকে মাথায় রেখে টাস্ক ফোর্স তৈরি করে দিয়েছেন মমতা। এছাড়া জেলা স্তরেও টাস্ক ফোর্স থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পুজোর আর তিন মাসও বাকি নেই। তাই এখন থেকেই কাজ শুরু করে দেওয়া হবে।'

অগাস্টেই আসতে পারেন অমিত শা

কলকাতা, ২২ জুলাই : প্রধানমন্ত্রীর পর এবার রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। অগাস্টেই আসতে পারেন তিনি। রাজ্যে এসে '২৬-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠকের পাশাপাশি প্রকাশ্য সভাও করতে পারেন শা। সূত্রের খবর সফরের দিনক্ষণ স্থির হলেই রাজ্যে তার কর্মসূচিও চূড়ান্ত করা হবে।

রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর মঙ্গলবারই প্রথম অমিত শা-র সঙ্গে সাক্ষাত করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে সংসদের অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লিতে রয়েছেন তিনি। এর আগে প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে দিল্লি গিয়ে সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষাত হলেও, শা'র সঙ্গে দেখা করার সুযোগ মেলেনি। সেদিক থেকে অমিত শা'র সঙ্গে এটাই রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের প্রথম সাক্ষাত। এদিনের সাক্ষাত নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলেননি শমীক। সূত্রের খবর, ওই সাক্ষাতেই রাজ্য সভাপতি হিসাবে শমীকের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে অগাস্টে রাজ্যে আসার কথা জানিয়েছেন শা। শা'র সফরকে কোনও গুরুত্বই দিতে চায়নি তৃণমূল। তৃণমূলের সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, বিজেপি হল ভোটের পাখি। ভোট এলেই কখনও মোদি, কখনও অমিত শা-রা ডেলি প্যাসেঞ্জারি শুরু করেন। ওদের আসায় রাজ্যের ভোটে কোনও প্রভাব পড়বে না।

এদিনই দিল্লি গিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। রাজ্য সভাপতি নির্বাচন সম্পূর্ণ হওয়ার পর, রাজ্য সভাপতির ক্যাবিনেট তথা রাজ্যের ৫ সাধারণ সম্পাদক, সহ সভাপতি ও মোর্চার নেতৃত্ব বদলের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে দলের সাংগঠনিক বিষয়ে একই সময়ে দিল্লিতে শমীক ও শুভেন্দুর উপস্থিতি রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে মনে করছে বিজেপি।

চিকিৎসার সামগ্রী প্রদান

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুলাই : আলিপুরদুয়ার শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার ট্রাফিক পয়েন্টগুলোয় ফার্স্ট এইড বক্স লাগানো হয়েছিল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে। সেখানে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ওষুধ রাখা ছিল। মঙ্গলবার রাতে আবার সেই ফার্স্ট এইড বক্সগুলোতে চিকিৎসার সামগ্রী রাখা হয় ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে। কর্মসূচিতে ছিলেন আলিপুরদুয়ার সদর ট্রাফিক ওসি মনোজয় দত্ত।

প্রথমে প্রশিক্ষণ, তারপর পাচার

প্রথম পাতার পর

অভিযোগ, উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার থেকে মূলত চা বাগান এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের মেয়েদের টার্গেট করা হত। প্রশিক্ষণের পর বেঙ্গালুরুতে পাঠানোর নামে হসুরে পাঠিয়ে দেওয়া হত। সেখানে যৌন ব্যবসায় নামতে বাধ্য করা হত। এর আগেও এই জেলাগুলি থেকে ২০০-রও বেশি তরুণীকে পাচার করা হয়েছে। অনেকেই ফিরে এসে ভয়ানক অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে জিআরপির হাতে সেই তথ্যও এসেছে। যে এলাকায় ভাড়া নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত সেখানকার স্থানীয়দের বক্তব্য, এর আগেও অনেক মেয়ে যাতায়াত করত। তদন্তকারীরা মনে করছেন গোটা ঘটনায় আন্তর্জাতিক নারী পাচারচক্র জড়িত রয়েছে। কারণ ইতিমধ্যে মুখ না খোলার জন্যে তরুণীদের পরিবারকে ফোন করে হুমকি দেওয়া শুরু হয়েছে। একাধিক তরুণীর পরিবারকে ফোন করা হয়েছে। তারা সকলেই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে। উত্তরের জেলাগুলি থেকে এভাবে দিনের পর দিন তরুণীদের পাচার করে দেওয়া হলেও কোনও নজরদারি না থাকায় জেলা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার তদন্তে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ শুরু করেছে জিআরপি।

ফের চিতাবাঘের হানা, জখম ১

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২২ জুলাই : কলাবাড়ি চা বাগান কাণ্ডের রেশ এখনও কাটেনি। এমন আবহে বামনডাঙ্গা চা বাগানে চিতাবাঘের হামলায় এক শ্রমিক গুরুতর জখম হলেন। মঙ্গলবার সেখানকার নিউ ডুমুরঝোরা সেকশনের ঘটনা। জখমের নাম হিরালাল ওরাওঁ। বাড়ি জয় বাংলা লাইনে। ওই শ্রমিক বাগানে সর্দার পদে কাজ করেন। বন দপ্তরের খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, 'আহতের চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব আমরা বহন করছি। বাগানটির প্রতি বাড়তি নজর রাখা হচ্ছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন হিরালাল ও মংরু মুন্ডা নামে আরেক সর্দার শ্রমিকদের কাজে লাগিয়ে বাগানের রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেসময় আচমকা বাগানের ভেতর থেকে একটি চিতাবাঘ হিরালালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। টাল সামলাতে না পেরে তিনি মাটিতে পড়ে যান। বুনোটি তাঁর বুকে, পিঠে, গালে ও নাকে থাবা বসিয়ে দেয়। সেই দৃশ্য দেখে রাস্তার অন্য পাশে থাকা মংরু ভয় পেয়ে পালাতে শুরু করেন। চিতাবাঘটি এবার হিরালালকে ছেড়ে সেই সর্দারকে ধাওয়া করতে শুরু করে। যদিও কিছুটা দূরে গিয়ে বুনোটি ফের চা বাগানের ভেতরে ঢুকে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা আহতকে উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। বর্তমানে সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। হিরালালের পুত্রবধূ সুগী কুজুরের কথায়, 'বাবা জোর বাঁচা বেঁচে গেলেন। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ।'

এই ঘটনাকে ঘিরে প্রত্যন্ত ওই বাগানটিতে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। হিরালালের শ্যালিকা নিমা ওরাওঁয়ের কথায়, 'বাগানে আরও চিতাবাঘ রয়েছে। বন দপ্তর দ্রুত পদক্ষেপ করুক।' ডায়না ও গরুমারার জঙ্গল লাগোয়া বামনডাঙ্গা বরাবর বন্যপ্রাণ উপদ্রুত। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ওই বাগানটিতে চার-পাঁচটি চিতাবাঘের হামলার ঘটনা ঘটেছে।

এর আগে গত ১৮ জুলাই সন্ধ্যায় নাগরাকাটার আংরাভাসা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাড়ি চা বাগানে আয়ুষ নাগার্চি নামে এক ৩ বছরের শিশুকে একটি চিতাবাঘ বাড়ির দাওয়া থেকে মুখে করে তুলে নিয়ে যায়। পরে শিশুটির খোবলানো নিথর দেহ উদ্ধার হয়। সেই শোকে এখনও মুহ্যমান হয়ে রয়েছে ওই বাগানটি। বুধবার বন দপ্তরের তরফে কলাবাড়িতে একটি জরুরি সভা ডাকা হয়েছে। সেখানে প্রশাসন ও পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি জেলার শীর্ষ বনকর্তাদের উপস্থিত থাকার কথা। বন দপ্তর সূত্রে খবর, ওই সভায় মৃত শিশুটির পরিবারকে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেওয়া হবে।

কলাবাড়িতে এর আগে তিনটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছিল। এখনও সেখানে দু'-তিনটি চিতাবাঘ রয়েছে বলে শ্রমিকরা বন দপ্তরকে জানিয়েছেন। এলাকাবাসীর দাবি, এদিন কয়েকজন একটি চিতাবাঘকে গাছের ওপর দেখতে পেয়েছেন।

কাঠগড়ায়

প্রথম পাতার পর

গত বছর উপনির্বাচনের মুখে ধর্মঘটের ডাক দিয়েও পিছিয়ে আসে ভয়েস অফ বীরপাড়া। বীরপাড়ায় ২৪ ঘণ্টা ধর্মঘট পালিত হয় এবছরের ৯ এপ্রিল। এরই মধ্যে, ২২ জানুয়ারি দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড রেলমন্ত্রককে ছাড়পত্র দেয় ২০২৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ফলে জানুয়ারি মাস থেকে ডলোমাইট ইস্যুতে আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়ে। ৯ এপ্রিল ২৪ ঘণ্টা সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হলে ৫ এপ্রিল মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো বীরপাড়ায় ডলোমাইটের কারবারের জেরে দূষণের কথা উল্লেখ করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডে চিঠি দেন। শাসকদলের বিধায়কের চিঠি পেয়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধিরা দলগাঁও রেলস্টেশনে সরেজমিনে তদন্ত করেন ৮ এপ্রিল। ওইদিনই রেলমন্ত্রকের নির্দিষ্ট ইউনিটকে শোকজ করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড। ১১ এপ্রিল শোকজের জবাব দেয় সংশ্লিষ্ট ইউনিট। কিন্তু জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ১৯ এপ্রিল ছাড়পত্রটি প্রত্যাহার করা হয়।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের ওই চিঠি অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট বোর্ডের প্রতিনিধিরা দলগাঁও রেলস্টেশন চত্বরে দূষণের মাত্রা ডিসপ্লে বোর্ডে উল্লিখিত দেখেননি। ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের একাংশে বাউন্ডারি ওয়াল নেই বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া মালগাড়িতে ডলোমাইট বোঝাই করার সময় স্প্রেয়ারের মাধ্যমে জল ছেটানোর কথা। কিন্তু তদন্তের দিন ৫৭টি স্প্রেয়ারের একটিও কাজ করতে দেখেননি প্রতিনিধিরা। মাটিতে রাখা ডলোমাইটের স্তূপে ট্যাংকার দিয়ে জল ঢালতেও দেখা যায়নি। ১১ এপ্রিল রেলমন্ত্রকের ওই ইউনিট দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডকে জানায়, স্প্রেয়ারগুলি মেইনটেনান্সের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল। এছাড়া মাঝে মাঝে মালগাড়ি ওয়েল্ডিং করার সময়ও স্প্রেয়ার বন্ধ রাখা হয়। ডিসপ্লে বোর্ডে টেকনিকাল ত্রুটির কথা উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট ইউনিট। কিন্তু ওই শোকজের জবাব সন্তোষজনক নয় বলে উল্লেখ করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

খাদ্য বিলি

কালচিনি, ২২ জুলাই : কালচিনি ব্লকের রায়মাটাং চা বাগানের বাসিন্দা বৃদ্ধ ধনুরাম লোহার ও তাঁর স্ত্রী শোভা লোহার সাইকেলে চেপে বাড়ি বাড়ি গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছে সামান্য রোজগার করেন। তাতে তাঁদের সংসার চলে না। সেজন্য কালচিনির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে মঙ্গলবার ওই দম্পতির হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। চাল, ডাল, তেল, লবণ সহ প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী এদিন দেওয়া হয়েছে। প্রতি মাসে ওই দম্পতির কাছে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ওই সংগঠনের তরফে। এছাড়াও যাতে তাঁদের র‍্যাশন কার্ড নবীকরণ করা হয় তার চেষ্টা তাঁরা চালাচ্ছেন।

নিখোঁজ পড়ুয়া

বীরপাড়া, ২২ জুলাই : বাবা বকাঝকা করেছিলেন। এরপরই বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেল ১৭ বছর বয়সি এক পড়ুয়া। সে বীরপাড়া হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। সোমবার দুপুরবেলা থেকে বীরপাড়ার সুভাষপল্লির ওই পড়ুয়ার আর কোনও খোঁজ মিলছে না। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তার খোঁজ মেলেনি। এদিকে, ওই পড়ুয়ার বাবা এবং মায়ের উদ্বেগ বেড়েই চলেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওই পড়ুয়ার বাবা বলেন, 'আমার ছেলে নিয়মিত স্কুলে গেলেও পড়াশোনায় মন দিচ্ছিল না। তাই বকাঝকা করেছিলাম। কিন্তু ও যে পালিয়ে যাবে ভাবিনি।' মঙ্গলবার মিসিং ডায়েরি করেন তিনি।

কুপ্রথা ভাঙায় জট

প্রথম পাতার পর

সেসবের মধ্যে কোনও তন্ত্রমন্ত্র নেই। তবে এতকিছু বললেও সেদিনের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা যায়নি। সেই পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি। বলছেন মঞ্চের সদস্যরা।

কেবল সেই বৃদ্ধকে গ্রামছাড়া করা নয়, লাগোয়া এলাকার এক তরুণকেও হুমকি দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, সেই তরুণ নাকি তন্ত্রমন্ত্রের অভ্যাস করেন। আবার ওই গ্রাম থেকে অপদেবতার কোপ দূর করতে স্থানীয়রা তান্ত্রিকের সাহায্য নিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে গ্রামের মানুষকে সচেতন করতেই গ্রামেরই গজেন্দ্র স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে বিজ্ঞানমঞ্চ।

সেই উদ্যোগ কতখানি সফল? শিবিরের পরেও এখনও অনেকে বিশ্বাস করেন কালাজাদু ও তন্ত্রবিদ্যার মতো বিষয়গুলোয়। ওই গ্রামের এক তরুণ উদয় বর্মন বলেন, 'বিজ্ঞানের কথা শুনলাম। তবে ওই বৃদ্ধের বাড়ি থেকে তো অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন বই, দড়ি পাওয়া গিয়েছে। সেগুলো তাহলে কী? গ্রামের অনেকেই তো আগে অসুস্থ হত। কিন্তু বৃদ্ধ গ্রাম থেকে যাওয়ার পর আর তো সেসব হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না?' একইরকম কথা শোনা যায় পার্বতী রায়, শ্যামলী বর্মনের মতো ওই গ্রামের অন্য বাসিন্দাদের মুখেও।

এদিকে, বিজ্ঞানমঞ্চের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় ধর বলেন, 'ওই গ্রামে আমরা আরও কয়েকটি শিবির করব। ধীরে ধীরে গ্রামের মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসবে বলে আমার বিশ্বাস করি।'

মোদি আরও বহু বছর, নিশিকান্তের সার কথা

প্রথম পাতার পর

মোদি আরও ১৫-২০ বছর প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। তিনি আবেগের ঠেলায় ভুলে গিয়েছেন, তখন মোদির বয়স কত হবে। তাঁর যুক্তি, আরেক গুজরাটি মোরারজি দেশাই যদি আশি পেরিয়ে প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, তবে মোদিজি কী দোষ করলেন? আসলে বিতর্কটা উসকে দিয়েছেন খোদ আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। তিনি নিজেও এবছর পঁচাত্তরে পড়বেন। জোরদার জল্পনা আছে, বিজয়া দশমীর পর তিনি সরে যাবেন সংঘ প্রধানের পদ থেকে। সে কি মোদির উপর চাপ তৈরি করতে? কে জানে!

যাই হোক, ভাগবতের কথার পর স্বভাবতই শোরগোল পড়েছে। বিজেপির সবাই মাথা নেড়ে এসব নাকচ করলেও বিতর্ক থিতিয়ে যায়নি। আর সবাই যে কথা মনে মনে বলছেন, তা খোলাখুলি বলে দিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের গোড্ডার দাবাং এমপি নিশিকান্ত। আসল কথাটা হল, ভোটে জেতাতে মোদির বিকল্প নেই। তিনি দলের মজবুরি, বাধ্যবাধকতা।

নিশিকান্তর কথায়, আগামী বছর কুড়ি মোদিই থাকবেন। এবার বিজেপি ২৪০ পেয়েছে। দুই শরিক জুটিয়ে সরকার বানাতে হয়েছে তাদের। মোদি না থাকলে পার্টি ১৫০ সিটও জোগাড় করতে পারবে না। আসলে এটাই হওয়ার কথা ছিল। ২০১৪ সালের পর থেকে পার্টি মোদির যে 'লার্জার দ্যান লাইফ ইমেজ' তৈরি করেছে, তাতে তাঁর ধারেকাছে কেউ আসতে পারবেন না। কোটি কোটি টাকা ঢেলে দিনে দিনে একটা বিরাট ভাবমূর্তি তৈরি করা হয়েছে। তিনি জনসেবক। খান না, খেতেও দেন না। তাঁর কথায় বিশ্বাস করে লোকে নোটবন্দির লাইনে দাঁড়ায়। কোভিডের সময় থালাবাটি বাজায় এবং যতই বেকারি বাড়ুক, ভারত পাঁচ ট্রিলিয়ন অর্থনীতি হয়ে চিনকে পিছনে ফেলল বলে মনেপ্রাণে লোকে বিশ্বাস করে।

তিনি বিশ্বগুরু, ট্রাম্প থেকে শুরু করে বাকি সবাইকে নাকি বুকপকেটে রাখেন। এখনও কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, অচ্ছে দিন ওই এল বলে! সেটাই মোদিকে নির্বিকল্প করে তুলেছে। দলের মধ্যে তিনি কার্যত চ্যালেঞ্জহীন। তবে যে মাঝেমধ্যে মোদির পরে যোগী আদিত্যনাথের নাম শোনা যাচ্ছে? নিশিকান্তের কাছে তারও জবাব আছে। তাঁর সাফ কথা, ২০১৭ সালে আদিত্যনাথ যখন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, তখন কি লোকে তাঁর নামে ভোট দিয়েছিল? পার্টি জেতার পর তাঁকে বেছে নিয়েছিল। দিল্লিতে তো এখন কোনও পদ খালি নেই। আগে গরিবদের যে ভোটব্যাংক কখনও বিজেপির ছিল না, মোদি আসার পর তা এসেছে। নিশিকান্তের স্পষ্টকথা, মোদির পার্টিকে দরকার নেই, পার্টির মোদিকে দরকার।

আরএসএসের পুরোনো তাত্ত্বিক রাম মাধব লিখেছেন, মোহন ভাগবত এবং নরেন্দ্র মোদি, দুজনই সক্রিয়। তাই তাঁদের বয়স যতই ৭৫ হোক, অবসর নেওয়ার সময় হয়নি। তাঁরও পালটা যুক্তি, মহাত্মা গান্ধি, উইনস্টন চার্চিল, দেং জিয়াং পিং, নেলসন ম্যান্ডেলার মতো নেতারা আমৃত্যু নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁদের তো সমস্যা হয়নি। তবে রাম মাধব মোটেই নিশিকান্তের মতো চাঁছাছোলা নন। মোদিকে দলের প্রয়োজন- এই কথাটা বলেননি তিনি। নইলে যে যুক্তিতে আদবানি, যোশিদের বসিয়ে দেওয়া হয়, সে যুক্তি মোদির বেলায় খাটবে না কেন?

লোকে মোদির নামে ভোট দেয়। সেখানে পদ্ম পিছনে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল তাঁর উপর অতিনির্ভরতা। তিনিই সরকার, তিনিই পার্টি। বিজেপি আর মোদি এখন সমার্থক। বাংলার শাসকদলের মতো। নেত্রীর পর আর কে? এখানে ভোট হয় মমতার নামেই। তাঁর নামেই ২৯৪ আসনে ভোট হয়। তিনিও সরকার, পার্টি তিনিই। বিজেপির এখানকার চুনোপুঁটিরা তা নিয়ে মশকরা করেন। কিন্তু দিল্লিতে তাঁদের দশা একইরকম। যতই গান্ধি পরিবারকে নিয়ে বিদ্রুপ করুক বিজেপি, ভোটে জিততে সেই পরিবারই কাজে লাগে কংগ্রেসের। নাম কা ওয়াস্তে পরিবারের বাইরে মল্লিকার্জুন খাড়গেকে সভাপতির চেয়ারে বসানো হলেও সব্বাই জানেন কলকাঠি কাদের হাতে।

যেমন দেখুন না, মোদি আর অমিত শা বেছে বেছে জেপি নাড্ডাকে সভাপতির কুর্সিতে বসিয়েছেন, যাঁর নিজের রাজ্যে জেতার মুরোদ নেই। নাড্ডার পরের সভাপতি এখনও ঠিক করে উঠতে পারল না বিজেপি। যতই আরএসএস বাগড়া দিক, সেখানে মোদির সায় অনেক বেশি জরুরি। আবার শোনা যাচ্ছে, আরএসএস চাইছে না মোদি-শা'র কোনও ইয়েসম্যান আবার দলের মাথায় বসুন। সে নিয়ে নাকি টানাপোড়েন। সে যতই নাড্ডা একদা ঘোষণা করুন কেন যে, বিজেপি এখন আরএসএসকে ছাড়াই চলতে পারে।

ঘুরে দাঁড়ানোর যুদ্ধ শুরু আজ টিম ইন্ডিয়ার

ম্যাঞ্চেস্টার, ২২ জুলাই : কিছু ধোঁয়াশা কেটেছে। কিছু ধোঁয়াশা রয়েই গিয়েছে।

হেডিংলেতে ভালো খেলার পরও হতাশ করেছিল টিম ইন্ডিয়া। সিরিজে পিছিয়ে পড়ে এজবাস্টনে সমতা ফিরিয়েছিলেন শুভমান গিলরা। লর্ডসে ফের ভালো খেলেও পরাজিতর দলে টিম ইন্ডিয়া। আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে ভারত?

সময়ের সঙ্গে জল্পনা প্রবল হচ্ছে। তার মধ্যেই দলের চোটআঘাতের সমস্যা সামলে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজে ঘুরে দাঁড়ানোর অপেক্ষায় টিম ইন্ডিয়া। চলতি সিরিজে এতদিন গরম নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। তুলনায় ম্যাঞ্চেস্টারের পরিবেশ আলাদা। বৃষ্টি মাথায় লন্ডন থেকে ম্যাঞ্চেস্টারে পা রেখেছিল ভারতীয় দল। সেই বৃষ্টির ভ্রূকুটি নিয়েই আগামীকাল ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে সিরিজ বাঁচানোর যুদ্ধে নামতে চলেছেন শুভমানরা। টেস্টের প্রথম, তৃতীয় ও শেষ দিনে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ম্যাঞ্চেস্টারে। যদিও তার আগে ভারতীয় দলের কম্বিনেশন নিয়ে রয়েছে বিস্তর দোলাচল।

সিরিজের শুরু থেকেই খেলার দুই দিন আগে বেন স্টোকসরা প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিচ্ছেন। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের আগেও একই ছবি। ঐতিহ্য মেনে প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছে ইংল্যান্ড। আঙুলের চোটে সিরিজ থেকে ছিটকে যাওয়া শোয়েব বশিরের বদলে ৩৫ বছরের বাঁহাতি স্পিনার লিয়াম ডসনকে ফেরানো হয়েছে দলে। আট বছর পর টেস্ট খেলতে চলেছেন তিনি। তুলনায় টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশের কম্বিনেশন নিয়ে রয়েছে জল্পনা। জসপ্রীত বুমরাহ খেলছেন। মহম্মদ সিরাজ গতকালই সাংবাদিক সম্মেলনে বুমরাহ নিয়ে সুখবর দিয়েছিলেন। ঋষভ পন্থও ফিট। দলের উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবেই তিনি ম্যাঞ্চেস্টারে খেলবেন। ঋষভ ফিট হয়ে যাওয়ার খবরও ভারতীয় দলের অন্দরে স্বস্তি এনে দিয়েছে। কিন্তু দলের বাকি ছবিটা নিয়ে রয়েছে জল্পনা।

আকাশ দীপ চোটের কারণে ম্যাঞ্চেস্টারে নেই। চোটের কারণে নেই অর্শদীপ সিংও। হাঁটুর চোট নিয়ে নীতীশকুমার রেড্ডি দেশে ফিরে এসেছেন। এমন অবস্থায় আগামীকাল টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে একাধিক বদল নিশ্চিত। গতকালের পর আজও ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে ভারতীয় দলের অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে হেডিংলে টেস্টের পর ফের সুযোগ পেতে চলেছেন বিসাই সুদর্শন। তিনিই তিন নম্বরে ব্যাটিং করবেন। ধারাবাহিক সুযোগ পাওয়ার পরও ব্যর্থ হওয়া করুণ নায়ারকে ছয় নম্বরে ব্যাট করতে দেখা যাবে বলে খবর। পাশাপাশি বুমরাহ-সিরাজের সঙ্গে দলের তিন নম্বর জোরে বোলার নিয়ে রয়েছে সংশয়। টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে ইঙ্গিত, ২৪ বছরের হরিয়ানার পেসার অংশুল কম্বোজের আগামীকাল ম্যাঞ্চেস্টারে টেস্ট অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। প্রসিধ কৃষ্ণার সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু তারপরও অংশুল, নাকি প্রসিধ-রাত পর্যন্ত চলছে জল্পনা।

বিলেতের বেশিরভাগ মাঠের বাইশ গজের তুলনায় ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের পিচ অনেক বেশি প্রাণবন্ত। পেসাররা বরাবরই বেশি সাহায্য পেয়ে থাকেন। পিচে ঘাসও রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনাও। এমন পিচে বেন ডাকেট, হ্যারি ব্রুকদের সামনে ভারতীয় বোলাররা কীভাবে নিজেদের মেলে ধরবেন, সেটাও দেখার। মনে করা হচ্ছে, ইংল্যান্ড ব্যাটিং বনাম ভারতীয় বোলিংয়ের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে ওল্ড ট্র্যাফোর্ড টেস্টের ভাগ্য। ম্যাঞ্চেস্টার থেকে ভারতীয় দলের একটি বিশেষ সূত্র নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে জানিয়েছেন, স্কোয়াডে থাকা বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণের কথাও নাকি ভাবা হচ্ছে। সম্ভাবনা কম হলেও অভিমন্যু সুযোগ পেলে ম্যাঞ্চেস্টারে টেস্ট অভিষেক হবে তাঁর। যদিও ওপেনার অভিমন্যু সুযোগ পেলে তাঁকে তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে হবে। বাস্তবে এমনটা ঘটলে সুদর্শনের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা আরও পিছিয়ে যাবে।

ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, অতীতে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে কখনও টেস্ট জেতেনি টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু এমন পরিসংখ্যান তো এজবাস্টন টেস্টের আসরেও ছিল। সেখানে শুভমানের ব্যাট ও আকাশের বোলিংয়ে 'শাপমোচন' হয়েছিল ভারতের। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে আকাশ না থাকলেও স্বপ্নের ফর্মে থাকা অধিনায়ক শুভমান রয়েছেন। বুমরাহও আপাতত ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট ভুলে সিরিজ বাঁচানোর যুদ্ধে নামছেন। তাহলে কি এবার ম্যাঞ্চেস্টারেও 'শাপমোচন' হবে ভারতীয় ক্রিকেটের? জল্পনাটা কিন্তু প্রবলভাবেই চলছে।

ফিরছেন সাই, অভিষেকের অপেক্ষায় অংশুল

প্রস্তুতির ফাঁকে স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ অ্যাড্রিয়ান লা রু-র সঙ্গে বি সাই সুদর্শন। মঙ্গলবার।

আর কবে খেলাবে কুলদীপকে : অশ্বীন

রেকর্ডের হাতছানি

২৫ চলতি সিরিজে ছয় ইনিংসে ৬০৭ রান করেছেন শুভমান গিল। ম্যাঞ্চেস্টারে আর ২৫ রান করলে ইংল্যান্ডের মাটিতে একটি দ্বিপাক্ষিক টেস্ট সিরিজে এশিয়ান ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক রানের রেকর্ড গড়বেন তিনি।

৩ টেস্টে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক ৯০টি ছক্কা মেরেছেন বীরেন্দ্র শেহবাগ। তাঁকে টপকাতে তিনটি ওভার বাউন্ডারি দরকার ঋষভ পন্থের।

৫ এশিয়ান বোলারদের মধ্যে ইংল্যান্ডে সর্বাধিক উইকেট নেওয়ার হাতছানি রয়েছে জসপ্রীত বুমরাহের সামনে। বর্তমানে এই রেকর্ডের মালিক ওয়াসিম আক্রাম (৫৩ উইকেট)। তাঁকে পেরোতে বুমরাহর প্রয়োজন ৫ উইকেট।

১ আক্রামকে টপকে এশিয়ান বোলারদের মধ্যে সেনা দেশে (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) এক ইনিংসে সর্বাধিক ৫ উইকেট নেওয়ার সুযোগ রয়েছে বুমরাহর। দুইজনেই সেনা দেশে ১১ বার এক ইনিংসে পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নিয়েছেন।

৬০ ম্যাঞ্চেস্টারে আর ৬০ রান করলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৯ হাজার রানের মাইলস্টোনে পা রাখবেন লোকেশ রাহুল। দেশের জার্সিতে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে তাঁর রানসংখ্যা ৮৯৪০।

ক্রিকেট স্পিরিট ভেঙেছে ইংল্যান্ডই : শুভমান

ম্যাঞ্চেস্টার, ২২ জুলাই : হ্যারি ব্রুককে পালটা দিলেন। একইসঙ্গে ইংরেজদেরও শুনিয়ে দিলেন!

ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল বাইশ গজে ব্যাট হাতে যেমন সাবলীল ও সপ্রতিভ, সাংবাদিক সম্মেলনেও তাই। সোজা কথা স্পষ্টভাবে বলতে জানেন তিনি। জানেন পালটা দিতেও। কাল থেকে শুরু হতে চলা ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের আগে আজ বেন স্টোকসদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন তিনি। ক্রিকেটের মক্কা লর্ডসে ভারত নয়, ইংল্যান্ডই ক্রিকেটের স্পিরিট ভেঙেছিল, শুনিয়ে দিলেন ভারত অধিনায়ক। বলে দিলেন, 'ক্রিকেট মাঠে অনেক সময়ই নানা ঘটনা ঘটে। কিন্তু ইনিংস শুরুর সময় ৯০ সেকেন্ড দেরিতে মাঠে নামা, অযথা ফিজিয়োকে ডাকা-এসব দেখে আমার মনে হয় লর্ডসে ইংল্যান্ডই ক্রিকেটের স্পিরিট ভেঙেছিল।'

'দ্য হোম অফ ক্রিকেট'-এর টেস্ট এখন ইতিহাস। ইতিহাস বলছে, লর্ডসে ২২ রানে হেরে সিরিজে পিছিয়ে পড়েছে টিম ইন্ডিয়া। বুধবার থেকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে ভারতের ঘুরে দাঁড়ানোর যুদ্ধ শুরু হচ্ছে। তার আগে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে শুভমান ইংল্যান্ডকে পালটা দিয়েছেন। ইংরেজ ব্যাটার গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেছিলেন, লর্ডসে ভারত ক্রিকেটের স্পিরিট নষ্ট করেছিল। আজ শুভমান তার পালটা দিয়ে লর্ডসের চতুর্থ দিনের শেষবেলার রোমহর্ষক ঘটনা নিয়ে বলেছেন, 'স্পষ্ট বলছি একটা কথা। লর্ডসে চতুর্থ দিনের খেলা শেষের তখন সাত মিনিট বাকি ছিল। ইংল্যান্ড ব্যাটাররা মাঠে নামতেই ৯০ সেকেন্ড দেরি করল। ১০ বা ২০ সেকেন্ড নয়, ৯০ সেকেন্ড, এমন ঘটনা অবাক করার মতোই। অনেক দলই হয়তো এমন করে। ওইরকম পরিস্থিতিতে পড়লে আমরাও হয়তো যতটা সম্ভব কম খেলার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তার একটা ধরন হয়।' এখানেই থামেননি ভারত অধিনায়ক। শুভমান চাঁছাছোলা ভাষায় ইংল্যান্ডকে রীতিমতো আক্রমণ করে বলেছেন, 'শরীরে বল লাগলে মাঠে ফিজিওকে ডাকার একটা মানে হয়। বাস্তবে সেটা হয়নি সেদিন। তাছাড়া ওরা যে মানসিকতা দেখিয়েছে, তা কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। সচরাচর এমন ঘটনাকে ক্রিকেটীয় স্পিরিট ভাঙার সঙ্গে তুলনা করা যেতেই পারে। লর্ডসে ইংল্যান্ড সেটাই করেছিল সেদিন।'

লর্ডস টেস্টের আঙিনায় দুই দলের মধ্যে উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। আজ ভারত অধিনায়কের কথায় স্পষ্ট, ওল্ড ট্র্যাফোর্ডেও এমন ঘটনা পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা রয়েছে। তার মধ্যেই কাল থেকে শুরু হতে চলা টেস্টের আগে শুভমান ভারতের প্রথম একাদশ নিয়ে খোলসা করেননি কিছুই। দলে বদলের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে ভারত অধিনায়ক বলেছেন, 'ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের বাইশ গজে অনেক বেশি পেস ও বাউন্স থাকবে বলেই মনে হয়েছে আমাদের। সেই ভাবনা থেকেই আগামীকাল খেলা শুরুর আগে প্রথম একাদশ চূড়ান্ত করব আমরা।' ম্যাঞ্চেস্টারে অংশুল কম্বোজের বুধবার টেস্ট অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অধিনায়ক শুভমান এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি। বলেছেন, 'অংশুল টেস্ট অভিষেকের খুব কাছেই রয়েছে। আগামীকাল খেলা শুরুর আগে অংশুল নাকি প্রসিধ কৃষ্ণা, সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করব আমরা।'

ইংল্যান্ড বনাম ভারত
চতুর্থ টেস্ট আজ থেকে
সময় : দুপুর ৩.৩০ মিনিট
স্থান : ম্যাঞ্চেস্টার
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

> শরীরে বল লাগলে মাঠে ফিজিওকে ডাকার একটা মানে হয়। বাস্তবে সেটা হয়নি সেদিন। তাছাড়া ওরা যে মানসিকতা দেখিয়েছে, তা কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। সচরাচর এমন ঘটনাকে ক্রিকেটীয় স্পিরিট ভাঙার সঙ্গে তুলনা করা যেতেই পারে। লর্ডসে ইংল্যান্ড সেটাই করেছিল সেদিন। -শুভমান গিল

ব্যাটিং অনুশীলন সেরে ফিরছেন ভারতীয় অধিনায়ক শুভমান গিল।

সাংবাদিক সম্মেলনে আক্রমণাত্মক বেন স্টোকস।

স্লেজিং করলে পালটা দেব, হুংকার স্টোকসের

ম্যাঞ্চেস্টার, ২২ জুলাই : দ্বৈরথ শুধু ব্যাট-বলের টক্করে আটকে থাকবে না।

ভারতীয় ক্রিকেটাররা স্লেজিং করলে কড়া ভাষাতেই পালটা জবাব দেওয়া হবে। বুধবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে শুরু চতুর্থ টেস্টের আগে শুভমান গিলদের উদ্দেশে সরাসরি হুংকার বেন স্টোকসের। প্রাক-টেস্ট সাংবাদিক সম্মেলনে ইংল্যান্ড অধিনায়কের সাফ কথা, ইট ছুড়লে পাটকেল খেতে হবে ভারতীয় দলকে।

হেডিংলের পর লর্ডস, জোড়া জয়ে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থ্রি লায়ন্স। ম্যাঞ্চেস্টারে জিতলেই সিরিজ পকেটে। সেটাই পাখির চোখ। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ইতিহাসও ইংল্যান্ডের পক্ষে। ১৯৩৬ থেকে আজ পর্যন্ত ভারত জয়ের মুখ দেখেনি এখানে। শেষবার ২০১৪ সালে ইনিংসে ভারতকে হারিয়েছিল ইংল্যান্ড। দাপট বজায় রাখার আত্মবিশ্বাস স্টোকসের কথাবার্তায়।

স্টোকস জানিয়ে দেন, প্রতিপক্ষ শিবির থেকে স্লেজিং করা হলে হালকাভাবে নেওয়া হবে না। চড়া মেজাজেই জবাব মিলবে। বলেছেন, 'আমরা স্লেজিং শুরুর পক্ষপাতী নই। কারণ, এর ফলে ফোকাস নড়ে যেতে পারে। আসল লক্ষ্য থেকে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু প্রতিপক্ষ এরকম কিছু করলে আমরা পিছিয়ে থাকব না। পালটা জবাব দিতে ইতস্তত করব না।'

স্লেজিংয়ের আঁচটুকু সরিয়ে রাখলে ব্যাট-বলের সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর। স্টোকসের মুখে সেকথা। প্রথম তিন ম্যাচই পঞ্চম দিন পর্যন্ত গড়িয়েছে। দুই দলের দুরন্ত ক্রিকেট, নাছোড় মানসিকতা উপভোগ্য দ্বৈরথ। ইংল্যান্ড অধিনায়কের বিশ্বাস, বুধবার শুরু ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টেও তার ব্যতিক্রম হবে না। স্লেজিংয়ের ঘটনা যে মেজাজে জল ঢালবে না।

'জয়ের লক্ষ্যেই ঝাঁপাব আমরা'

এক প্রশ্নের জবাবে সাংবাদিক সম্মেলনে স্টোকস আরও বলেছেন, 'স্লেজিং করার মনোভাব নিয়ে কোনও দলই মাঠে নামে না। কেউ এভাবে বিষয়টি দেখেও না। কিন্তু তারপরও টেস্ট যুদ্ধে এমন কিছু মুহূর্ত তৈরি হয় যখন উত্তাপের পারদ চড়তে থাকে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ। পারফর্ম করার চাপ রয়েছে দুই দলের ওপর।'

লর্ডসের জয়রথ কি বজায় থাকবে ম্যাঞ্চেস্টারে? স্টোকসও জানিয়ে দিচ্ছেন, জেতা ছাড়া কিছু ভাবছেন না। বলেছেন, 'লর্ডসে ভালো জয় তুলে নিতে পেরেছি আমরা। আশাবাদী, ছন্দটা বজায় রাখতে সক্ষম হব। মাঝে লম্বা ছুটি পেয়েছি। পরিবারের সঙ্গে কাটিয়েছি। দুইদিন তো প্রায় বিছানাই ছাড়িনি। মানসিক ও শারীরিকভাবে তাজা হয়ে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে নামব। আশা করি, লর্ডসের মতো তাগিদ, এনার্জি থাকবে।'

লর্ডসের জয়ী দলে একটাই পরিবর্তন। চোটের কারণে ছিটকে যাওয়া শোয়েব বশিরের জায়গায় আট বছর পর টেস্টে প্রত্যাবর্তন ঘটছে বাঁহাতি স্পিনার লিয়াম ডসনের। মধ্য তিরিশে পা রাখা ডসনকে নিয়ে উচ্চাশা পোষণ করে স্টোকস বলেছেন, 'ডসন খুব ভালো ছন্দে রয়েছে। তার সুবাদে দলে ডাক। দীর্ঘদিন পর ফেরার চাপ থাকলেও আমার বিশ্বাস, অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে চ্যালেঞ্জ সামলে দেবে ও।'

এদিকে, সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামার আগে ইংল্যান্ডের সাজঘরে নতুন অতিথি। মেন্টাল স্কিল কোচ হিসেবে যোগ দিচ্ছেন নিউজিল্যান্ডের গিলবার্ট এনোকা। সাময়িক দায়িত্ব। ভারতের বিরুদ্ধে বাকি সিরিজের পাশাপাশি অ্যাসেজ যুদ্ধের জন্য স্টোকস ব্রিগেডের মানসিক প্রস্তুতিতে সাহায্য করবেন চেলসি (২০২৩) ফুটবল টিমের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের বন্ধু গিলবার্ট।

বুমরাহর 'দায়বদ্ধতা' নিয়েই প্রশ্ন ইরফানের

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : মাঝে আর কয়েকঘণ্টা। রাত ফুরোলেই ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে সিরিজের চতুর্থ টেস্ট। সিরিজে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার টক্করও ভারতীয় দলের জন্য। গুরুত্বপূর্ণ যে ম্যাচের আগে জসপ্রীত বুমরাহর দায়বদ্ধতা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন ইরফান পাঠান। সাফ কথা, মাঠে নেমে নিজের সবটুকু উজাড় করে দিতে না পারলে বিশ্রাম নিক বুমরাহ।

ইরফানের দাবি, বুমরাহর স্কিল, দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন চলে না। তবে দেশের হয়ে খেললে নিজের সবটুকু দিতে হবে। প্রশ্ন করেন, পাঁচ ওভারের স্পেল মানে পাঁচ ওভারেই, প্রয়োজনে কেন ষষ্ঠ ওভার করবে না? এমনকি জো রুট সবে ক্রিজে এলেও না? মানতে পারছেন না প্রাক্তন অলরাউন্ডার। যুক্তি, দলের প্রধান বোলার হিসেবে দলের বাড়তি চেষ্টা জরুরি। বেন স্টোকস, জোফ্রা আর্চাররা ঠিক সেটাই করে দেখিয়েছেন লর্ডসে। ফল সবার সামনে।

রবিচন্দ্রন অশ্বীন আবারও কুলদীপ যাদবের হয়ে ব্যাট ধরলেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে গৌতম গম্ভীরদের উদ্দেশে মজার সুরে পরামর্শ, চতুর্থ সিমার ভেবেই না হোক খেলাক কুলদীপকে! কারণ যাই হোক, প্রথম এগারোয় থাকাটা প্রাপ্য চায়নাম্যান বোলারের। অশ্বীনের যুক্তি, 'জানি, ওর ব্যাটের হাত ভালো নয়। বল হাতে কিন্তু দলের তুরুপের তাস হতে পারে কুলদীপ। ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকেও যদি ওকে ব্যবহার না করে, তাহলে কবে করবে? হাতের কার্যকর তাসগুলি সময়মতো প্রয়োগ করা জরুরি। কুলদীপ-কার্ডও কার্যকর অস্ত্র। প্লিজ ওকে সুযোগ দাও।'

২০১৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ধরমশালায় অভিষেক টেস্টেই দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। যদিও পরের আট বছরে তেরোর গেরোয় আটকে টেস্ট কেরিয়ার। অশ্বীন অবসর নেওয়ার পর মনে হয়েছিল, কুলদীপ টেস্ট দলে নিয়মিত হবেন। যদিও গম্ভীর জমানায় ছবিটা উলটো। অশ্বীন বলেছেন, 'প্রথম দিনের পিচেই পাঁচ উইকেট নেবে, এটা ভাবা ভুল। চতুর্থ পেসাররা যে ভূমিকা নেয়, সেটাই ভেবে কুলদীপকে দলে রাখুক। টেলএন্ডারদের অস্বস্তিতে রাখবে। পিচ থেকে সাহায্য পেলে দ্বিতীয় ইনিংসে তুরুপের তাস হয়ে উঠবে। নতুন বলে টপ অর্ডারদেরও ভোগাবে।'

রবি শাস্ত্রী আবার স্পিন-অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দরে আস্থা রাখছেন। ২০২১ সালে প্রথম অস্ট্রেলিয়া সফরে শাস্ত্রীর প্রশিক্ষণেই ব্যাটে-বলে প্রশংসা কুড়িয়ে নেন। সেই প্রথম দর্শনেই সুন্দরের প্রতিভার আঁচ পেয়েছিলেন। শাস্ত্রী বলেছেন, 'আমার পছন্দের ক্রিকেটার। প্রথমবার যখন দেখি, বলেছিলাম, জেনুইন অলরাউন্ডার হয়ে উঠবে। সবে পঁচিশ বছর বয়স। যত খেলবে তত ধারালো হয়ে উঠবে। ব্যাটিং ওর সহজাত। এখন আট নম্বরে নামে। আমি নিশ্চিত, কিছুদিনের মধ্যে ওকে ছয়ে দেখব।'

জসপ্রীত বুমরাহর থেকে দেশের প্রয়োজনে লম্বা স্পেল চাইছেন ইরফান পাঠান।

সামিকে দ্রুত চাইছে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জুলাই : আসন্ন ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুমের লক্ষ্যে আজ শুরু হয়ে গেল অনুশীলন। আজ সকালে সিএবির ইন্ডোরে পাঁচটি গ্রুপে ৫০ জনের 'পুলকে' ভাগ করে সিনিয়ার বাংলা দলের অনুশীলন শুরু করে দিলেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। বাংলার সম্ভাব্য প্রাথমিক পুলের ৫০ জন অবশ্য আজ ছিলেন না অনুশীলনে। অভিমন্যু ঈশ্বরণ, আকাশ দীপরা ইংল্যান্ডে। মহম্মদ সামির নাম স্কোয়াডে থাকলেও তাঁকে কবে পাওয়া যাবে, স্পষ্ট নয়। আজ সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছিলেন, 'আমি সামিকে মরশুমের শুরু থেকেই চাইব। কিন্তু এখনও জানি না ও কবে আমাদের সঙ্গে অনুশীলন শুরু করতে পারবে। দেখা যাক।'

শুরু হল অনুশীলন

সামি এখনও বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রয়েছেন। সেখান থেকে কবে কলকাতায় হাজির হয়ে তিনি বাংলা দলের অনুশীলনে যোগ দেবেন, তা নিয়ে অন্ধকারে সিএবি কর্তারাও। সূত্রের খবর, বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট চাইছে সামিকে নিয়ে চেন্নাইয়ে বুচিবাবু ও পুদুচেরিতে প্রাক মরশুম প্রতিযোগিতায় খেলতে নিয়ে যেতে। সামি শেষ পর্যন্ত যাবেন কিনা, সেটাই দেখার।

শেষ ষোলোয় প্রণয়, বিদায় লক্ষ্যর

বেজিং, ২২ জুলাই : পিছিয়ে পড়েও জয় ছিনিয়ে নিলেন এইচএস প্রণয়। অন্যদিকে এগিয়ে গিয়েও হার মানলেন লক্ষ্য সেন।

চিন ওপেন ব্যাডমিন্টনে পুরুষ সিঙ্গলসে প্রথম রাউন্ডে জাপানের কোকি ওয়াতানাবেকে হারালেন প্রণয়। জাপানি প্রতিপক্ষের সামনে প্রথম গেমে কার্যত কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেননি। মনে হয়েছিল দ্বিতীয় গেমেই হয়তো ম্যাচ পকেটে পুরে ফেলবেন কোকি। টানা পাঁচ ম্যাচ পয়েন্ট জিতে দ্বিতীয় গেমে প্রত্যাবর্তন করেন প্রণয়। তৃতীয় গেমে জাপানি প্রতিপক্ষকে টক্কর দিয়ে ম্যাচ জিতে নেন তিনি। শেষ ষোলোয় ওঠার পথে ভারতীয় শাটলারের পক্ষে ফল ৮-২১, ২১-১৬ ও ২৩-২১।

অন্য ম্যাচে চিনেরই লি শি-ফেংয়ের কাছে হেরে বিদায় নিলেন লক্ষ্য। প্রথম গেম জিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন ভারতের ২৩ বছরের তরুণ শাটলার। তবে দ্বিতীয় গেমে লড়াই করেও হার মানতে হয়। তৃতীয় গেমে অবশ্য শি-ফেংয়ের সামনে বেশ অসহায়ই দেখায় লক্ষ্যকে। ম্যাচের ফল ২১-১৪, ২২-২৪, ১১-২১।

চিন ওপেন ব্যাডমিন্টন

‘প্রচুর খেতাম বলে পান্ডা বলত সতীর্থরা’

সরফরাজের নয়া লুকের চমকের পিছনে বিরাট

মুম্বই, ২২ জুলাই : গোলগাল চেহারা। শরীরে অনাবশ্যক মেদের বোঝা। ব্যাট হাতে ব্যর্থ হলেই যা নিয়ে নিন্দুকদের কটাক্ষের ফোয়ারা। গোলগাল আলুভাতে-মার্কা সেই সরফরাজ খানকে এখন দেখলে অনেকেই চমকে যাবেন। বাড়তি মেদ ঝরিয়ে রীতিমতো ঝরঝরে। যে চেহারা দেখে অবাক কেভিন পিটারসেনও।

সরফরাজের নতুন চেহারার ছবি দেখে পিটারসেনের প্রতিক্রিয়া, ‘দয়া করে এই ছবিটা কেউ পৃথ্বী শ-কে দেখান।’ গত কয়েক বছরে ক্রিকেট থেকে ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসা পৃথ্বীর পথের কাঁটাও শরীরের বাড়তি মেদ। সরফরাজকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে সেদিকেই ইঙ্গিত করেন কেপি। পাশাপাশি বলেছেন, তিনি আশাবাদী, আগামী দিনগুলিতে অনেক সাফল্য অপেক্ষা করবে সরফরাজের জন্য।

বরাবরই চেহারা সমালোচনার কেন্দ্রে। যে বিতর্কে সরফরাজের পাশে দাঁড়িয়ে সুনীল গাভাসকার নির্বাচক, টিম ম্যানেজমেন্টকে নিশানা করে বলেছিলেন, ছিপছিপে চেহারাই যদি নির্বাচনের মাপকাঠি হয়, তাহলে ফ্যাশন শো থেকে মডেলদের দলে নেওয়া উচিত।

> বিরাট সোজাসুজি জানায়, আমার ব্যাটিং দক্ষতা নিয়ে কোনও সংশয় নেই ওদের। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে পৌঁছোনোর পথে বাধা আমার ফিটনেস। শুনতে খারাপ লাগলেও বাস্তবটা আমার সামনে তুলে ধরেছিল।
>
> **সরফরাজ খান**

শেষপর্যন্ত নিজের হয়ে ব্যাট ধরে নয়া লুকে চমক সরফরাজের। বিশ্বাস, ফিটনেস নিয়ে পরিশ্রমের সুফল পাবেন। মাস দুয়েকে ১৭ কেজি ওজন ঝরানোর খুশি নিয়ে ভারত তথা মুম্বই রনজি ট্রফি দলের মিডল অর্ডার ব্যাটার বলেছেন, ‘প্রচুর খেতাম বলে একসময় দলের সতীর্থরা আমাকে পান্ডা বলত। এখন ওরা মাচো বলে ডাকতে শুরু করেছে। তবে খুব কম মানুষই জানে আমার নতুন ডাকনাম।’

সরফরাজের ফিটনেস বিপ্লবের নেপথ্যে নাকি বিরাট কোহলি। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে কয়েক বছর খেলার পর ২০১৬ সালে ছাঁটাই। অধিনায়ক বিরাট সাফ জানিয়েছিলেন, ফিটনেসের কারণে বাদ দেওয়া হয়েছে। বিরাটের কড়া কথাগুলিই ফিটনেস নিয়ে নতুন ভাবনা উসকে দেয়। দেরিতে হলেও অবশেষে যার সফল প্রয়োগ। সরফরাজ বলেছেন, ‘বিরাট সোজাসুজি জানায়, আমার ব্যাটিং দক্ষতা নিয়ে কোনও সংশয় নেই ওদের। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে পৌঁছোনোর পথে বাধা আমার ফিটনেস। শুনতে খারাপ লাগলেও বাস্তবটা আমার সামনে তুলে ধরেছিল।’

তখন ও এখন। ১৭ কেজি ওজন ঝরিয়ে নিজেকে নতুন রূপে সামনে আনলেন সরফরাজ খান।

ছেলে সরফরাজের জন্য গোটা পরিবারই তাদের ডায়েট চার্ট বদলে ফেলেছে। বাবা নৌশাদ খান জানান, রুটি, ভাত, চিনি, আটা-ময়দা, বেকারির তৈরি জিনিস বাড়িতে ঢোকা নিষেধ। বদলে নতুন খাদ্যতালিকায় জায়গা পেয়েছে গ্রিলড চিকেন, মাছ, সেদ্ধ ডিম, স্যালাড, ব্রোকোলি, শসা, অ্যাভোকাডো। সরফরাজের নয়া লুকের সেটাই রহস্য। সঙ্গে জিমে ঘাম ঝরানো।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গতবছর হোম সিরিজে আশা দেখিয়ে শুরু সরফরাজের। রাজকোটে অভিষেক টেস্টে জোড়া হাফ সেঞ্চুরি করেন। শতরানও রয়েছে। ৬ ম্যাচে সংগ্রহ ৩৭১। যদিও অস্ট্রেলিয়া সফরে সব এলোমেলো। মাঠের ব্যর্থতার সঙ্গে সাজঘরের কথা বাইরে প্রকাশের মারাত্মক অভিযোগ। সফর শেষে দল থেকে ছাঁটাই। ফিটনেস অস্ত্রে পথের কাঁটা সরাতে পারেন কি না সরফরাজ, সেটাই দেখার।

ছাড়পত্র না আসায় আজ নেই মিগুয়েল-কেভিন

ডুরান্ড শুরুর আগে সতর্কতা ইস্টবেঙ্গলে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ জুলাই : ডুরান্ড কাপের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে ফুটবলারদের চনমনে লাগলেও শিবিরে যেন বাড়তি সতর্কতা কোচ-ম্যানেজমেন্টের।

যতই সাউথ ইউনাইটেডের মতো দুর্বল প্রতিপক্ষ হোক না কেন, মরশুম শুরু হতে না হতেই ক্লোজ ডোর অনুশীলনও শুরু লাল-হলুদে। এদিনও ওয়ার্মআপের পর মাত্র মিনিট পাঁচেক যেতে না যেতেই অস্কার ব্রুজোঁকে হাজির করলেন দলের মিডিয়া ম্যানেজার। তাঁর সঙ্গে কথা শেষ হতেই অনুশীলন থেকে বার করে দেওয়া হল সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের। অথচ যাঁদের কাছ থেকে লুকোনোর কথা, সেই সাউথ ইউনাইটেড এফসি পাশের মাঠ থেকে দিব্যি দেখতে পেল ইস্টবেঙ্গল অনুশীলন। ডুরান্ড আয়োজকরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসা, স্টেডিয়ামের অন্দরে অন্যান্য অনুষ্ঠান নিয়ে যত বেশি আগ্রহী ততটাই উদাসীন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে ম্যাচের আগের সাংবাদিক সম্মেলনে। ফলে মাঠের মধ্যেই ওই গয়ংগচ্ছভাবে হল প্রথম ম্যাচের আগে অস্কারের সঙ্গে কথাবার্তা। মিডিয়া ম্যানেজারও দেখা গেল, কোচকে সবকিছু বলতে দিতে নারাজ। সম্ভবত তার কারণ হল, ক্লাবের তরফে ফুটবলারদের ছাড়পত্র ও অন্যান্য বিষয়ে কিছু গাফিলতি। ফলে প্রথম ম্যাচের আগে মহম্মদ রশিদ, সাউল ক্রেসপো এবং দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস ছাড়া বাকি দুই বিদেশি মিগুয়েল ফিগুয়েরা ও কেভিন সিবিলে এই ম্যাচে নেই। শেষের দুইজন খেলতে পারছেন না ৪৮ ঘণ্টা আগে তাঁদের নাম নথিভুক্ত না করানোয়। অস্কার বলেছেন, ‘এই ম্যাচে আমি হাতে পাচ্ছি দিমি, সাউল আর রশিদকে। তবে দিমি ও সাউল সবে দুইদিন অনুশীলন করেছে। ফলে ওরা এখনও সেভাবে তৈরি নয়।’ তাঁর বক্তব্যেই ইঙ্গিত, দলের দুই পুরোনো সদস্যকে খুব প্রয়োজন না পড়লে নামাবেন না। ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে সৌভিক চক্রবর্তীর কাফ মাসলে চোট। তিনি এবং কাগজপত্র তৈরি না থাকায় জয় গুপ্ত খেলতে পারছেন না। তবু অস্কার আশাবাদী, ‘এবার আমাদের দল আগের থেকে বেশি শক্তিশালী। বিনো প্রায় এক মাস হল প্রস্তুতি শুরু করেছে। তবে গত দুই-তিনদিন ধরে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি কে কতটা তৈরি। প্রতিপক্ষ অচেনা হলেও এটা বলাই যায় যে ওরা উজ্জীবিত হয়ে লড়বে। কিন্তু আমাদের ফুটবলাররা অভিজ্ঞ। আশা করছি বুধবার আমরা লড়াই করার মতো জায়গায় থাকব।’

তিনি লড়ার কথা বললেও তাঁর দলের প্রথম প্রতিপক্ষ অত্যন্ত দুর্বল দল। ফুটবলারদের মধ্যে ভারতীয় ফুটবলে একজনও চেনা মুখ নেই। অনুশীলন দেখে বোঝা গেল, এরকম একটা সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ পাওয়াটাই অনেক বড় বিষয় তাদের কাছে। এমনিতেই এই গ্রুপে বেঙ্গালুরুর এই দল ছাড়া আছে নামধারী এফসি ও ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের মতো আরও দুই অনামী দল। এবং এসব কারণেই সম্ভবত গ্রুপ শীর্ষে থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়াই শুধু নয়, এবার চ্যাম্পিয়নশিপের স্বপ্নও দেখছে ইস্টবেঙ্গল।

ডুরান্ড কাপে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম সাউথ ইউনাইটেড এফসি

সময় : বিকেল ৫.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, কলকাতা
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

প্রথম একাদশে একমাত্র বিদেশি হিসেবে বুধবার ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নিতে তৈরি হচ্ছেন মহম্মদ রশিদ। মঙ্গলবার কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

জাতীয় কোচের পদে আবেদন ফাউলারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জুলাই : ক্রমশ প্রকাশ্যের মতো একে একে ভারতের জাতীয় দলের কোচ হওয়ার জন্য আবেদনকারী বড় বড় নাম সামনে আসছে। ইস্টবেঙ্গলে কোচিং করে যাওয়া ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ তারকা রবি ফাউলারও আবেদন করেছেন সন্দেশ ঝিংগানদের কোচ হওয়ার জন্য। এছাড়াও আবেদন করেছেন ক্রোয়েশিয়ান কোচ পিটার সেগ্রেট। তিনি এর আগে তাজিকিস্তানের কোচ হিসাবে সফল। তবে যা পরিস্থিতি তাতে কোচ হওয়ার লড়াই মূলত চারজনের মধ্যে।

খালিদ জামিল, সঞ্জয় সেনের সঙ্গে লড়াই দুই বিদেশি স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন ও আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের। যদিও সবার থেকে এগিয়ে খালিদ। টেকনিকাল কমিটির সব সদস্যের ভোট যেমন তাঁর দিকে, তেমনি এআইএফএফের দুই পরমার্শদাতা আর্মান্দো কোলাসো ও বিমল ঘোষও চাইছেন খালিদকে কোচ করতে। ফেডারেশনও এবার আর্থিক কারণেই শেষপর্যন্ত হয়তো ভারতীয় কোচই নিয়োগ করবে। ফলে ফাউলাররা আবেদন করলেও তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের কোচ হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

ডায়মন্ডের কাছে হার মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জুলাই : পাঁচ ম্যাচ হয়ে গেল, জয়ের দেখা নেই মহমেডানে। মঙ্গলবার কলকাতা লিগে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কাছে ১-০ গোলে হার সাদা-কালো শিবিরের।

৭ মিনিটেই জয়সূচক গোলটি পেয়ে যায় ডায়মন্ড। বাঁদিক থেকে শুভজিৎ বেলেলের ক্রসে গোল করে যান আকাশ হেমরাম। গোলের ব্যবধান আরও বাড়াতে পারত ডায়মন্ড হারবার। কিন্তু গোলরক্ষক শুভজিৎ ভট্টাচার্যের সৌজন্যে বেঁচে যায় তারা। অন্তত বার চারেক নিশ্চিত গোল বাঁচিয়েছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গপ্রহরী।

এদিন হারের সঙ্গে ফিফার থেকে আরও একটি রেজিস্ট্রেশন ব্যানের চিঠি এসেছে মহমেডানের কাছে। প্রাক্তন কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভের বেতন বকেয়া থাকায় চিঠিটি এসেছে।

এদিকে, ভবানীপুরকে ১-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে এরিয়ান।

অন্য ম্যাচে পিয়ারলেস ৪-০ গোলে হারিয়েছে শ্রীভূমি এফসি-কে। হ্যাটট্রিক করেন উত্তম হাঁসদা। অপর গোলটি আকাশ দত্তের। বড় জয় পেয়েছে ইউনাইটেড কলকাতাও। তারা ৫-০ ফলে বিধ্বস্ত করেছে উয়াড়িকে। জিতেন মুর্মু ও রাহুল ভেনু জোড়া গোল করেছেন। একটি গোল নারায়ণে ছেত্রীর আত্মঘাতী। এছাড়া সাহিল হরিজনের গোলে ১-০ ফলে খিদিরপুরকে হারিয়েছে ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব।

এরিয়ানকে জেতালেন রাজু

গোলদাতা সদ্য পিতৃহারা রাজু ওরাওঁ। পাঠচক্র গোলরক্ষক অর্ণব দাসকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে পিতৃশোক সামলে মাঠে নেমেছিলেন তিনি। মাঠের লড়াইয়ে গোল করে দলকে জেতালেন রাজু।

ডুরান্ড কাপের আজ উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জুলাই : সেনাবাহিনীর পারফরমেন্সের সঙ্গে বাংলার বাউলগান। বুধবার বিকেলে ডুরান্ড কাপের জমজমাট উদ্বোধনের অপেক্ষায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টায় টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত থাকবেন সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড রেজিমেন্টের কর্তারা। প্রতিবারের মতোই থাকছে সেনা হেলিকপ্টারের পাইলটদের ‘এয়ার শো’। এরপর গোর্খা রেজিমেন্টের কুকরি, শিখ রেজিমেন্টের ভাংড়ার সঙ্গে মিশে যাবে বাংলার সংস্কৃতি। তুলে ধরা হবে বাংলার ইতিহাস। যেখানে অংশ নেবেন ছৌ শিল্পীরা। থাকবে বাউলগানও। সবমিলিয়ে আধঘণ্টার জমজমাট উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

ড্র দিব্যা-হাম্পির

বাতুমি, ২২ জুলাই : ফিডের মহিলাদের বিশ্ব দাবায় সেমিফাইনালে নিজেদের প্রথম গেম ড্র করলেন কোনেরু হাম্পি ও দিব্যা দেশমুখ। কালো ঘুঁটি নিয়ে চিনের তিংজেই লেইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র রাখেন হাম্পি। দিব্যাও কালো ঘুঁটি নিয়ে রুখে দেন চিনেরই তান ঝংউইকে।

শতরান করে ছন্দে ফিরলেন হরমনপ্রীত

ভারত-৩১৮/৫
ইংল্যান্ড-৯৬/২
(২১ ওভার পর্যন্ত)

চেস্টার-লে-স্ট্রিট, ২২ জুলাই : জিতলেই ওডিআই সিরিজ কব্জা করার হাতছানি। দীর্ঘ অফফর্ম কাটিয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে শতরান করে অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর ছন্দে ফিরলেন। ৮৪ বলে ১০২ রানের ইনিংসের পথে হরমনপ্রীত ১৪টি বাউন্ডারি মারলেন। সপ্তম একদিনের আন্তর্জাতিক শতরানে পৌঁছাতে শেষ ৫০ রান তিনি করলেন মাত্র ২৮ বলে। যার সুবাদে ভারত শেষ করল ৩১৮/৫ স্কোরে। শেষবেলায় ১৮ বলে অপরাজিত ৩৮ রানের বিধ্বংসী ইনিংসে সফরে প্রথমবার উজ্জ্বল লাগল শিলিগুড়ির রিচা ঘোষের ব্যাটও। হরমনপ্রীত টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়ার পর তাঁদের জন্য প্ল্যাটফর্ম অবশ্য গড়ে দিয়েছিলেন টপ অর্ডার ব্যাটাররাই। প্রতীকা রাওয়ালকে (২৬) নিয়ে ওপেনিং জুটিতে স্মৃতি মান্ধানা (৪৫) জোড়েন ৬৪ রান। দুই ওপেনারকের অল্প রানের ব্যবধানে হারানোর পর হরমনপ্রীতের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে হার্লিন দেওল (৪৫) যোগ করেন ৮১ রান। ভারতীয় ইনিংসে এদিন একমাত্র শতরানের জুটি গড়ে ইংল্যান্ডকে পুরোপুরি ব্যাকফুটে ঠেলে দেন জেমিমা রডরিগজ (৪৫ বলে ৫০) ও হরমনপ্রীত।

ওডিআইয়ে সপ্তম শতরানের পর হরমনপ্রীত কাউর। মঙ্গলবার।

বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে শিলিগুড়ির রিচা

রানতাড়ায় নেমে ইংল্যান্ড শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ২১ ওভারে ২ উইকেটে ৯৬ রান তুলেছে। দুটো উইকেটই গিয়েছে পেসার ক্রান্তি গৌড়ের দখলে। ক্রিজে নাতালি স্কিভার-ব্রান্ট (৪৯) ও এমা ল্যাম্ব (৩৬)। ভারত এদিন পেসার অরুন্ধতী রেড্ডির জায়গায় স্পিনার রাধা যাদবকে একাদশে এনেছে।

ম্যাচের সেরা অতনু দাস।
ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

কলকাতায় অভিষেক, আজ প্রস্তুতিতে টাংরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জুলাই : ডুরান্ড কাপ শুরুর আগেই কলকাতায় চলে এলেন টেকচাম অভিষেক সিং।

সোমবারই চলে এসেছিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ফুটবলার দীপক টাংরি। জানা গিয়েছে, বুধবারই অনুশীলনে যোগ দেবেন তিনি। এরই মধ্যে মঙ্গলবার বিকালে শহরে চলে এলেন বাগানের নতুন ফুটবলার অভিষেক। দীর্ঘ দড়ি টানাটানির পর সবুজ-মেরুনে সই করেন তিনি। যদিও সরকারিভাবে এখনও টেকচাম অভিষেকের নাম ঘোষণা করেনি মোহনবাগান। মঙ্গলবার রাতে কলকাতায় পা রাখার কথা বিশাল কেইথ ও মনবীর সিংয়ের। সবুজ-মেরুনের বাকি ভারতীয়দেরও ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে কলকাতায় এসে প্রস্তুতিতে যোগ দিতে বলা হয়েছে। আপাতত ডেগি কার্ডোজোর পাশাপাশি বাস্তব রায়ের তত্ত্বাবধানে ডুরান্ডের প্রস্তুতি সারবে মোহনবাগান।

এদিকে, কলকাতা ফুটবল লিগের ডার্বির দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। নিভৃতে বড় ম্যাচের মহড়া সারছে মোহনবাগান। সবুজ-মেরুন সমর্থকদের মধ্যে একটা প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে, ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে কিয়ান নাসিরি, সুহেল আহমেদ বাট, দীপেন্দু বিশ্বাসরা কি খেলবেন? নিশ্চিতভাবে কিছু না বলা গেলেও মঙ্গলবার অনুশীলন দেখে যা বোঝা গেল তাতে কোচ ডেগি কার্ডোজো যে এই তিন ফুটবলারকে ধরেই এগোচ্ছেন, সেই কথা বলাই যায়। পাশাপাশি গ্লেন মার্টিন্সকেও তৈরি রাখা হচ্ছে।

টেনিস কোর্টে ফিরছেন ভেনাস

ওয়াশিংটন, ২২ জুলাই : দীর্ঘ ১৬ মাস পর টেনিস কোর্টে প্রত্যাবর্তন। আর প্রত্যাবর্তনেই জয় টেনিস তারকা ভেনাস উইলিয়ামসের।

ওয়াশিংটন ওপেনে মহিলাদের ডাবলসের প্রথম রাউন্ডে হেলি ব্যাপ্টিস্টকে সঙ্গী করে ভেনাস হারিয়েছেন ইউজিনি বুচার্ড-ক্লেভি নগুনেকে। ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-১। প্রত্যাবর্তনে জয় পেয়ে খুশি ভেনাস। তিনি বলেছেন, ‘টেনিস কোর্টে ফিরে আসাটা একটা বিশেষ মুহূর্ত। সমর্থকরাও আমার প্রত্যাবর্তনে চমকে গিয়েছেন।’ ২০২৪ সালের মায়ামি ওপেনের পর ভেনাসকে টেনিস কোর্টে আর দেখা যায়নি।

ভেনাস টেনিস কোর্টে ফিরেছেন। ওয়াশিংটন ওপেনে ডাবলস ম্যাচ জেতার পর বুধবার সিঙ্গলসে তিনি খেলবেন স্বদেশীয় পেটন স্টার্নসের বিরুদ্ধে। ভেনাস ফেরার পর টেনিস দুনিয়ায় বড় প্রশ্ন, বোন সেরেনাও কি ফিরবেন?

২৩টি সিঙ্গলস গ্র্যান্ড স্ল্যাম ও ১৪টি ডাবলস গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী সেরেনা ২০২২ সালে টেনিসকে বিদায় জানিয়েছেন। মার্কিন টেনিস কিংবদন্তি ভবিষ্যতে ফিরবেন কি না, সেটা নিয়ে দিদি ভেনাসও কিছু জানেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘আমি জানি না, সেরেনা টেনিসে ফিরবে কি না, এই বিষয়ে তাকে কোনওদিন প্রশ্ন করিনি। যদি সে ফেরে, তাহলে সবাইকে সেটা সময়মতো জানিয়ে দেবে।’

জোড়া গোল অতনুর

কোচবিহার, ২২ জুলাই : শ্রীরামকৃষ্ণ ক্লাব ও পাঠাগারের ফুটবলে মঙ্গলবার ইম্মোর্টালি এফসি ৪-২ গোলে খেলাঘর এফসি-কে হারিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বয়েজ হাইস্কুলের মাঠে ম্যাচের সেরা ইম্মোর্টালের অতনু দাস জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি গোল দুইটি প্রণয় থাপা ও দিবাকর দাসের। খেলাঘরের সৌরদীপ মণ্ডল জোড়া গোল করেন। বৃহস্পতিবার খেলবে শ্রদ্ধা স্পোর্টস সুপার জায়েন্টস ও বাণীতীর্থ ওয়ারিয়র্স।

স্লেজিং করলে পালটা দেব, হুংকার স্টোকসের

ক্রিকেট স্পিরিট ভেঙেছে ইংল্যান্ডই : শুভমান

-খবর এগারোর পাতায়

রানার্সের পদক গলায় আলিপুরদুয়ারের শ্রাবন্তিকা কর্মকার ও করণজিৎ সাহা।

রানার্স শ্রাবন্তিকা-করণজিৎ

আলিপুরদুয়ার, ২২ জুলাই : কলকাতার হরিনাভিতে রাজ্য জুনিয়ার ব্যাডমিন্টনে অনূর্ধ্ব-১৯ মিক্সড ডাবলসে রানার্স হল আলিপুরদুয়ারের শ্রাবন্তিকা কর্মকার-করণজিৎ সাহা। শ্রাবন্তিকা দক্ষিণ দিনাজপুরের হয়ে ও করণজিৎ জলপাইগুড়ির হয়ে নেমেছিল। ফাইনালে শ্রাবন্তিকা-করণজিৎ ১৩-২১, ১৬-২১ পয়েন্টে আদিত্য ব্রহ্ম-শিরিন চক্রবর্তীর কাছে হেরেছে।

জেতালেন সম্রাট

কোচবিহার, ২২ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অসীম ঘোষ ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার মহিষবাথান প্লেয়ার্স ইউনিট ১-০ গোলে স্পিরিচুয়াল স্পোর্টস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবকে হারিয়েছে।

কোচবিহার স্টেডিয়ামে সম্রাট বর্মন গোল করেন। ম্যাচের সেরা মহিষবাথানের তরুণ মণ্ডল। তিনি নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছেন।

ফের মুখ পুড়ছে পাক বোর্ডের

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : ভারতকে অস্বস্তিতে ফেলতে ঢাকায় এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) বৈঠকের পরিকল্পনা। যদিও যে পদক্ষেপে মুখ পুড়তে চলেছে পাকিস্তানেরই। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড প্রধান মহসিন নকভি এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিলের শীর্ষ পদেও আসীন। পদের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে লাগিয়ে ২৪ জুলাই ঢাকায় এশিয়া কাপ নিয়ে বৈঠক ডেকেছেন।

ভারত যদিও প্রথমেই পরিষ্কার করে দেয়, বাংলাদেশের চলতি রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তারা ঢাকায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে থাকবে না। ভারতের আপত্তি সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত বদল করা হয়নি। তবে প্রস্তাবিত সেই বৈঠক নিয়েই ঘোর অনিশ্চয়তা। এসিসি-র নিয়ম অনুসারে কোনও বৈঠকের বৈধতার জন্য ১০ সদস্যের (টেস্ট খেলিয়ে ও অ্যাসোসিয়েট সদস্য) উপস্থিতি প্রয়োজন।

এসিসি বৈঠক বিতর্ক

যদিও সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ বলে সূত্রের খবর। ইতিমধ্যে, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা দুই টেস্ট খেলিয়ে দেশ ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে ঢাকার বৈঠকে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। ওমান সহ একাধিক অ্যাসোসিয়েট সদস্য দেশও ভারতকে সমর্থন জানিয়েছে। ফলে নিজেদের অবস্থান না বদলালে মুখ পুড়তে চলেছে পিসিবি-র। এদিকে, লেজেন্ড লিগে পাকিস্তান ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েও জলঘোলা অব্যাহত। পাকিস্তানের তরফে দাবি, ভারত যেহেতু ম্যাচ খেলতে রাজি হয়নি। তাই ম্যাচের পুরো পয়েন্ট প্রাপ্য তাদের। পয়েন্ট ভাগাভাগি কোনওভাবে মানা হবে না।

টি২০ সিরিজ হারল পাকিস্তান

মিরপুর, ২২ জুলাই : এক ম্যাচ বাকি থাকতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ হেরে গেল পাকিস্তান। টসে জিতে বাংলাদেশকে ব্যাটিং করতে পাঠিয়ে ১৩৩ রানে তারা অল আউট করে দিয়েছিল। জাকের আলি (৫৫) ও মাহেদি হাসান (৩৩) ছাড়া টাইগার ব্রিগেডের কোনও ব্যাটারই সলমন মির্জা (১৭/২), আহমেদ দানিয়েলদের (২৩/২) সামনে প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। রানতাড়ায় নেমে পাকিস্তান ৩০ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে শুরুতেই ব্যাকফুটে চলে যায়। সেখান থেকেই ফাহিম আশরফ (৩২ বলে ৫১) পালটা মারে জমিয়ে দিলেও শেষরক্ষা হয়নি। পাকিস্তান ১২৫ রানে গুটিয়ে যায়।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 80L 18580 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই, কেবলমাত্র এই বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের জন্য নয়, বরং সমস্ত সাধারণ মানুষকে কোটিপতি হওয়া সম্ভব এই আত্মবিশ্বাস প্রদানের জন্য। একটি অবিশ্বাস্য বিষয় হল সাধারণ মানুষকে সামান্য পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে প্রতিদিন সত্যিকারের জীবন পরিবর্তনকারী সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা চিত্তরঞ্জন হাজরা - কে 26.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শ্রদ্ধাঞ্জলী

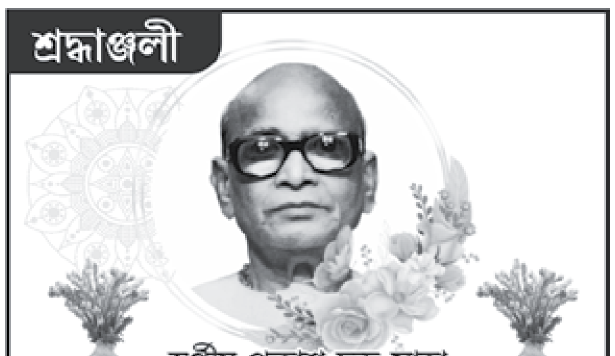

স্বর্গীয় প্রকাশ চন্দ্র সাহা

১৮তম প্রয়াণ বার্ষিকী (প্রয়াণ ২৩.০৭.২০০৭)

“তোমাকে স্মরণ করি অশ্রু অর্ঘ্য দিয়ে
যেথা আছো ভালো থেকো চিরশান্তি নিয়ে”

তুমি আমাদের পথ প্রদর্শক,
তোমার চলে যাওয়ায় আমরা বিদীর্ণ ও মর্মাহত।
তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

শোকাহত পরিবারবর্গ, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি ও
প্রকাশ ডিস্টিলারী এ্যান্ড কেমিক্যাল কোঃ প্রাঃ লিমিটেড
এর কর্মীবৃন্দ